AvMvgxi c‡_ AwfhvÎv : GKwU mLx, mg×
I Kj¨vYKvgx †`k Movi j‡¶¨

বাজেট বক্তৃতা ২০১১-১২

আবুল মাল আবদুল মুহিত

মন্ত্রী

অর্থ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা

২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮

৯ জুন ২০১১

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রস্তাব	১
প্রথম অধ্যায়	
সূচনা ও প্রেক্ষাপট শ্রদ্ধাঞ্জলি, কৃতজ্ঞতা, প্রাক-বাজেট আলোচনা, রূপকল্পের স্বপ্ন, প্রত্যাশা ও সম্পদের সীমাবদ্ধতা	১-৩
আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অঙ্গীকার : বাস্তবায়ন পরিস্থিতি মন্দা মোকাবেলা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে অর্জন, কৃষি খাত, ভূমি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, খাদ্য নিরাপত্তা, সড়ক ও সেতু, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ডিজিটাল বাংলাদেশ, জলবায়ু পরিবর্তন, নারী ও শিশু কল্যাণ, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, কর্মসৃজন, পল্লী উন্নয়ন, আদমশুমারি, শিল্প ও বাণিজ্য, জনকল্যাণ ও সুশাসন, অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন, অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার	৪-১৩
সামষ্টিক অর্থনীতি ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট প্রবৃদ্ধি, বৈদেশিক খাত, রপ্তানি, আমদানি, রেমিট্যান্স, চলতি হিসাবের ভারসাম্য, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, বিনিময় হার, মুদ্রাখাত, মূল্যস্ফীতি, অর্থনৈতিক কৌশল	১৩-২০
২০১০-১১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট রাজস্ব পরিস্থিতি, রাজস্ব আয়, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, মোট ব্যয়, বাজেট ঘাটতি	২০-২২
দ্বিতীয় অধ্যায়	
কতিপয় প্রধান খাত	২৩-৮৫
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি: সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি	২৩-২৮
বিদ্যুৎ: বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা, বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, বিদ্যুৎ সাশ্রয়	২৩-২৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
জ্বালানি: বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার, গ্যাস উৎপাদন পরিস্থিতি, তেল-গ্যাস অনুসন্ধান	২৬-২৮
কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন	২৮-৪১
কৃষি খাত: কৃষি কার্যক্রমে ভর্তুকি, কৃষি বীজ, হাইব্রীড ধান ও ক্ষুদ্র সেচ, কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য, মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা, কৃষিঋণ, কৃষি বীমা, কৃষি গবেষণা, জাতীয় কৃষিনীতি	২৮-৩১
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ: জাটকা নিধন প্রতিরোধ এবং পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ, বিলুপ্তপ্রায় মৎস্যজাত সংরক্ষণ, প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, টিকা উৎপাদন ও বিতরণ	৩২-৩৩
পানি সম্পদ: পানিসম্পদ উন্নয়ন, গড়াই পুনরুদ্ধার, নদী শাসন ও টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা, গঙ্গার পানি ব্যবস্থাপনা, নদী ভাঙ্গনরোধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, লবণাক্ততার ঝুঁকি হ্রাস ও সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধার, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন, ঢাকার চারপাশে বহমান নদীগুলোতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ	৩৩-৩৭
পল্লী উন্নয়ন: বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি সরবরাহ, নগরবাসীর পানির চাহিদা পূরণ, ভূ-উপরিস্থ উৎসের উপর নির্ভরতা বাড়ানো, স্যানিটেশন, গ্রামীণ আবাসন, পল্লী বিদ্যুৎ, বায়োগ্যাস ও বায়োবিদ্যুৎ কর্মসূচি	৩৭-৪০
খাদ্য নিরাপত্তা: খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি, আপদকালীন মজুদ	৪০-৪১
যোগাযোগ খাত: সমন্বিত যোগাযোগ নীতি	৪২-৪৯
সড়ক ও সেতু: সড়ক তহবিল ও রোড মাস্টার প্ল্যান, সড়ক নিরাপত্তা ও যানজট নিরসন, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, এমআরটি, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ, ঢাকাকে ঘিরে বৃত্তাকার সড়ক, রেল ও নৌপথ, সিএনজি বাস সংগ্রহ, গ্রোথ সেন্টারকে জেলা সদরের সাথে সংযুক্ত করা	৪৩-৪৫
রেলপথ: রেলপথ সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রেল সংযোগ	৪৫-৪৬
নৌ-পরিবহন: নৌ-পথের নাব্যতা বৃদ্ধি, চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি, মংলা সমুদ্রবন্দরের আধুনিকায়ন, স্থল বন্দর ও গভীর সমুদ্রবন্দর, মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়	৪৬-৪৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
বেসামরিক বিমান পরিবহন: বিমানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিমান বন্দরের উন্নয়ন	৪৮-৪৯
মানব সম্পদ উন্নয়ন	৪৯-৬৬
সামগ্রিক শিক্ষা খাত: শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ফাউন্ডেশন, শিক্ষাক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, সৃজনশীল প্রতিভা অন্বেষণ, এমপিওভুক্তকরণ, উচ্চশিক্ষায় বৈষম্য দূর করা, তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার, কারিগরি শিক্ষার প্রসার, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল	৪৯-৫৩
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা: শিশুকে স্কুলমুখী করার সর্বাত্মক প্রয়াস, শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত কমিয়ে আনা, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি, নতুন বিদ্যালয় নির্মাণ, ৫ম শ্রেণী সমাপনী পরীক্ষা ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা	৫৩-৫৫
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ: এইচএনপিএসপি'র সাফল্য, পুষ্টি কার্যক্রম ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, টেলি-মেডিসিন, বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন, ঔষধ শিল্পের উন্নয়ন, চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীর অনুপাত, নার্স/প্যারামেডিক্সের সংখ্যা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	৫৫-৫৯
নারী ক্ষমতায়ন ও শিশু কল্যাণ: জাতীয় নারী নীতি, গ্রামীণ মহিলাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, নারীর কর্মক্ষেত্র প্রসার, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধ, শিশু কল্যাণ, দিবাযত্ন কেন্দ্র	৫৯-৬১
সংস্কৃতি: উদার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, দেশজ সংস্কৃতির বিকাশ, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতির বিকাশ, সরকারি গ্রন্থাগার উন্নয়ন, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও ইতিহাস সংরক্ষণ	৬১-৬৩
ধর্ম: হজ্ব ব্যবস্থাপনা, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, ইমাম প্রশিক্ষণ	৬৩-৬৪
সংখ্যালঘু ও স্বল্প সুবিধাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়: নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির বিকাশ ও লালন, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন	৬৪-৬৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন: যুব উন্নয়ন, ক্রীড়া অবকাঠামো উন্নয়ন	৬৫-৬৬
ডিজিটাল বাংলাদেশ	৬৬-৭১
টেলিযোগাযোগ: টেলিফোন ও ইন্টারনেটের আওতা সম্প্রসারণ	৬৬-৬৭
ডিজিটাল অবকাঠামো: দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল, ইন্টারনেট	৬৭-৬৯
তথ্য-প্রযুক্তি সেবা: জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, সরকারি ক্রয়কার্যে আইসিটি'র প্রয়োগ, ই-কমার্স, তথ্য অবকাঠামো, বিজ্ঞানচর্চা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি	৬৯-৭১
শিল্প ও বাণিজ্য	৭১-৮১
শিল্পায়ন: জাতীয় শিল্পনীতি, উদ্দীপ্ত ও গতিশীল ব্যক্তিখাত, ব্যক্তিখাত বিকাশে সরকারের সহায়ক ভূমিকা, মন্দাকালীন প্রণোদনার সুফল, পরিবেশ-বান্ধব শিল্পায়ন, বিএসটিআই শক্তিশালীকরণ, পাট খাতের উন্নয়ন, বিজেএমসি'র দায়-দেনা গ্রহণ, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের মানোন্নয়ন, সমমূলধন ও উদ্যোক্তা তহবিল, অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	৭১-৭৭
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প: এসএমই খাতে ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ও পুনঃঅর্থায়ন, নারী-বান্ধব এসএমই কার্যক্রম, বিসিক শিল্পনগরী	৭৮-৭৯
বাণিজ্য: বাণিজ্য সম্প্রসারণ, ব্যবসা ও বিনিয়োগ কার্যক্রমের অটোমেশন, আঞ্চলিক বাণিজ্য, সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণ, টিসিবি শক্তিশালীকরণ	৭৯-৮১
জলবায়ু পরিবর্তন	৮১-৮৫
দুর্যোগ প্রশমনে সক্ষমতা অর্জন, বায়ু দূষণের মাত্রা হ্রাস, শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ রক্ষায় প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসকল্পে গৃহীত ব্যবস্থা, দুর্যোগ মোকাবেলায় অবকাঠামো নির্মাণ, পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন	৮১-৮৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
তৃতীয় অধ্যায়	
জনকল্যাণ ও সুশাসন	৮৭-১০৮
জনকল্যাণ	৮৭-৯৮
দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা: বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের জন্য দুঃস্থ ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, প্রতিবন্ধী কল্যাণ, এসিডদগ্ধ মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন, সুবিধাবঞ্চিত পথশিশু এবং এতিম অসহায় শিশুদের কল্যাণ, ভিক্ষাবৃত্তির অবসান, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, এনজিও ফাউন্ডেশন, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, একটি বাড়ি একটি খামার, কর্মসূচি সমন্বয় ও ডাটাবেজ তৈরি	৮৭-৯৩
কর্মসংস্থান	৯৩-৯৪
মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ: রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের রেশন প্রদান, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের জন্য অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট পুনরুজ্জীবিতকরণ	৯৫-৯৭
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান: প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, বিদেশ প্রত্যাগত শ্রমিকদের পুনর্বাসন, সম্ভাবনাময় নতুন শ্রমবাজার, দক্ষতা উন্নয়নে সমন্বয়	৯৭-৯৮
সুশাসন	৯৯-১৪৮
সংসদীয় কার্যক্রম: জাতীয় সংসদকে অর্থবহ করা	৯৯
জনপ্রশাসন	৯৯-১০০
আইন-শৃঙ্খলা ও আইনের শাসন: আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, পুলিশ বাহিনী শক্তিশালীকরণ, আইন ও বিচার, চাঞ্চল্যকর মামলার বিচার, অসমর্থ্য বিচার প্রার্থীদের আইনি সহায়তা	১০০-১০২

বিষয়	পৃষ্ঠা
গণমাধ্যমের স্বাধীনতা: তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিতকরণ, সাংবাদিকতার গুণগত মানোন্নয়ন	১০২-১০৩
দুর্নীতি প্রতিরোধ: দুর্নীতি দমনে সর্বাত্মক সহযোগিতা	১০৩
পররাষ্ট্র নীতি: আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার, সফল কূটনৈতিক তৎপরতা, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা, ট্রানজিট সুবিধা	১০৪-১০৭
প্রতিরক্ষা: সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়ন	১০৭
স্থানীয় সরকার: প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার	১০৮
সংস্কার কার্যক্রম	**১০৯-১১৬**
সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা: কম্পিউটারভিত্তিক মাল্টি-মডিউল বাজেট ডাটাবেজ, মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো, বাজেট শ্রেণীবিন্যাস কাঠামোর সংশোধন, বাজেটের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, নিরীক্ষা কার্যক্রম	১০৯-১১১
অবকাঠামো খাতে ব্যক্তি খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ: সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, পিপিপি নীতিমালা ও পিপিপি অফিস, পিপিপি প্রকল্প, বাংলাদেশ অবকাঠামো অর্থায়ন তহবিল, কারিগরি সহায়তা ও VGF	১১১-১১৩
আর্থিক খাত: সার্বভৌম ঋণমান নির্ধারণ, আর্থিক খাত সংস্কার, ব্যাংক ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ, বীমা খাত সংস্কার, পুঁজিবাজার, পুঁজিবাজার সংস্কার, Financial Reporting Act	১১৩-১১৬
ভূমি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও আবাসন	**১১৭-১২০**
ভূমি ব্যবস্থাপনা: ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশন, ভূমি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, কৃষিজমি সুরক্ষা, খাস জমি বিতরণ, অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন	১১৭-১১৯
আবাসন: মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের আবাসন, গৃহায়ণ তহবিল, পরিকল্পিত নগরায়ন, রিয়েল এস্টেট	১১৯-১২০

বিষয়	পৃষ্ঠা
চতুর্থ অধ্যায়	
২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো	
অনুমান, রাজস্ব আয় প্রাক্কলন, ব্যয় প্রাক্কলন, বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো, সঞ্চয়পত্র	১২১-১২৮
পঞ্চম অধ্যায়	
রাজস্ব আহরণ কাঠামো করনীতি, কর আহরণে সাফল্য, সংস্কার : নীতি ও প্রশাসন, কর আহরণের মৌলনীতিসমূহ, মূসক ও প্রত্যক্ষ কর আইন, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, করদাতার স্বীকৃতি, রাজস্ব প্রক্রিয়া অটোমেশন, কর প্রশাসনের সম্প্রসারণ	১২৯-১৩৩
প্রত্যক্ষ কর	
আয়কর : কর পরিশোধ সহজীকরণ, করসীমা, কর মুক্ত সুবিধা প্রত্যাহার, করদাতা বান্ধব পদক্ষেপ, CSR ও ব্যক্তি বিনিয়োগ, কর অবকাশ ও ইপিজেড, পুঁজিবাজার ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত, উৎসে আয়কর সংগ্রহের হার যৌক্তিকীকরণ, আয়কর প্রশাসন পুনর্বিন্যাস ও আধুনিকায়ন, নতুন কর আইন	১৩৩-১৩৭
পরোক্ষ কর	
আমদানি শুল্ক: আমদানি পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয় সংগ্রহের হার, খাদ্যদ্রব্য, ঔষধ, তুলা ও সারের উপর শূন্য শুল্কহার, দেশীয় শিল্প প্রতিরক্ষণ, মোটর সাইকেল ও সংযোজন শিল্পে সহায়তা, ETP-তে ব্যবহার্য কেমিক্যালস্-এর শুল্ক হ্রাস, দেশীয় মুদ্রণশিল্পকে সহায়তা প্রদান, বিকাশমান ফার্নিচার শিল্পখাতকে সহায়তা প্রদান, নতুন গাড়ির শুল্কায়নে সঠিক মূল্য নির্ধারণ, শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি/আরোপ/হ্রাস, ঔষধশিল্পে সহায়তা, কপিরাইট ও মেধাসত্ত্ব আইনের প্রয়োগ, বন্ড লাইসেন্স নবায়নের মেয়াদ বৃদ্ধি, শুল্ক বিভাগের Capacity Building ও PSI ব্যবস্থার মেয়াদ, আমদানি পর্যায়ে রাজস্ব আদায় কার্যক্রম	১৩৭-১৪২

বিষয়	পৃষ্ঠা
মূল্য সংযোজন কর: মূল্য সংযোজন কর আইন প্রণয়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সম্প্রসারণ, মূল্য সংযোজন কর হ্রাসকরণ, তামাক সেবন ও করনীতি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে Tobacco Tax Policy Cell গঠন, অর্থদণ্ড হ্রাসকরণ, ফেরত প্রদানযোগ্য অর্থ প্রদান সহজীকরণ, মূসক ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, মূসক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, মূল্য সংযোজন বিভাগে সংস্কার	১৪৩-১৪৬
ষষ্ঠ অধ্যায়	
উপসংহার	১৪৭-১৪৮
পরিশিষ্টসমূহ : ক ও খ	১৪৯-১৬৫

পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার নামে

প্রথম অধ্যায়

মাননীয় স্পীকার

১। আমি ২০১০-১১ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট এবং ২০১১-১২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট এ মহান সংসদে উপস্থাপনের জন্য আপনার সদয় অনুমতি প্রার্থনা করছি।

প্রস্তাব

সূচনা ও প্রেক্ষাপট

২। বাঙালির ইতিহাস নিরন্তর সংগ্রামের ইতিহাস। হাজার বছর ধরে আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে এ জাতি যুদ্ধ করেছে, দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে সব ধরনের পরাধীনতা ও স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। অবশেষে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে স্বাধীন বাংলাদেশ। এই আত্মপ্রকাশে অবিচল, আপোসহীন ও দূরদর্শী নেতৃত্ব দান করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং আমাদের জাতির পিতা। ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপনকালে আমি গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি তাঁকে। জ্ঞাপন করছি গভীর কৃতজ্ঞতা। একই সাথে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি তাঁর সুযোগ্য সহকর্মী জাতীয় চার নেতার অবদানকে; ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশে স্বৈরশাসন ও মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলনের সকল শহীদকে। তাঁদের মহান আত্মত্যাগ আমাদের চলার পথের পাথেয়, আমাদের সকল অনুপ্রেরণার উৎস।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা শুধুমাত্র ক্ষমতায় আসার জন্যই মহাজোটের নেতৃত্ব দেননি, তিনি জাতিকে উপহার দিয়েছেন আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির সনদ **রূপকল্প-২০২১** এবং আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছেন ডিজিটাল বাংলাদেশের। আমার ঘোষিত প্রথম দুটি বাজেট এই

কৃতজ্ঞতা

রূপকল্প বাস্তবায়নের ভিত্তিভূমি তৈরি করেছে। ২০১১-১২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে তা আরো দৃঢ়তা লাভ করবে এবং জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দিক-নির্দেশনা দেবে, শক্তি যোগাবে। প্রতিবারের মত এবারও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন বিষয়ে আমাকে প্রাজ্ঞ অভিমত ও পরামর্শ দিয়ে প্রস্তাবিত বাজেট প্রণয়নে সহায়তা করেছেন এবং আমার ওপর অব্যাহত আস্থা রেখে আমাকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন ।

প্রাক-বাজেট আলোচনা

৪। গেলবারের মত এবারো বাজেট তৈরির আগে আমি কথা বলেছি দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ, পেশাজীবী, ইকনমিক রিপোটার্স ফোরাম, এনজিও নেতৃবৃন্দ এবং সাংবাদিকসহ সবকটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবদের সাথে। তাঁরা প্রত্যেকেই আমাকে বাজেট নিয়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। আমি তাঁদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আপনারা জানেন কৃষি ও কৃষক মহাজোট সরকারের উন্নয়ন ভাবনার অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ। তাই বাজেটে কৃষকের ভাবনার যথার্থ প্রতিফলন ঘটানো অত্যন্ত জরুরি। কৃষির সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে কৃষকের ভাবনা জানতে আমি গিয়েছিলাম যশোরের বড়খুদরা হাইস্কুল মাঠে। চ্যানেল আই বাজেটের প্রাক্কালে এই অর্থবহ ও সুন্দর অনুষ্ঠানটি আয়োজন করায় তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এছাড়াও জাতীয় সংসদের চারটি স্থায়ী কমিটির সকল সম্মানিত সদস্য এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সভাপতিবৃন্দের সাথে আমি কথা বলেছি। আলোচনাকালে বাজেট বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ দিয়ে তাঁরা আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। সবশেষে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি অর্থ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের। তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাজেট প্রণয়নের কাজটি সুসম্পন্ন করেছেন।

রূপকল্পের স্বপ্ন অভিমুখে অভিযাত্রা

৫। মহাজোট সরকার নির্বাচিত হয়েছে দিনবদলের অঙ্গীকার নিয়ে; মানুষকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার মৌলিক দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। সুখী, সমৃদ্ধ ও সংবেদনশীল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে। আমার প্রথম বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলাম, ‘আমরা এমন এক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, যেখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হবে উন্নত প্রযুক্তি এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধি। সেই বাংলাদেশে স্থিতিশীল

থাকবে দ্রব্যমূল্য, আয়-দারিদ্র ও মানব-দারিদ্র নেমে আসবে ন্যূনতম পর্যায়ে, সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত হবে, ব্যাপকভাবে বিকশিত হবে মানুষের সৃজনশীলতা এবং সক্ষমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে, হ্রাস পাবে সামাজিক বৈষম্য, প্রতিষ্ঠা পাবে অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র এবং অর্জিত হবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় মোকাবেলায় সক্ষমতা। সেই বাংলাদেশ তথ্য-প্রযুক্তিতে বিকশিত হয়ে পরিচিত হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে।' আমাদের অভিযাত্রা এই লক্ষ্যপূরণের দিকে।

৬। আপনারা জেনে খুশি হবেন, ইতোমধ্যে আমরা **রূপকল্প ২০২১**-এর আলোকে **'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১)'** এবং ২০১১ থেকে ২০১৫ সাল মেয়াদে বাস্তবায়িতব্য **ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা** প্রণয়ন সম্পন্ন করেছি। আমাদের প্রতিটি বাজেটই হবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের হাতিয়ার।

৭। গত দুবছর আমরা শুধু সার্থকভাবে বিশ্বমন্দা মোকাবেলাই করিনি, দেশের ইপ্সিত প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের ভিত্তি রচনা করতেও সক্ষম হয়েছি। ভৌত অবকাঠামো খাতের, বিশেষ করে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়ন পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। গ্রামীণ অবকাঠামো এবং কৃষি উন্নয়নের ভিত্তি সুদৃঢ় করা হয়েছে। এসব বিষয়ে আমি একটু পরে বিশদ আলোচনা করব।

প্রত্যাশা ও সম্পদের সীমাবদ্ধতা

৮। আমি জানি, বর্তমান সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। এই প্রত্যাশার পরিধিও সুবিস্তৃত। তবে তা অযৌক্তিক নয়। গত দুবছর জনগণের যৌক্তিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আমরা যেমন নিবেদিত ছিলাম, আগামীতেও তেমনি থাকব। তবে, আমাদের মনে রাখতে হবে বিরাজমান সকল সমস্যা নিরসনে বিপুল সম্পদের চাহিদার বিপরীতে সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা। কোনো আবেগ বা উচ্চাভিলাষ নয়, বাজেট প্রণয়নে আমরা নির্মোহভাবে আমাদের বিদ্যমান বাস্তবতা ও সময়ের দাবী বিশ্লেষণ করে সর্বোত্তম অর্থনৈতিক সূত্র অনুসরণের চেষ্টা করেছি। আমি এই মহান সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য ও দেশবাসীকে এই বলে আশ্বস্ত করতে চাই — আমরা যদি সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অভিঘাত যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে পারি তাহলে আগামী অর্থবছর আমাদের প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশে এবং ২০১৪-১৫-তে ৮ শতাংশে উন্নীত হবে, ইনশাআল্লাহ।

আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অঙ্গীকারঃ বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

মাননীয় স্পীকার

৯। আমার বক্তব্যের শুরুতেই দেশবাসীর সামনে আমি সংক্ষেপে তুলে ধরতে চাই গত দুবছরে আমরা কী কী অর্জন করেছি এবং কী কী করতে পারিনি তার খতিয়ান। সরকারের রূপকল্প এবং অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে বিভিন্ন মেয়াদি যেসব নীতি কৌশল, পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করেছিলাম তার অনেকগুলোই ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। কোনো কোনো কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কোনো কোনো কার্যক্রম আমরা এখনও শুরু করতে পারিনি। এ প্রেক্ষাপটে আমরা মনে করি, ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এই বাজেটের মাধ্যমেই আমরা সমাপ্ত কার্যক্রমগুলোর ভিত্তি সুসংহত ও সুদৃঢ় করতে চাই। এগিয়ে নিতে চাই চলমান কর্মকাণ্ডগুলোকে যৌক্তিক পরিণতির দিকে। আর আমাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী যেসব জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম এখনও শুরু করতে পারিনি সেগুলো শুরু করতে চাই, যাতে করে আমাদের কর্মমেয়াদেই এগুলোর একটা সফল সূচনা সম্ভব হয়।

মন্দা মোকাবেলা

১০। প্রথমেই উল্লেখ করতে চাই মন্দা মোকাবিলায় আমাদের রপ্তানি খাতকে আমরা যেভাবে সুরক্ষা দিয়েছি সে বিষয়টি। আমরা রপ্তানি খাতকে সহায়তা প্রদানের জন্য দুটি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছিলাম, যাতে আমরা নীতিগত সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি নগদ সহায়তার হার বৃদ্ধি ও কতিপয় নতুন পণ্যে নগদ সহায়তা প্রদান করেছি। সরকারের সময়োচিত এ পদক্ষেপের কারণে রপ্তানি খাত মন্দার অভিঘাত কাটিয়ে দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

- ২০০৯ সালে বিশ্ব অর্থনীতি যেখানে ঋণাত্মক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে সেখানে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ছিল ৫.৭ শতাংশ। ২০১০ অর্থবছরে এ ধারা অব্যাহত থাকে এবং ৬.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে আমরা ৬.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছি।

- এ সময়ে বিশ্বের রপ্তানি, আমদানি ও রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক থাকলেও আমরা রপ্তানিতে ১০.৩ শতাংশ, আমদানিতে ৪.১ শতাংশ এবং রেমিট্যান্সে ২২.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছি।
- চলতি হিসাব ভারসাম্যের উদ্বৃত্ত ২০০৯ সালে জিডিপি'র ২.৭ শতাংশ এবং ২০১০ সালে জিডিপি'র ৩.৭ শতাংশে উন্নীত করতে সক্ষম হই।
- এসময় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ঋণমান নিয়ন্ত্রণকারী দুটি প্রতিষ্ঠান Standard & Poor's (S&P) এবং Moody's কর্তৃক সার্বভৌম ঋণমান যথাক্রমে BB- এবং Ba3 অর্জন করে। এ রেটিং অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের অর্থনৈতিক সক্ষমতার বিচারে বাংলাদেশ ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের সমকক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়। এবছরও আমরা একই ঋণমান অর্জনে সক্ষম হয়েছি এবং অর্থনীতির স্থিতিশীলতার পরিমাপে ভিয়েতনামের চেয়েও ভাল করেছি।

১১। এবার দৃষ্টি দিতে চাই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়নে আমাদের প্রস্তাবিত পথনকশা বাস্তবায়নের পথে আমরা কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছি সেদিকে। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে মার্চ ২০১১ পর্যন্ত ১,৪০৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সংযুক্ত করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে সকল প্রকল্প চলমান

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে অর্জন

তাতে ২০১১ সালে মোট ২,১৯৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হবে। ইতোমধ্যে **'নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা'** প্রণয়নসহ **'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন'** ও **'গ্যাস উন্নয়ন নীতিমালা'** প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করছি, এর ফলে বিকল্প জ্বালানি সহজলভ্য করা যাবে এবং তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম আরো শক্তিশালী হবে। গত দুবছরে বিদ্যমান গ্যাসকূপগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্যাসের উৎপাদন দৈনিক ২৮৪ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১২। কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ ও কৃষি ঋণ বিতরণ সহজলভ্য করার

কৃষি খাত

লক্ষ্যে সারা দেশে ১ কোটি ৮২ লক্ষ কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ এবং ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করা

হয়েছে। নন-ইউরিয়া সারের মূল্য তিন দফায় কমিয়ে ৭৩ শতাংশেরও বেশি হ্রাস করা হয়েছে।

- বিগত ২০০৯-১০ অর্থবছরে আগাম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে বোরো মৌসুমে পাহাড়ী ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত হাওর এলাকার ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার ১০০ কৃষক পরিবারকে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সার ও বীজ সরবরাহ করা হয়েছে।
- ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৭ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর এবং ২০১০-১১ অর্থবছরের মার্চ মাস পর্যন্ত ৬ লক্ষ ৭২ হাজার হেক্টর জমিতে হাইব্রীড ধান চাষ করা হয়েছে।

ভূমি

১৩। ভূমি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে মূল্য পুনর্নির্ধারণ করে জমির মূল্য ও রেজিস্ট্রেশন ব্যয় সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে। পাশাপাশি জমি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার হ্রাস করা হয়েছে। বালুমহাল ও মাটি ইজারা নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনকল্পে **'বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০'** প্রণয়ন করা হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

১৪। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর নির্বাচনী ইস্তেহারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী **'জাল যার জলা তার'** নীতি বাস্তবায়নের জন্য **'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০৯', 'মৎস্য খাদ্য আইন, ২০১০'** এবং **'মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০'** প্রণয়ন করেছে, যার সুফল দরিদ্র মৎস্যজীবীরা ইতোমধ্যে পেতে শুরু করেছেন।

খাদ্য নিরাপত্তা

১৫। দেশের হতদরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা **'জাতীয় খাদ্য নীতিমালা'** যুগোপযোগী করেছি। ইতোমধ্যে জাতীয় খাদ্যনীতি কর্মপরিকল্পনার (Food Policy Action Plan) আলোকে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে **'বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা বিনিয়োগ পরিকল্পনা, ২০১০'** প্রণীত হয়েছে। বিগত বাজেট দুটিতে আমি অঙ্গীকার করেছিলাম অতিরিক্ত প্রায় ৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারণ ক্ষমতা বাড়াব। খাদ্য গুদাম নির্মাণ ও পুরাতন জরাজীর্ণ খাদ্য গুদাম সংস্কার করে গুদামগুলোর ধারণক্ষমতা ১৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করে

আমরা সেই অঙ্গীকার পূরণ করেছি। স্বল্প ও সীমিত আয়ের জনগোষ্ঠীকে খাদ্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রায় ১২ লক্ষ ফেয়ার প্রাইস কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য গরীব জনগোষ্ঠীর হাতে পৌঁছে দেয়ার জন্য খোলা বাজারে বিক্রয় (Open Market Sales, OMS) কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বিভিন্ন দরিদ্র-বান্ধব কর্মসূচির আওতায় ২০০৯-১০ অর্থবছরে মোট ১৯ লক্ষ ৫৭ হাজার মেট্রিক টন এবং ২০১০-১১ অর্থবছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত মোট ১৭ লক্ষ ৭৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে। দুর্যোগের সময় ছাড়া এতবড় খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি আগে কখনও নেওয়া হয়নি।

১৬। অবকাঠামো উন্নয়নে বড় কাজগুলোর মধ্যে ইতোমধ্যে ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতুর নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে। আশা করছি, অক্টোবর ২০১১ সাল নাগাদ সেতুটি নির্মাণের কাজ শুরু হবে। পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে সহজ শর্তে ২.৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংক, জাপান সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক-এর সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের ঋণচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এছাড়াও কুড়িল-বিশ্বরোড বহুমুখী উড়াল সড়ক (Fly-over) এবং গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ী উড়াল সড়ক নির্মাণের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে।

সড়ক ও সেতু

২০১০-১১ অর্থবছরে আমরা ৩৬৬ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ করেছি। একই সময়ে মেরামত ও পুনর্বাসন করেছি ২ হাজার ৭০৮ কিলোমিটার সড়ক। এছাড়াও, ২০১০-১১ অর্থবছরে ১ হাজার ২৫০ মিটার নতুন ব্রিজ ও ১ হাজার ৭৫০ মিটার নতুন কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। রেল যোগাযোগ উন্নয়নে ২২ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মিত হয়েছে এবং সংস্কার করা হয়েছে ১৩৯ কিলোমিটার রেলপথ। দেশে সার্বিক অবকাঠামো উন্নয়ন ও যানজট নিরসনে তৃতীয় বুড়িগঙ্গা সেতু, ৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা বাইপাস সড়ক, টঙ্গীতে শহীদ আহসানউল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু, শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর সুলতানা কামাল সেতু এবং কর্ণফুলি নদীর ওপর হযরত শাহ আমানত (রহ:) সেতু নির্মিত হয়েছে।

১৭। দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা জাতিকে প্রথমবারের মতো একটি আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি উপহার দিতে সক্ষম হয়েছি। এছাড়া, আমরা প্রণয়ন করেছি **'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০'**। বিতরণ করেছি

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে বই। প্রবর্তন করেছি রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের সমপরিমাণ অনুদান প্রদানের বিধান। আমরা প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার ইতোমধ্যে উন্নীত করেছি ৯৯.৩ শতাংশে। প্রাথমিক স্তরে উপবৃত্তি প্রদানের আওতা বাড়িয়েছি ৪৮ লক্ষ ১৬ হাজার থেকে ৭৮ লক্ষ ১৭ হাজারে।

শিক্ষা

১৮। তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে ১০ হাজার ৭২৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম আমরা পুনরায় চালু করেছি। গত বাজেট ঘোষণায় আগামী ২০১৬ সালের মধ্যে সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে পর্যায়ক্রমে ৫০ শয্যায় এবং সকল সদর হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করার কথা বলেছিলাম। আশার কথা এই যে, ইতোমধ্যে ৭ হাজার ৫৮৫টি শয্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে, যার মধ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহে শতকরা ৬৪ ভাগ, জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে শতকরা ২০ ভাগ এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালে শতকরা ১৬ ভাগ শয্যা সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) আওতায় সবগুলো টিকা প্রাপ্তির হার ১ বছরের নিচে শিশুদের ক্ষেত্রে ৭৯ শতাংশ এবং ২ বছরের নিচে শিশুদের ক্ষেত্রে ৯২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এর ফলে আমরা পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার হাজারে ৮৮ থেকে ৬৫-তে কমিয়ে আনতে পেরেছি। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমাদের সরকারের এ সাফল্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বীকৃতি পেয়েছে, যে কারণে গত ২০১০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **'এমডিজি, ২০১০'** পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করা। ইতোমধ্যে এ হার ৫৫ শতাংশ থেকে ৬২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

স্বাস্থ্য

১৯। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আমরা ইতোমধ্যে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের জন্য বিধিমালা/প্রবিধান/গাইডলাইন প্রণয়ন করেছি, ই-কমার্স চালুর লক্ষ্যে লাইসেন্সিং গাইডলাইন, অডিট গাইডলাইন ও সিপিএস (Certification Practice Statement, CPS) গাইডলাইন প্রণয়ন এবং সার্টিফাইড প্রতিষ্ঠানের মনোনয়ন প্রদান করেছি; প্রতিষ্ঠা করেছি সিসিএ (Controller of Certifying

ডিজিটাল বাংলাদেশ

Authority)। এছাড়া ই-গভর্ন্যান্স চালুর লক্ষ্যে সকল সরকারি দপ্তরকে সমন্বিত আইটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনার কার্যক্রমও গ্রহণ করেছি।

- ➢ ইতোমধ্যে ১৪৭টি উপজেলায় **'কমিউনিটি ই-সেন্টার'** এবং ৪ হাজার ৫০১টি ইউনিয়নে **'ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্র'** চালু করা হয়েছে। বিদ্যুৎবিহীন ৮৫৯টি উপজেলায় সৌরবিদ্যুৎচালিত তথ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।
- ➢ ২০১৩ সালের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরে কম্পিউটার ও কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার যে অঙ্গীকার আমি ইতঃপূর্বে ব্যক্ত করেছি তার অংশ হিসেবে ৬৪টি জেলার ১৯২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার ল্যাব, ২১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে সাইবার সেন্টার এবং ১ হাজার ৬১০টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন

২০। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা 'Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009' ও **'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০'** প্রণয়ন এবং 'Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF)' গঠন করেছি। এ দুটি ফান্ডের আওতায় ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতিতে আমাদের খাপ খাইয়ে নেবার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৪৯টি প্রকল্প গ্রহণ করেছি।

নারী ও শিশু কল্যাণ

২১। আমরা রাষ্ট্র ও জনজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় উন্নয়ন, নীতি-নির্ধারণ, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অবারিত অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্য পূরণে আমরা ইতোমধ্যে **'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১'** প্রণয়ন করেছি। এছাড়াও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অংশ হিসেবে **'পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ২০১০'** প্রণীত হয়েছে। শিশু অধিকার সংরক্ষণ ও শিশু কল্যাণে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী **'জাতীয় শিশু নীতিমালা, ২০১১'** প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও আমি গত বাজেট বক্তৃতায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে শিশুদের বিরত রাখার

লক্ষ্যে শিশুশ্রম নিরসন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলাম তা পূরণের লক্ষ্যে **'জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি, ২০১০'** প্রণয়ন করেছি। দরিদ্র গর্ভবতী মাদের কল্যাণে সারাদেশে ৮৮ হাজার গ্রামীণ দরিদ্র গর্ভবতী মা এবং বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানায় কর্মরত ৬৭ হাজার ৫০০ জন নারী শ্রমিককে 'মাতৃত্বকালীন ভাতা' প্রদান করা হচ্ছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

২২। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে আমরা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিধি যেমন বাড়িয়েছি তেমনি বেশ কয়েকটি নতুন কর্মসূচিও গ্রহণ করেছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল: একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প বাস্তবায়ন, ঘরে ফেরা কর্মসূচি চালুকরণ, প্রতিবন্ধী সেবা ও সহায়তা কেন্দ্র এবং শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন, মুক্তিযোদ্ধাদের রেশন প্রদানের নীতিমালা প্রণয়ন, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে বিদ্যমান ভাতার হার ও বেশ কিছু কর্মসূচিতে উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি।

কর্মসৃজন

২৩। আমি গত বাজেটে কৃষি ও পল্লীখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেবার অঙ্গীকার করেছিলাম। আমরা গ্রামীণ এলাকায় কর্মাভাবকালে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় মোট ২৭ লক্ষ ৩০ হাজার অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৮০ দিনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছি। হাওরাঞ্চল, চরাঞ্চল ও মঙ্গাপীড়িত উত্তরাঞ্চলসহ সারাদেশে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে ২০১০-১১ অর্থবছরে আমাদের গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পে ১৪ কোটি ১০ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, যার মধ্যে দুঃস্থ মহিলাদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে প্রায় ৪ কোটি ৫১ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থানের ।

২৪। আমরা অঙ্গীকার অনুযায়ী অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্রের ভিত্তি শক্তিশালী করতে চাই। ইতোমধ্যে আমরা যথাযথ আইনি কাঠামো প্রণয়ন করেছি এবং উন্নয়ন ব্যয়ের ২৪ শতাংশ পল্লী উন্নয়নে ব্যয় করছি। বর্তমান সরকারের কর্মমেয়াদে ফেব্রুয়ারি ২০১১ পর্যন্ত ৯ হাজার ৭১২ কিলোমিটার সড়ক ও ৬৫ হাজার ৫২০ মিটার ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ এবং ৬০৭টি গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন করা হয়েছে। একই সময়ে আমরা ১৫ হাজার ৭৮০ কিলোমিটার সড়ক এবং ৪১ হাজার ৩৫০ মিটার ব্রিজ ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

করেছি। আমরা জুন ২০১১ এর মধ্যে জন্মনিবন্ধীকরণ শতভাগে উন্নীত করতে চাই। সে অনুযায়ী মার্চ ২০১০ পর্যন্ত শতকরা ৯৪ ভাগ জন্মনিবন্ধীকরণের লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি।

আদমশুমারি

২৫। এ বছর মার্চ মাসে বাংলাদেশে ৫ম জাতীয় আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আদমশুমারি থেকে প্রাপ্ত তথ্য আমাদের রূপকল্প বাস্তবায়নে জাতীয় সম্পদ বন্টন, কোটা নির্ধারণ, প্রক্ষেপণ এবং সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধি-সহায়ক নীতি-কৌশল নির্ধারণের কাজে ব্যবহার করা হবে। শুমারির গুণগতমান যাচাইয়ের জন্য শুমারি অনুষ্ঠানের ১ মাসের মধ্যে বিআইডিএস (Bangladesh Institute of Development Studies, BIDS)-এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে 'শুমারি পরবর্তী যাচাই জরিপ' (Post-enumeration check, PEC) করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আদমশুমারি ও গৃহগণনা একটি বৃহৎ এবং ব্যয়বহুল জাতীয় কর্মকান্ড। এ কর্মযজ্ঞ সম্পাদনে কিছু ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। শুমারির তথ্য সংগ্রহের সময় প্রাপ্ত অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাবে সরেজমিনে যাচাই করা হয়েছে এবং প্রয়োজনে সংশোধন করা হয়েছে। আমরা শুমারির সম্পূরক আর্থ-সামাজিক তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য মূল শুমারি অনুষ্ঠানের ৩ মাসের মধ্যে দেশি ও বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় নমুনা জরিপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

শিল্প ও বাণিজ্য

২৬। দ্রুত শিল্পায়ন এবং আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজীকরণের উদ্দেশ্যে আমরা আমদানি-রপ্তানি নীতি যুগোপযোগী করেছি। প্রণয়ন করেছি **'জাতীয় শিল্প নীতি, ২০১০'**। পাটখাতকে চাঙ্গা করতে বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের (Bangladesh Jute Mills Corporation, BJMC) সকল দায়-দেনা সরকার গ্রহণ করেছে। শিল্পের অর্থায়নের সুবিধার্থে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও শিল্পঋণ সংস্থাকে একীভূত করে **'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক'** গঠন করা হয়েছে। ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ রক্ষা এবং সুলভমূল্যে মানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে **'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯'** প্রণয়নের বিষয় গত বাজেটে উল্লেখ করেছিলাম। এ আইনের আওতায় ইতোমধ্যে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ গঠন করা হয়েছে।

জনকল্যাণ ও সুশাসন

২৭। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়ার অধিকার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা **'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'** প্রণয়ন করেছি।

গ্রন্থাগারে বই সরবরাহের সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন ও **জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯-** এর বাস্তবায়নও ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, **মেশিন পাঠযোগ্য পাসপোর্ট** (Machine Readable Passport, MRP) প্রবর্তন করা হয়েছে।

২৮। আমরা দক্ষ শ্রমশক্তি রপ্তানির লক্ষ্যে অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল গঠন এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ বিনিয়োগের সুবিধার্থে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছি। নতুন ১৫টি দেশে শ্রমবাজার সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হয়েছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ নির্দেশনায় বেকার যুব ও যুব মহিলাদের জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে আমরা ২০০৯-১০ অর্থবছরে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির নীতিমালা প্রণয়ন করেছি। এই নীতিমালা অনুযায়ী **ন্যাশনাল সার্ভিস** প্রবর্তন করে এর আওতা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩টি জেলায় ৩৫ হাজার ৮৫২ জন কর্মীর প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৬ হাজার ৮০৬ জনের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রশিক্ষিত ৩৫ হাজার ৪১৪ জন কর্মীর অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন

২৯। সরকারি অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং বাজেট বাস্তবায়ন পরিস্থিতি জনসমক্ষে তুলে ধরার লক্ষ্যে আমরা **'সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯'** প্রণয়ন করেছি। এই আইনের আওতায় বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে বাজেট বাস্তবায়ন পরিস্থিতি ও দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন এই মহান সংসদে উপস্থাপন করছি। সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নের সুবিধার্থে আমরা **তিনসালা মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো** (Medium Term Budget Framework, MTBF)-কে **পাঁচসালা মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোতে** (MTBF) রূপান্তর করেছি। ক্রমান্বয়ে জাতীয় বাজেটকে আরও **জেন্ডার সংবেদনশীল** করছি আমরা। সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগে ব্যক্তি উদ্যোক্তা সৃজনে ইতোমধ্যে **'পিপিপি নীতিমালা ও কৌশল'** (Public-Private Partnership Policy and Strategy) প্রণয়ন করেছি। **'বাংলাদেশ অবকাঠামো অর্থায়ন তহবিল'** গঠন করেছি।

অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার

৩০। তবে, কোনো কোনো প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন আমরা এখনো করতে পারিনি বা পিছিয়ে আছি। সেগুলো হলোঃ

- জাতীয় জ্বালানি ও কয়লা নীতি চূড়ান্তকরণ, রেলওয়ে খাতের সংস্কার, মংলা বন্দরের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন, ঢাকা-চট্রগ্রাম মহা সড়ককে চার লেনে উন্নীতকরণ, গঙ্গা নদীর ওপর ব্যারেজ নির্মাণের মাধ্যমে সমন্বিত গঙ্গার পানি ব্যবস্থাপনা, গড়াই নদী পুনঃখনন এবং বুড়িগঙ্গা নদী দূষণমুক্তকরণ;
- জমি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন, ভূমি নিবন্ধন/জরিপ/রেকর্ড/ভূমি ব্যবস্থাপনা সমন্বিতকরণ ও ভূমি প্রশাসনকে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা;
- জনসংখ্যা নীতি যুগোপযোগীকরণ ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (National Skill Development Council) কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ ও ভিক্ষুক জরিপ এবং ভিক্ষাবৃত্তি অবসান কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
- জেলা বাজেট প্রণয়ন, ব্যাংক কোম্পানি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনের সংস্কার, পিপিপি কাঠামো আরো স্বচ্ছ ও শক্তিশালীকরণ এবং অর্থনৈতিক জোন গড়ে তোলা

এসব বিষয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা খাতভিত্তিক আলোচনার সময় আমি তুলে ধরব।

সামষ্টিক অর্থনীতি ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

মাননীয় স্পীকার

৩১। বাজেট প্রস্তাবাবলী তুলে ধরার আগে যে বৈশ্বিক ও দেশীয় অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রস্তাবিত বাজেটটি প্রণয়ন করা হয়েছে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই।

৩২। মন্দা থেকে বিশ্ব অর্থনীতি বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে আমরা দুটি ধারা প্রত্যক্ষ করছি। একটি হলো উন্নত বিশ্বে প্রত্যাশার চাইতে কম গতিতে পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া

প্রবৃদ্ধি

চলতে থাকা এবং একই সাথে কয়েকটি দেশের সার্বভৌম ঋণ সমস্যায় (Soverign debt crisis) পড়া। অন্যদিকে বিকাশমান

ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দ্রুত পুনরুদ্ধারের সাথে মূল্যস্ফীতির চাপ বেড়ে যাওয়া।

৩৩। সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১১ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ৪.৪ শতাংশে, যা ২০১২ সালে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৫ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। একই সময়ে বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে ৬.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হতে পারে। প্রবৃদ্ধি অর্জনে অগ্রগামী রয়েছে উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতি এবং এ দুবছরেই প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস করা হয়েছে ৮.৪ শতাংশ হারে। তবে, জ্বালানি তেলের উৎপাদন ও সরবরাহের উপর উত্তর আফ্রিকার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এর প্রভাব এবং জাপানে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ভূমিকম্প ও সুনামি মন্দা-পরবর্তী বিশ্ব অর্থনীতির পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলতে পারে, যা প্রবৃদ্ধি অর্জনের এ ধারায় নিম্নমুখী ঝুঁকি (downside risk) বাড়িয়ে দিয়েছে।

৩৪। প্রবৃদ্ধি অর্জনের এ ধারায় বাংলাদেশ বিশ্বের গড় প্রবৃদ্ধি এবং বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির তুলনায় এগিয়ে থাকলেও উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতির তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। আমি ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি, চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০০৯-১০ অর্থবছরে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৬.১ শতাংশ এবং সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হারের লক্ষ্যমাত্রা ৬.৭ শতাংশ অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমাদের অর্থনীতির সম্ভাবনা ও ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় এনে আগামী ২০১১-১২ অর্থবছরে আমরা প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি ৭ শতাংশ। আমাদের সম্ভাবনা অপরিসীম। তবে, ঝুঁকিও রয়েছে।

বৈদেশিক খাত

৩৫। প্রথমেই আমরা দৃষ্টি দিচ্ছি আমাদের বৈদেশিক খাতের দিকে। মন্দা-পরবর্তী বিশ্ব বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশও বৈদেশিক বাণিজ্যে তার অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। বৈদেশিক খাত সংক্রান্ত কতিপয় সূচকের গতিধারা সারণি ১-এ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১: সাম্প্রতিক সময়ে বৈদেশিক খাত বিষয়ক কতিপয় সূচকের গতিধারা

সূচক	একক/প্রবৃদ্ধির হার	২০০৯-১০ (প্রকৃত)	২০১০-১১ (জুলাই-এপ্রিল)	২০১০-১১ (সাময়িক)	২০১১-১২ (প্রাক্কলিত)
রপ্তানি	বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রবৃদ্ধি (%)	১৬.২ (৪.১)	১৮.২ (৪০.৯)	২২.৪ (৩৮.০)	২৫.৭ (১৪.৫)

সূচক	একক/প্রবৃদ্ধির হার	২০০৯-১০ (প্রকৃত)	২০১০-১১ (জুলাই-এপ্রিল)	২০১০-১১ (সাময়িক)	২০১১-১২ (প্রাক্কলিত)
আমদানি	বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রবৃদ্ধি (%)	২৩.৭ (৫.৫)	২৭.৫ (৪১.৪)	৩১.০ (৪৫.০)	৩৫.৪ (১৪.০)
রেমিট্যান্স	বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রবৃদ্ধি (%)	১১.০ (১৩.৩)	১০.৬* (৫.১)	১১.৫ (৫.০)	১২.৭ (১০.০)
চলতি হিসাবে ভারসাম্য	বিলিয়ন মার্কিন ডলার (জিডিপি'র শতকরা হার)	৩.৭ (৩.৭)	০.৭** (০.৬)	- ০.৩ (০.৩)	-০.২ (০.২)
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	বিলিয়ন মার্কিন ডলার (আমদানির মাস হিসাবে)	১০.৭ (৫.১)	১০.৪*** (৪.০)	১০.৭ (৩.৬)	১১.৬ (৩.৪)
গড় বিনিময় হার	টাকা/মার্কিন ডলার অবচিতি (%)	৬৯.২ (০.৬)	৭০.৭ (২.৩)	৭২.০ (৪.১)	- -

নোট: প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়। * জুলাই-মে, ২০১১, ** জুলাই-মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত, *** ৩১ মে ২০১১ তারিখে স্থিতি

উপর্যুক্ত সূচকসমূহের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে এটা প্রতিভাত হয় যে, বৈদেশিক খাত বিষয়ক প্রায় সবগুলো সূচকই সন্তোষজনক অবস্থায় রয়েছে।

- বিশ্ব বাণিজ্যের গতি ফিরে পাওয়ার সাথে সাথে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।
  - চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে **রপ্তানি** খাতে আয় হয়েছে ১৮.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪০.৯ শতাংশ বেশি।

রপ্তানি

  - রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ ও নতুন রপ্তানি বাজার অন্বেষণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। **চলতি অর্থবছর শেষে রপ্তানি আয় ২২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছবে** বলে আশা করা যাচ্ছে এবং আগামী অর্থবছরেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

- মন্দাত্তোর বিশ্ব অর্থনীতিতে পণ্য ও সেবা **আমদানি** ঋণাত্মক অবস্থা থেকে ফিরে এসেছে।

আমদানি

  - ২০০৯-১০ অর্থবছরে আমাদের **আমদানি** ব্যয়ে প্রবৃদ্ধি ছিল ৫.৫ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৪১.৪ শতাংশ।

- আমাদের আমদানি পণ্যের প্রায় ৮০ ভাগই হলো অত্যাবশ্যকীয় শিল্পপণ্য।
- ঋণপত্র নিষ্পত্তির ভিত্তিতে চলতি অর্থবছরের **জুলাই-এপ্রিল সময়ে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামালের আমদানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ৪৩.১ শতাংশ এবং ৪৯.৮ শতাংশ**।
- মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামালের আমদানি বৃদ্ধি দেশের অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করছে।

রেমিট্যান্স

- মন্দার সময় বাংলাদেশ **রেমিট্যান্স প্রবাহের** অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ২০০৮ সালে বিশ্বের সর্বোচ্চ রেমিট্যান্সপ্রাপ্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২তম। ২০০৯ সালে বাংলাদেশের এ অবস্থান ৮ম স্থানে এবং ২০১০ সালে ৭ম স্থানে উন্নীত হয়। চলতি **অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ এসেছে ১০.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার** যা, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫.১ শতাংশ বেশি।

  - বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা এবং সাম্প্রতিক উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক অস্থিরতা জনশক্তি রপ্তানির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।
  - উদ্ভূত এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ এবং সম্ভাবনাময় শ্রম বাজার অনুসন্ধান এবং বিদেশে চাহিদা রয়েছে এমন কাজের উপযোগী জনশক্তি তৈরিতে সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
  - আফ্রিকা, পূর্ব ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহে জনশক্তি রপ্তানি পুরোপুরি শুরু করা এবং এ সকল দেশে জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।
  - চলতি অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশে থাকলেও আগামী অর্থবছর থেকে তা আরো বাড়তে থাকবে ২০১১-১২ অর্থবছরে তা ১২.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

- চলতি অর্থবছরের **জুলাই-মার্চ সময়ে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ০.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার**, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে

চলতি হিসাবের ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ২.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চলতি হিসাবের ভারসাম্য

- বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নতির জন্য অবকাঠামোসহ বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে আমরা ব্যাপক কার্যক্রম শুরু করেছি। বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি এবং জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য জ্বালানি তেলের আমদানি বৃদ্ধির ফলে চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত হ্রাস পাচ্ছে। তবে, তা স্বল্প মেয়াদে বিরাজমান থাকবে বলে আমরা মনে করি।
- অবকাঠামো ও বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতির ফলে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগের অনুকূল ক্ষেত্র তৈরি হবে, যা রপ্তানি বাড়ানোর মাধ্যমে বাণিজ্য ঘাটতি কমাবে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

- বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি ও রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হ্রাস সত্ত্বেও **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ মোটামুটি স্থিতিশীল পর্যায়ে রয়েছে**।
  - সরকার প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সহজ শর্তে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।
  - এতে বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতির আরো উন্নতি ঘটবে, যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে আগামী অর্থবছর শেষে ১১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

বিনিময় হার

- আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য ও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি, রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হ্রাসের কারণে মুদ্রা বাজারে মার্কিন ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে মার্কিন ডলারের সাথে বিনিময় হারে কিছুটা চাপ পরিলক্ষিত হয়। এর প্রভাবে জুলাই-এপ্রিল '১১ সময়ে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় টাকা-ডলার গড় বিনিময় হারে ২.৩ শতাংশ অবচিতি ঘটে।

৩৬। এবার আমি মুদ্রা খাতের ওপর আলোকপাত করব। মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রেখে প্রবৃদ্ধি সহায়ক মুদ্রা ও ঋণের যোগানের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আমাদের মুদ্রানীতি পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে মুদ্রানীতিতে কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে ঋণ যোগানের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষাপটে ঋণ প্রবাহকে সহজ করে মুদ্রা বাজারে পর্যাপ্ত তারল্য বজায় রাখার জন্য ইতঃপূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে গত অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মুদ্রা ও ঋণের যোগান বাড়তে থাকে। চলতি অর্থবছরের মার্চ মাসে বছরভিত্তিতে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পায় ২৩.৫ শতাংশ। এ সময়ে বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পায় ২৯.১ শতাংশ। বেসরকারি খাতের ঋণের এ উচ্চ প্রবৃদ্ধি দেশে বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নয়নের ইঙ্গিত বহন করে। তবে, আমি একথাও বলতে চাই – বেসরকারি খাতের ঋণ, বিশেষ করে মেয়াদি শিল্প এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (Small and Medium Enterprise, SME) খাতের ঋণের একটা অংশ রিয়েল এস্টেট ও পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের খবর আমাদের নজরে এসেছে। মেয়াদি শিল্প ও এসএমই খাতের ঋণ যাতে অনুৎপাদনশীল খাতে না যায় সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমি আশা করছি, ভবিষ্যতে মেয়াদি শিল্প ঋণ এবং এসএমই খাতের ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

মুদ্রাখাত

৩৭। এবার আমরা দৃষ্টি দেব মূল্যস্ফীতির দিকে। বর্তমানে মূল্য পরিস্থিতি বিশ্বব্যাপী একটি আলোচিত বিষয়। সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের মূল্যস্ফীতির হার কম থাকলেও বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহে মূল্যস্ফীতির হার ২০১০ সালের ৬.২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে ৬.৯ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। মূল্যস্ফীতির পেছনে যে বিষয়টি মুখ্য ভূমিকা রাখছে তা হলো আন্তর্জাতিক বাজারে প্রাথমিক পণ্যসহ অন্যান্য পণ্য এবং জ্বালানি তেলের মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। ২০০৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে জ্বালানি তেলসহ খাদ্যপণ্যের মূল্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছার পর মন্দার শুরুতে তা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে এবং ২০০৯ সালের প্রথম প্রান্তিকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছালেও ২০০৯ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিক থেকে অর্থনীতি পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই পণ্যমূল্যের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা দেয়। উদাহরণ

মূল্যস্ফীতি

হিসেবে বলা যায়, জুন ২০০৮ মাসে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের গড় স্পট মূল্য যেখানে ছিল ব্যারেল প্রতি প্রায় ১৩৩ মার্কিন ডলার, ফেব্রুয়ারি ২০০৯ মাসে তা ব্যারেল প্রতি প্রায় ৪২ মার্কিন ডলারে নেমে যায়। এর পর তা বাড়তে থাকে এবং ডিসেম্বর ২০১০ মাসে তা ব্যারেল প্রতি ৯০ মার্কিন ডলারে এবং এপ্রিল ২০১১ তে এসে তা প্রায় ১১৫ মার্কিন ডলারে পৌঁছে। অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে।

৩৮। খাদ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে অনেকগুলো উপাদান। খাদ্য উৎপাদনকারী কতিপয় দেশে বিরূপ আবহাওয়াজনিত কারণে খাদ্য উৎপাদন কম হয়েছে। উচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণে বৈশ্বিক খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কিছু দেশ খাদ্য রপ্তানি বন্ধ রেখেছে। কৃষিতে বিনিয়োগ কমে গেছে। জ্বালানি তেলের অব্যাহত মূল্যবৃদ্ধি উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যেও চলমান সংকটের কারণে জ্বালানি তেলের মূল্য আরো বাড়তে পারে। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধিজনিত অভিঘাত মোকাবেলার জন্য আমাদের সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে। যেমন- হয়তো বেশ কিছু অপ্রিয় সিদ্ধান্ত আমাদের নিতে হতে পারে।

অর্থনৈতিক কৌশল
(Policy Directives)

(১) ভর্তুকিসহ কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় হ্রাস, (২) প্রয়োজনে কৃচ্ছ্রতা সাধন, (৩) রাজস্ব আয় বাড়ানো, (৪) মুদ্রা সরবরাহ ও ব্যক্তিখাতে ঋণ সরবরাহ কমানো এবং (৫) বিনিময় হারের যথাযথ বিন্যাস (exchange rate alignment) করা।

৩৯। আমরা জানি, মূল্যস্ফীতিতে গ্রামীণ ও দরিদ্র জনগণের ওপর চাপ বেশি পড়ে। আমরা এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন এবং খাদ্যপণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন রাখার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। খোলা বাজারে চাল বিক্রিসহ পর্যাপ্ত খাদ্য নিরাপত্তা মজুত গড়ে তোলার ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি। বোরো ধান বাজারে আসার সাথে সাথে অর্থাৎ মে মাসে মোটা চালের দাম মার্চ মাসের তুলনায় ৩ থেকে ৫ টাকা কমে ৩০ থেকে ৩৪ টাকায় নেমে এসেছে। আমি আশা করি, চালের মূল্য পরিস্থিতির আরো উন্নতি হবে এবং মূল্যস্ফীতির হার কমবে।

৪০। মূল্যস্ফীতির উপাত্ত থেকে আমরা দেখছি যে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৭.৩ শতাংশ। চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরের এপ্রিল মাসে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ১০.৭ শতাংশে এবং চলতি

অর্থবছরের ১০ মাসের গড় হিসেবে এ হার ৮.৫ শতাংশ। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এপ্রিল মাসে মূল্যস্ফীতি ছিল প্রায় ৮.৭ শতাংশ এবং পাকিস্তানে ১৩.০ শতাংশ।

৪১। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক ও কাঠামোগত ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি মুদ্রা সরবরাহ যাতে বাজা‡র অতিরিক্ত তারল্য সৃষ্টি করে মূল্যস্ফীতিকে আরও বাড়িয়ে না দেয় সেদিকেও আমরা নজর রেখেছি। এ লক্ষ্যে গত মে ২০১০ মাসে একবার বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নগদ জমা সংরক্ষণের আবশ্যকতা (Cash Reserve Requirement, CRR) ও সংবিধিবদ্ধ তারল্যের হার (Statutory Liquidity Ratio, SLR) ৫০ বেসিস পয়েন্টস এবং গত ডিসেম্বর ২০১০ মাসে এ উভয় হার পুনরায় ৫০ বেসিস পয়েন্টস বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া বাজারে মুদ্রা সরবরাহ যথাযথ রাখার লক্ষ্যে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদের হারও সমন্বয় করা হয়েছে। এ পদক্ষেপের ফলে মূল্যস্ফীতি হ্রাসে তাৎক্ষণিক প্রভাব কম অনুভূত হলেও দীর্ঘমেয়াদে মূল্যস্ফীতি প্রশমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা মনে করি।

২০১০-১১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট

মাননীয় স্পীকার

৪২। চলতি অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে আমি ইতোমধ্যে ২টি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এই মহান সংসদে উপস্থাপন করেছি। আমার দ্বিতীয়

রাজস্ব পরিস্থিতি

ত্রৈমাসিক উপস্থাপনায় ২০১০-১১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের একটি সম্ভাব্য সংশোধিত বাজেট কাঠামো উপস্থাপন করেছিলাম। এরই ধারাবাহিকতায় নিচের সারণিতে ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট উপস্থাপন করছি।

সারণি ২ : ২০১০-১১ অর্থবছরের মূল ও সংশোধিত বাজেট

খাত	২০১০-১১ (মূল বাজেট)		২০১০-১১ (সংশোধিত বাজেট)	
	কোটি টাকায়	জিডিপি'র (%)	কোটি টাকায়	জিডিপি'র (%)
রাজস্ব আয়	৯২,৮৪৭	১১.৯	৯৫,১৮৭	১২.১

খাত	২০১০-১১ (মূল বাজেট)		২০১০-১১ (সংশোধিত বাজেট)	
	কোটি টাকায়	জিডিপি'র (%)	কোটি টাকায়	জিডিপি'র (%)
সরকারি ব্যয়	১,৩২,১৭০	১৬.৯	১,৩০,০১১	১৬.৫
অনুন্নয়ন ব্যয়সহ অন্যান্য ব্যয়	৯৩,৬৭০	১২.০	৯৪,১৩১	১২.০
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৩৮,৫০০	৪.৯	৩৫,৮৮০	৪.৬
বাজেট ঘাটতি	৩৯,৩২৩	৫.০	৩৪,৮২৪	৪.৪
ঘাটতি অর্থায়ন:				
অভ্যন্তরীণ উৎস	২৩,৬৮০	৩.০	২৪,৮১৭	৩.১
বৈদেশিক উৎস	১৫,৬৪৩	২.০	১০,০০৭	১.৩

রাজস্ব আয়

- ২০১০-১১ অর্থবছরের মূল বাজেটে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্য ছিল ৯২ হাজার ৮৪৭ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১১.৯ শতাংশ)। প্রথম ৯ (নয়) মাসে আমাদের সার্বিক রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ২২.৭ শতাংশ। তাই, মোট রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে সংশোধিত বাজেটে আমরা ৯৫ হাজার ১৮৭ কোটি টাকায় নির্ধারণ করেছি (জিডিপি'র ১২.১ শতাংশ)।
- আমরা ২০১৪ সাল নাগাদ জাতীয় প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশে এবং ২০১৭ সাল নাগাদ তা ১০ শতাংশে উন্নীত করতে চাই। এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে যে বিপুল বিনিয়োগের প্রয়োজন তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আসা প্রয়োজন সরাসরি রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির মাধ্যমে। আমরা চলতি অর্থবছরে সরকারের রাজস্ব আয় গত অর্থবছরের প্রকৃত আদায় থেকে (জিডিপি-র প্রায় ১.২ শতাংশ) বাড়াতে সক্ষম হব।
  - রাজস্ব আহরণের কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আমার বক্তৃতার কর-রাজস্ব আহরণ অংশে এ বিষয়ে আমাদের পরিকল্পনা ও কার্যক্রম আমি এই মহান সংসদে তুলে ধরব।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

- গত বাজেট বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন হার বাড়াতে আমরা বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছি।

- এর অংশ হিসাবে প্রতি একনেক সভায় দুটি করে মন্ত্রণালয়/বিভাগের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপন করা হচ্ছে।
- বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের এডিপি বাস্তবায়নে বিশেষ নজরদারির জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।
- বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত সর্বাধিক ব্যয়সাপেক্ষ ৫০টি প্রকল্পের তালিকা প্রণয়ন করে এসব প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হচ্ছে।
- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠু ও কার্যকর করার লক্ষ্যে শীঘ্রই পরিকল্পনা কমিশন একটি নীতিমালা জারি করবে।

মোট ব্যয়

- চলতি অর্থবছরের মূল বাজেটে সর্বমোট সরকারি ব্যয়ের প্রাক্কলন ছিল ১ লক্ষ ৩২ হাজার ১৭০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৬.৯ শতাংশ)। সংশোধিত বাজেটে তা এসে কমে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ১১ কোটি টাকায় (জিডিপি'র ১৬.৫ শতাংশ)।

  - বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রকল্প সাহায্যের বাস্তবায়ন আশানুরূপ না হওয়ায় এ খাতের বরাদ্দ কিছুটা হ্রাস করা হয়েছে।
  - অন্যদিকে, বিশ্বব্যাপি জ্বালানি তেল ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্যে বেশ কিছুদিন ধরে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা বিরাজমান। এ পরিস্থিতিতে কৃষি উপকরণ, খাদ্য-পণ্য এবং বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতে ভর্তুকি ব্যয় বাড়ানো হয়েছে।

বাজেট ঘাটতি

- মূল বাজেটে বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছিল জিডিপি'র ৫ শতাংশ। সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি কমে দাঁড়াবে জিডিপি'র ৪.৪ শতাংশ।

  - এই ঘাটতির মধ্যে জিডিপি'র ১.৩ শতাংশ মেটানো হবে বৈদেশিক উৎস হতে। ৩.১ শতাংশ মেটানো হবে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কতিপয় প্রধান খাত

মাননীয় স্পীকার

৪৩। এখন আমি একে একে আগামী অর্থবছরের প্রধান খাতভিত্তিক কর্মসূচি, আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রধান প্রধান খাতভিত্তিক বরাদ্দ প্রস্তাব মহান সংসদে উপস্থাপন করব।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত

৪৪। গত বাজেটে বিদ্যুৎ সমস্যার প্রধান তিনটি কারণ আমি উল্লেখ করেছিলাম। বলেছিলাম আমাদের এক-তৃতীয়াংশ বিদ্যুৎ কেন্দ্র অতি পুরাতন, বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর প্রধান জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ অপর্যাপ্ত এবং সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। আমরা সরকারি ও বেসরকারি খাতের

সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি

সমন্বয়ে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে বিরাজমান ব্যবধান কমিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে আমাদের সফলতার কথা একটু আগেই উল্লেখ করেছি। এবার এখাতে আমাদের চলমান কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা আপনাদের জানাব। এর পাশাপাশি আমি **'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়নে পথনকশা : একটি হালচিত্র'** নামে একটি প্রতিবেদন এই মহান সংসদে উপস্থাপন করছি। এ প্রতিবেদন থেকে জাতি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে আমাদের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা, হালনাগাদ অগ্রগতি, ভবিষ্যৎ করণীয় এবং সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাবে।

বিদ্যুৎ

৪৫। আমি গত বাজেটে বলেছিলাম – আমাদের সরকার বর্তমান মেয়াদেই

বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

বিদ্যুৎ সমস্যার একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান দিতে

চায়। এ লক্ষ্যে আমরা ২০১৩ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ৭ হাজার ৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি খাতে প্রায় ২ হাজার ৫৪৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার মোট ২৯টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে। এ ছাড়া প্রায় ৪ হাজার ১৬৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার মোট ৩১টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৪৬। বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবেলায় গ্যাস সংকটকে বিবেচনায় রেখে নতুন পরিকল্পনায় গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লাভিত্তিক, ডিজেল ও ফার্নেস অয়েলভিত্তিক, ডুয়েল ফুয়েলভিত্তিক এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমরা গ্যাস সংকটের কারণে বন্ধ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (Liquefied Natural Gas, LNG) সরবরাহের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এ জন্য এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনসহ এলএনজি আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই করার লক্ষ্যে একটি প্রাক সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। সে অনুযায়ী ২০১৪ সালের পর কয়লাকে মূল জ্বালানি হিসেবে বিবেচনায় এনে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। গ্যাসভিত্তিক পুরনো বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের সংরক্ষণ, মেরামত ও ক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে ৭০০-৮০০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। আমরা আশা করছি, ডিসেম্বর ২০১১ এর মধ্যে ইতোমধ্যে সংযোজিত ১ হাজার ৫৫৬ মেগাওয়াটের অতিরিক্ত আরও ১ হাজার ৭৬৯ মেগাওয়াট এবং ডিসেম্বর ২০১২-এর মধ্যে অতিরিক্ত আরও ২ হাজার ১৫৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সংযোজন করতে সক্ষম হব।

সারণি ৩ : ২০১১-১৫ সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা

বছর	প্রারম্ভিক লক্ষ্যমাত্রা (মেগাওয়াট)	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা (মেগাওয়াট)
২০১১	৯২০	২১৯৪
২০১২	২২৬৯	২১৫৭
২০১৩	১৬৭৫	২৬৭৪
২০১৪	১১৭০	২৩২৩
২০১৫	২৬০০	২৩৫০

৪৭। এখানে আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই – নতুন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বিকল্প জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ বেশি পড়বে। এতে অতিরিক্ত যে অর্থের প্রয়োজন হবে তা মেটাতে হবে ভর্তুকি ও বিক্রয়মূল্য পুনর্বিন্যাস করে।

৪৮। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সঞ্চালন ও বিতরণের লক্ষ্যে আমাদের নেয়া উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা গত বাজেটে উল্লেখ করেছিলাম। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ১০টি এবং বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ২৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন

মাননীয় স্পীকার

৪৯। আমরা নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ইতোমধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা প্রণয়ন করেছি। সে অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫ শতাংশ এবং ২০২০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে বিভিন্ন কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। আমি গত বাজেটে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়নে টেকসই জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (Sustainable Energy Development Authority, SEDA) গঠনে উদ্যোগ নেয়ার কথা বলেছিলাম। সে অনুযায়ী **টেকসই জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১১** চূড়ান্ত করার কাজ চলছে। উপকূলবর্তী কুতুবদিয়া ও ফেনী এলাকায় ১ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২টি বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনায় সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। দেশের ৪টি স্থানে ১০-১৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলছে এবং চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ১০০ মেগাওয়াট (অফশোর) ক্ষমতার বায়ু চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ৪০টি সৌর বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প স্থাপন করা হচ্ছে, পর্যায়ক্রমে এ ধরনের আরো পাম্প বসানো হবে। প্রাথমিকভাবে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কিছু রাস্তায় সৌর বাতি বসানোর

নবায়নযোগ্য জ্বালানি

উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে সবকটি সিটি কর্পোরেশনে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

৫০। বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রায় ২ কোটি ৮০ লক্ষ সাধারণ বৈদ্যুতিক বাতি, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাতি (Compact Flourescent Lamp-CFL) দ্বারা প্রতিস্থাপনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে প্রায় ১ কোটি ৫ লক্ষ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাতি জনগণের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ করে প্রায় ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে। অসাশ্রয়ী (Incandescent) বাল্ব উৎপাদন কারখানাসমূহকে পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাতি (CFL) উৎপাদনকারী কারখানায় রূপান্তরের জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। এছাড়া জনগণকে বিদ্যুৎ জ্বালানি সাশ্রয়ে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম (Energy Star Labeling Program) চালু করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ সাশ্রয়

৫১। বিদ্যুৎ খাতে আমাদের নেয়া বিভিন্ন কর্মকাণ্ডগুলো **বিদ্যুৎখাত সম্পর্কিত একটি মহাপরিকল্পনার** (Power Sector Master Plan) আওতায় বাস্তবায়ন করছি। মহাপরিকল্পনাটি বর্তমানে চূড়ান্ত অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে। আশা করছি স্বল্পতম সময়ে এটি অনুমোদিত হবে।

জ্বালানি

৫২। দেশে বিদ্যমান প্রাথমিক জ্বালানির মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস অন্যতম। এটি পরিবেশবান্ধব ও মূল্য সাশ্রয়ী হওয়ায় এর ব্যবহার ও চাহিদা দুটোই ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে এক নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিকল্প জ্বালানি হিসাবে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস, ডিজেল, ফার্নেস অয়েল ও কয়লা ব্যবহারের দিকে বিশেষ নজর দেয়ার কথা আমি একটু আগেই উল্লেখ করেছি। ডিসেম্বর ২০১২ এর মধ্যে কাতার থেকে দৈনিক ৫০০ ঘনফুট গ্যাসের সমপরিমাণ তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি আমরা আমদানিকৃত অপরিশোধিত জ্বালানি (crude oil) ও ডিজেল স্বল্পসময়ে খালাস এবং খালাসের সময় অপচয়রোধে একক নোঙর স্থান প্রতিষ্ঠার (Installation of Single Point Mooring) উদ্যোগ নিয়েছি।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার

৫৩। বর্তমানে ২৩টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে দৈনিক গড়ে ২ হাজার মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। গ্যাস সংকট নিরসনের লক্ষ্যে আমাদের নেয়া স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন কার্যক্রমের একটি ফিরিস্তি গত বাজেট বক্তৃতায় তুলে ধরেছিলাম। সে অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একমাত্র তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানি বাপেক্সকে (Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited, BAPEX) শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকার আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সাইসমিক জরিপ যন্ত্রপাতি (seismic survey equipment) ও ৭ হাজার মিটার গভীরতা পর্যন্ত কূপ খননে সক্ষম একটি ডিপ ড্রিলিং রিগ ক্রয় করেছে। এছাড়া, দেশে বিদ্যমান গ্যাস ক্ষেত্রের কূপের ওয়ার্কওভারের জন্য একটি ওয়ার্কওভার রিগ ক্রয়ে ইতোমধ্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

গ্যাস উৎপাদন পরিস্থিতি

৫৪। সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলাদুটির সংযোগ স্থলে আবিষ্কৃত নতুন গ্যাস স্ট্রাকচার **'সুনেত্র'**-তে অতি দ্রুত কূপ খননের কাজ শুরু করা হবে। এছাড়া গভীর সমুদ্রাঞ্চলে ২টি ব্লকের বিরোধমুক্ত এলাকায় তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য উৎপাদন-বন্টন চুক্তি (Production Sharing Contract, PSC) স্বাক্ষরের বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন - দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ অফুরন্ত নয়। কাজেই ভবিষ্যতে দেশের সব এলাকায় গৃহস্থালীর কাজে গ্যাস সংযোগ দেয়া সম্ভব হবেনা। অথচ পরিবেশ সংরক্ষণের খাতিরে জ্বালানি কাঠ এবং কেরোসিনের ব্যবহার কমাতে হবে। এজন্য তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (Liquefied Petroleum Gas, LPG) সহজলভ্য করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। আমি রাজস্ব খাতের আলোচনায় এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমানোর লক্ষ্যে সরকারে নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের উপর আলোকপাত করব।

তেল, গ্যাস অনুসন্ধান

৫৫। গত দুটি বাজেট বক্তৃতায় আমি যুগোপযোগী জ্বালানি ও কয়লানীতি চূড়ান্ত করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছিলাম। সে অনুযায়ী **'জাতীয় জ্বালানি নীতি'** হালনাগাদ করার কার্যক্রম চলছে এবং **'কয়লা নীতি'** প্রণয়নের লক্ষ্যে খসড়া চূড়ান্তকরণের কাজও এগিয়ে চলছে। এছাড়া, '**খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা (সংশোধন), ২০১০**' প্রণয়ন করা হয়েছে।

৫৬। আমি আগামী অর্থবছরে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন মিলিয়ে ৮ হাজার ৩১১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করছি। এ বরাদ্দ চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১৫ শতাংশ বেশি।

কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন

মাননীয় স্পীকার

৫৭। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর, কৃষক নির্ভর। একারণে আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকারে এবং তার আলোকে প্রণীত বিগত দুটি বাজেটে কৃষকের দুঃখ মোচনের ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। আমরা মনে করি, কৃষি ও পল্লী উন্নয়নকে আলাদাভাবে বিবেচনার কোনো সুযোগ নেই। ফলে গ্রামীণ অকৃষি খাত, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, পল্লী বিদ্যুতায়ন, গ্রামীণ আবাসন ও স্যানিটেশন, ভূমি ও পানি সম্পদের ব্যবহার এবং গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশকে আমরা বরাবরই কৃষির সঙ্গে এক করে দেখেছি এবং একটি সামগ্রিক পরিকল্পনার আওতায় এ খাতে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ দিয়েছি। আমাদের কৃষি-বান্ধব বিভিন্ন কর্মসূচির ফলাফলগুলো কিছুক্ষণ আগেই আমি আলোচনা করেছি। এবার আপনাদের জানাব আমাদের চলমান ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার কথা।

কৃষি খাত

৫৮। ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন আমাদের লক্ষ্য। এ কারণে কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্রসেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, হাওর এলাকায় পানি অপসারণ, উন্নতমানের ও উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ এবং এলাকাভেদে দেশের আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য-চাহিদা মেটাতে দেশজ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছি।

৫৯। যুক্তিসঙ্গত মূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কৃষি খাতে ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত রেখেছে। আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর টিএসপি, ডিএপি ও এমওপি সারের মূল্য কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য তিন দফায় সারের দাম কমিয়ে গত অক্টোবর, ২০১০-এ কেজি প্রতি টিএসপির মূল্য ২২ টাকা, এমওপি ১৫ টাকা এবং ডিএপি ২৭ টাকায় পুনঃনির্ধারণ করেছি। ২০০৯-১০ অর্থবছরে কৃষি খাতে ভর্তুকি বাবদ মোট ৪ হাজার ৮ শত ৯২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। ২০১০-১১ অর্থবছরে ভর্তুকি বাবদ ৫ হাজার ৭ শত কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আমি আগামী ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি খাতে ভর্তুকি বাবদ ৪ হাজার ৫ শত কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

কৃষি কার্যক্রমে ভর্তুকি

৬০। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম অপরিহার্য উপকরণ হচ্ছে উন্নত জাতের বীজ। কৃষকদের মাঝে উন্নত জাতের বীজ সরবরাহের কার্যক্রম হিসেবে চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরে বিএডিসি ১ লক্ষ ৭ হাজার ৪০৪ মেট্রিক টন দানা শস্য বীজসহ মোট ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৯৩৭ মেট্রিক টন বিভিন্ন ফসলের বীজ সরবরাহের কার্যক্রম গ্রহণ করছে এবং এ লক্ষ্যমাত্রা জাতীয় চাহিদার ৫৮ শতাংশ। ২০১১-১২ অর্থবছরে আমাদের বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ২১৩ মেট্রিক টন ।

কৃষিবীজ

৬১। ইতোমধ্যে লবণাক্ততা সহিষ্ণু বিনা-৮ ও ব্রি-৪৭ ধান আবাদের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পাশাপাশি লবণাক্ততা সহিষ্ণু ব্রি ধান ৫৩ ও ৫৪ এবং বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য ব্রি ৫১ ও ৫২ ধান উদ্ভাবন করা হয়েছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জলাবদ্ধতা নিরসন ও হাওর এলাকায় পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৪৪৮ হেক্টর আবাদি জমি সম্প্রসারণ করে অতিরিক্ত ৬ লক্ষ ৭৩ হাজার ২৯০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

হাইব্রীড ধান ও ক্ষুদ্র সেচ

৬২। গত বাজেট বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম কৃষক যাতে তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পান সে লক্ষ্যে সারাদেশে **'কৃষক বিপণন দল'** ও **'কৃষক ক্লাব'** গঠনের পদক্ষেপ আমরা নিতে যাচ্ছি। আমি আরও বলেছিলাম উত্তরাঞ্চলে ১৫টি জেলায় ১টি করে বাজার অবকাঠামো ও ১৬টি জেলায় গ্রোয়ার্স মার্কেটের

অবকাঠামো আমরা নির্মাণ করছি। আমি আনন্দের সাথে মহান সংসদকে জানাতে চাই যে, আমরা ইতোমধ্যে ৪৯০টি **'কৃষক বিপণন দল'** এবং ১৬ হাজার ৬৭৭টি 'কৃষক ক্লাব' গঠন করেছি। একইসাথে ১৫টি পাইকারি বাজার অবকাঠামো এবং ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেট অবকাঠামো নির্মাণ করেছি। এসব বাজারের সাথে সংযোগ (linkage) তৈরির জন্য ঢাকার গাবতলীতে একটি কেন্দ্রীয় বাজার (central market) নির্মাণ করে ইতোমধ্যে আমরা তা চালু করেছি। আমরা আগামী অর্থবছরে আরো ৬০০টি 'কৃষক বিপণন দল', ৬ হাজার ২০০টি 'কৃষক ক্লাব' এবং ৪টি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন করব।

কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য

৬৩। ক্রমাগত সার ব্যবহারের ফলে মাটির উর্বরতা শক্তি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। গত বাজেট বক্তৃতায় মৃত্তিকা জরিপের মাধ্যমে মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা, ভূমিসম্পদ চিহ্নিতকরণ এবং উৎপাদন সক্ষমতা অনুযায়ী সঠিক ফসল উৎপাদনে পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলেছিলাম। ইতোমধ্যে ইউরিয়া সার ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার জন্য গুটি ইউরিয়া ব্যবহার ও লিফ কালার চার্ট ব্যবহারের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। গুটি ইউরিয়া ব্যবহারে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত ইউরিয়া সাশ্রয় হয় এবং ১৫ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত ফসল উৎপাদিত হয়। অপরদিকে লিফ কালার চার্ট ব্যবহার করে কখন, কী পরিমাণ ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে তা জানা যাবে। এছাড়া পাইলট কার্যক্রম হিসেবে দেশের ৩০টি উপজেলায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে মাটির উর্বরতা অনুযায়ী সার প্রয়োগের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং আরও ১২০টি উপজেলায় এ কার্যক্রম চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা

৬৪। চলতি অর্থবছরে প্রায় ১২ হাজার ৬১৭ কোটি টাকা কৃষিঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলাম এবং এপ্রিল, ২০১১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার ৮১.৫ শতাংশ ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৪.৯ শতাংশ বেশি। আমি আগামী অর্থবছরে কৃষিঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১৩ হাজার ৮০০ কোটি টাকা করার প্রস্তাব করছি।

কৃষিঋণ

৬৫। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের উৎপাদিত শস্যের উপর শস্যমূল্য সহায়তা প্রদানের জন্য কৃষি-বীমা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টি গত বছরের বাজেট

কৃষিবীমা

বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলাম। পাইলট ভিত্তিতে একটি উপজেলায় শস্যবীমা চালু করার লক্ষ্যে দেশের একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা প্রতিষ্ঠান সাধারণ বীমা কর্পোরেশন একটি পাইলট স্কীম প্রণয়ন করেছে। আশা করছি, পাইলট কর্মসূচিটি আগামী অর্থবছরে চালু করা সম্ভব হবে।

৬৬। সরকার কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করে আসছে। ইতোমধ্যে গঠিত ৩৫০ কোটি টাকার কৃষি গবেষণা ফান্ডের আকার মুনাফাসহ বর্তমানে ৪৫০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা থেকে অর্জিত মুনাফা দিয়ে সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কৃষি গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেছে। পাট থেকে শুরু করে চা পর্যন্ত সব ধরনের কৃষি গবেষণা এ ফান্ডের আওতায় নিয়ে আসা হবে। পাটের জীবন রহস্য (Genome sequencing) উন্মোচনের মাধ্যমে আমরা কৃষি গবেষণায় যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করেছি। এই আবিষ্কারের ফলে লবণাক্ততা, খরা, পোকা-মাকড় ও রোগ-জীবাণু সহিষ্ণু উচ্চফলনশীল পাটের জাত উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য আমরা একটি গবেষণা অবকাঠামো স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। কৃষি গবেষণা কার্যক্রমকে জোরদার করার লক্ষ্যে শীঘ্রই আমরা **'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১১'** অনুমোদন করব।

কৃষি গবেষণা

৬৭। সর্বোপরি, কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ফসল উৎপাদন, বীজ, সার, ক্ষুদ্র সেচ, বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষি বিপণন, ভূমি ব্যবহার, কৃষি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কৃষি ঋণ, কৃষি খাতে নারীর অংশগ্রহণ এবং কৃষি গবেষণার উপর গুরুত্বারোপ করে ১৯৯৯ সালে প্রণীত জাতীয় কৃষিনীতি সংশোধন করে **'জাতীয় কৃষিনীতি, ২০১১'** আগামী অর্থবছরের প্রথমার্ধের ভেতর চূড়ান্ত করতে পারব বলে আশা করছি।

৬৮। উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে আমি ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য ৭ হাজার ৪১১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

মাননীয় স্পীকার

৬৯। গত দুবছর আমরা দেশের প্রাণিজ প্রোটিনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছি। এবারও আমি সরকারের এ দৃঢ় অঙ্গীকারের কথা পুনরুল্লেখ করতে চাই।

৭০। ইতোমধ্যে জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রমে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, স্থানীয় মৎস্যজীবীদের সম্পৃক্ত করায় ইলিশের উৎপাদন অনেক গুণ বেড়েছে। বিগত ২০১০-১১ অর্থবছরে আমরা চিংড়ি চাষের ফলে পরিবেশ বিপর্যয় কাটিয়ে উঠার জন্য কার্যক্রম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিলাম। এরই ধারাবাহিকতায় খসড়া **'চিংড়ি নীতিমালা'** প্রণয়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। পরিবেশ-বান্ধব চিংড়ি উৎপাদনের লক্ষ্যে ২২ হাজার ১৭৫ জন চিংড়ি চাষীকে প্রশিক্ষণসহ ১৮৮টি পরিবেশ-বান্ধব চিংড়ি চাষ প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও চিংড়ির উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সকল স্তরে মাননিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ১ লক্ষ ৮০ হাজারটি খামারের নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। একইসঙ্গে মৎস্য ও অন্যান্য জলজ প্রাণির চাষ ও এদের খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

জাটকা নিধন প্রতিরোধ এবং পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ

৭১। দেশের বিলুপ্তপ্রায় মৎস্যজাত সংরক্ষণ ও মুক্ত জলাশয়ে ব্যাপক পোনা অবমুক্ত করার যে কার্যক্রম আমরা শুরু করেছিলাম তা অব্যাহত রয়েছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১০-১১ অর্থবছরে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২২২ মেট্রিক টন পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় পাবনা, যশোর, ফরিদপুর, বৃহত্তর হাওর অঞ্চল ও কাপ্তাই লেকে ১৩৭ মেট্রিক টন মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে, মাথাপিছু মাছের প্রাপ্যতা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দৈনিক ২৩.৭ গ্রাম ।

বিলুপ্তপ্রায় মৎস্যজাত সংরক্ষণ

৭২। মাংস ও দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে, গত বাজেটে প্রস্তাবিত কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন, সিমেন উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়নের কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে ২০০টি কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট নির্মাণ, সিমেন উৎপাদনের জন্য ১টি ল্যাব, বুল স্টেশন স্থাপন এবং স্বেচ্ছাসেবী ও খামারিদের প্রশিক্ষণ দেয়ার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন

৭৩। গবাদি পশু এবং হাঁস ও মুরগির বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের জন্য ২০১০-১১ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৪ কোটি ৮৮ লক্ষ ডোজ টিকা বিতরণ করা হয়েছে এবং ১ কোটি ৯১ লক্ষ ডোজ মজুদ রয়েছে। এছাড়া সরকারি হাঁস-মুরগির খামারসমূহে ২০১০-১১ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৩ লক্ষ ১৮ হাজার হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদন ও বিতরণ সম্ভব হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় এ উৎপাদন কম হওয়ায় হাঁস-মুরগির খামারগুলোকে আধুনিকায়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন - সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কারণে স্বল্প সময়ে ব্যাপক প্রচারণা ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা এনথ্রাক্স (Anthrax) এবং এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (Avian Influenza) দমন করতে সক্ষম হয়েছি। এনথ্রাক্স, ক্ষুরা রোগ, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোধে চলমান কার্যক্রমের পাশাপাশি আরও গবেষণামূলক কার্যক্রম, সম্প্রসারণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি আমরা বাস্তবায়ন করছি।

টিকা উৎপাদন ও বিতরণ

৭৪। আমাদের নেয়া কার্যক্রমগুলো অব্যাহত রাখতে আমি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদখাতে ৯৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

পানি সম্পদ

মাননীয় স্পীকার

৭৫। কৃষিনির্ভর অর্থনীতির উন্নয়নে প্রয়োজন পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার। ইতোমধ্যে আমরা **'বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১০'**-এর খসড়া প্রণয়নের কাজ শুরু করেছি এবং **‘পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২’** সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছি। আমাদের নির্বাচনী

পানিসম্পদ উন্নয়ন

অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, লবণাক্ততা হ্রাস, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, গড়াই নদী ড্রেজিংসহ গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের মত বড় বড় উদ্যোগ নেয়ার কথা গত বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলাম। এখন আমি আমাদের নেয়া পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং ভবিষ্যতে আমাদের করণীয় নিয়ে আলোচনা করব।

গড়াই পুনরুদ্ধার

৭৬। আমি গত বাজেট বক্তৃতায় গড়াই নদী পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে আমাদের নেয়া কর্মসূচিগুলো আপনাদের অবহিত করেছিলাম। ইতোমধ্যে গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। আমরা নদী খননের পাশাপাশি নদীর গভীরতা নির্ণয়ে জরিপ (Bathymetric Survey) পরিচালনা করছি। তবে, একথা অনস্বীকার্য যে, আমরা এ কাজে আশানুরূপ সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হইনি। বিশেষ করে নদী থেকে খননকৃত মাটি অপসারণ করে নদী তীরবর্তী ব্যক্তি মালিকানাধীন কৃষি জমিতে ফেলার কারণে ভূমি মালিকদের দাবীকৃত ক্ষতিপূরণ দেয়ার বিষয়টি এখনও আমরা সমাধান করতে পারিনি। আশা করছি, এ বিষয়টি সুরাহা হলে আমরা দ্রুত গড়াই নদী পুনরুদ্ধারের কাজ এগিয়ে নিতে পারব।

নদীশাসন ও টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা

৭৭। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, নদী ভাঙ্গান, নদী ভরাট এবং জলাবদ্ধতার মত সমস্যা সমাধানে ক্যাপিটাল ড্রেজিং অত্যন্ত জরুরি। এ কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে আমরা ৫০ হাজার ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে **'ক্যাপিটাল ড্রেজিং এন্ড রিভার ম্যানেজমেন্ট'** (Captial Dredging and River Management Strategy of Bangladesh) শীর্ষক ১৫ বছর মেয়াদি কর্মকৌশল হাতে নিয়েছি। এর আওতায় গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং মেঘনা নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। ইতোমধ্যে ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ-এর পাইলট প্রকল্পের কাজ এবং নদী খননের জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে।

গঙ্গার পানি ব্যবস্থাপনা

৭৮। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গঙ্গার পানির সমন্বিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে ঐ অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন এবং পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে

গঙ্গা নদীর উপর ব্যারেজ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। এ লক্ষ্যে একটি সমীক্ষা প্রকল্প চলমান আছে। আমি আশা করছি, আগামী ২ বছরের মধ্যে সমীক্ষা কাজ শেষ হবে এবং এ সময়ের মধ্যেই প্রধান ব্যারেজ নির্মাণের নকশা চূড়ান্ত করে বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা যাবে।

৭৯। আমরা দেশের ভূখন্ড, ছোট-বড় থানা শহর এবং শিল্প-সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী এলাকা রক্ষায় নদী তীর ও শহর সংরক্ষণমূলক বহু প্রকল্প বাস্তবায়ন ও নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছি। আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ পর্যন্ত ২০টি বড় শহর, ৭০টি উপজেলা শহর এবং ৫০০টি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক স্থান নদী ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এ কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরসহ পরবর্তী ৫ অর্থবছরে ১ হাজার ৭৬০ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ, ১৬ হাজার ৮৭০ কিলোমিটার বাঁধ মেরামত, ৯ হাজারটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত, ২৮৫ কিলোমিটার নতুন নদী তীর সংরক্ষণ এবং ৪০৫ কিলোমিটার মেরামত কাজের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

নদী ভাঙ্গনরোধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ

৮০। আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী ২০১২ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হলে, দেশের বন্যামুক্ত এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের গতিধারা অব্যাহত রেখে আগামী ৫ অর্থ বছরে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার হেক্টর এলাকাকে বন্যামুক্ত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এছাড়া ১৯৫ কিলোমিটার সেচ খাল খনন ও ৩ হাজার ৭৭০ কিলোমিটার পুনঃখনন, ২ হাজার ৯৯০ কিলোমিটার নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন, ১১৭টি সেচ স্ট্রাকচার নির্মাণ এবং ৫১০টি মেরামতের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এ পর্যন্ত ৩টি রাবার ড্যামের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, আগামীতে আরও ১টি নির্মাণ করা হবে। আমি আশা করছি, এতে খাদ্য আমদানি নির্ভরতা হ্রাস পাবে এবং খাদ্য উৎপাদনে আমরা অচিরেই স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করব।

সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ

৮১। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে আমরা উপকূলীয় এলাকায় জেগে ওঠা চর অবৈধ দখলমুক্ত করে ভূমিহীনদের স্থায়ী

লবণাক্ততার ঝুঁকি হ্রাস ও সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধার

বন্দোবস্ত দেয়ার ব্যবস্থা নিয়েছি। ইতোমধ্যে ১১ হাজার ২৯৮টি পরিবারের মধ্যে ১৫ হাজার ৯০৩ একর জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে আরও ৫ হাজার ৫৫০ হেক্টর জমি উদ্ধার করে ৯ হাজার ৫৮৬টি পরিবারকে পুনর্বাসন করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় আড়ি বাঁধ নির্মাণ করে ২০ হাজার হেক্টর ভূমি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং ১১ হাজার ৫৫ হেক্টর এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ১৬ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন করা হবে। এছাড়া আগামী পাঁচ বছরে লবণাক্ততার ঝুঁকিপূর্ণ ২৬ লক্ষ ৩৭ হাজার হেক্টর এলাকার মধ্যে ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার হেক্টর ঝুঁকিমুক্ত করতে পারব বলে আমরা আশা করছি।

হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন

৮২। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকার জনগণ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অধিক দারিদ্র-পীড়িত। আগাম পাহাড়ি ঢলে এ সব এলাকার ফসল প্রায়ই বিনষ্ট হয়। ঢেউয়ের আঘাত থেকে ফসল রক্ষা এবং হাওর এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমগ্র হাওর ও জলাভূমির অতীত ও বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন করে লাগসই ও টেকসই প্রায়োগিক কৌশল ও ব্যবস্থাপনার একটি সমন্বিত মাস্টার প্ল্যান তৈরির লক্ষ্যে প্রাক-সমীক্ষা কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। এ মাস্টার প্ল্যান তৈরি ও হাওরাঞ্চলের উন্নয়নকে আরও বেগবান করার জন্য আমরা ইতোমধ্যে গঠিত হাওর বোর্ডের কার্যক্রমকে গতিশীল করেছি। পাশাপাশি আমরা হাওর এলাকার ভূ-বৈচিত্র্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাঁধ, রাস্তা ও স্কুল নির্মাণ করার উদ্যোগ নিয়েছি।

ঢাকার চারপাশে বহমান নদীগুলোতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ

৮৩। আমি গত বাজেট বক্তৃতায় ২০১৩ সালের মধ্যে ঢাকা মহানগরীর চারপাশে বহমান নদীগুলোতে বিশুদ্ধ পানি প্রবাহ অব্যাহত রেখে পরিবেশ উন্নয়ন, অবৈধ স্থাপনা অপসারণ ও নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে এনে নৌ-চলাচল অব্যাহত রাখার কাজ সমাপ্ত করার কথা বলেছিলাম। কারিগরি অসুবিধাজনিত কারণে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, পুংলি ও ধলেশ্বরী নদীর নাব্যতা ও প্রবাহ বৃদ্ধির কাজ আমরা লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এগিয়ে নিতে পারিনি। দরপত্রের শর্ত পূরণে অধিকাংশ ঠিকাদার ব্যর্থ হওয়ায় আমরা পুনঃদরপত্র আহ্বানের পদক্ষেপ নিয়েছি। আশা করছি, আগামী অর্থবছরে পুরোদমে কাজ শুরু করে আমাদের মেয়াদেই তা শেষ করতে পারব। এছাড়াও ঢাকা মহানগরীর পূর্বাংশের প্রায় ১২৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও

নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য একটি উন্নয়ন কর্মসূচি আগামী অর্থবছরে শুরু করতে পারব বলে আশা করছি।

৮৪। আমি আগামী অর্থবছরে পানি সম্পদ খাতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে ২ হাজার ২২৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

পল্লী উন্নয়ন

মাননীয় স্পীকার

৮৫। পল্লীখাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়ে আমি একটু আগেই আলোচনা করেছি। এবার আমি দৃষ্টি দেব পল্লী উন্নয়নে আমাদের নেয়া অন্যান্য কর্মসূচিগুলোর দিকে।

বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি সরবরাহ

৮৬। আমরা সবার জন্য নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে আমরা মার্চ ২০১১ পর্যন্ত ৬ হাজার ৪৬৩টি পানির উৎস নির্মাণ করেছি। আগামী ২০১২-১৩ অর্থ বছরের মধ্যে আরো ২ লক্ষ পানির উৎস নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। শহরাঞ্চলে ৩০৯টি পৌরসভার মধ্যে মার্চ ২০১১ পর্যন্ত ১৩০টিতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে; ১১টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে এবং ৭১ কিলোমিটার সরবরাহ লাইন স্থাপন ও মেরামত করা হয়েছে। এছাড়া ১৫৫টি পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের জন্য সমীক্ষা চলছে। আগামী ২০১১-১২ অর্থবছরে আরো ৪০টি পৌরসভাকে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে। শহরাঞ্চলের পাশাপাশি আমরা গ্রামাঞ্চলে আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতি গ্রামে অন্তত একটি জলাশয়ের সংস্কার ও সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করব। আমরা মনে করি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে পারে।

নগরবাসীর পানির চাহিদা পূরণ

৮৭। ঢাকা শহরের ১ কোটি ৩০ লক্ষ অধিবাসীর দৈনিক ২২০ কোটি লিটার পানির চাহিদার বিপরীতে বর্তমানে দৈনিক ২০০ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে ২০১১-১২ অর্থবছরে রাজধানীর পানির চাহিদা বেড়ে দৈনিক ২৪৪ কোটি লিটারে উন্নীত হবে। এ

সমস্যার আশু সমাধানের লক্ষ্যে মানিকগঞ্জের সিংগাইর এবং সাভারে সমন্বিত নলকূপ ক্ষেত্র (well-field) নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর ফলে দৈনিক অতিরিক্ত ৩০ কোটি লিটার পানি পাওয়া যাবে। একই সময়ে ঢাকা মহানগরীতে দৈনিক ২২ কোটি ৫০ লক্ষ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পানি শোধনাগার নির্মাণ, ৩০টি গভীর নলকূপ স্থাপন, ৫৫টি গভীর নলকূপ প্রতিস্থাপন, ৩০ কিলোমিটার পানির লাইন নির্মাণ এবং ২০ কিলোমিটার পানির লাইন পুনঃস্থাপন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে আগামী অর্থবছরে ৪টি গভীর নলকূপ স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৮৮। ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করার জন্য আমাদের পরিকল্পনার কথা গত বাজেট ঘোষণায় বলেছিলাম। আমরা ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ উৎস থেকে পানি ব্যবহারের অনুপাত ৮৭:১৩ থেকে কমিয়ে ৫০:৫০ করতে চাই। ইতোমধ্যে

ভূ-উপরিস্থ উৎসের উপর নির্ভরতা বাড়ানো

এ লক্ষ্য পূরণে দৈনিক ২২ কোটি ৫০ লক্ষ লিটার পানি সরবরাহ করার জন্য সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারের দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। দৈনিক ৪৫ কোটি লিটার পানি সরবরাহের জন্য পদ্মা পানি শোধনাগার নির্মাণের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। এছাড়া দৈনিক ৫০ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে খিলক্ষেত পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে।

৮৯। দেশের সকল মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বর্তমানে দেশে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী পরিবারের হার প্রায় ৯০.৬ শতাংশ। আমরা ২০১৩ সালের মধ্যে

স্যানিটেশন

সকলের জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে আমি ২০১৩ সালের মধ্যে ৫ লক্ষ স্যানিটারি ল্যাট্রিন তৈরী ও স্থাপন কার্যক্রম শুরু করার কথা গত বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলাম। সে অনুযায়ী মার্চ ২০১১ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ল্যাট্রিন উৎপাদন ও স্থাপন করা হয়েছে।

৯০। গ্রামীণ আবাসন সমস্যা নগরের আবাসন সমস্যা থেকে একেবারে ভিন্ন।

গ্রামীণ আবাসন

এক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় আমাদেরকে অত্যন্ত

দূরদর্শী হতে হবে। আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার ও গত বাজেটের প্রতিশ্রুতি অনুসারে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য ভূমির অঞ্চল বিভাজন (Land Zoning) সম্পন্ন করে ইউনিয়ন ও উপজেলায় গ্রোথসেন্টারভিত্তিক পল্লীনিবাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি। গ্রামীণ আবাসনের বিকাশ যেন কোনোভাবেই কৃষি উৎপাদনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে আমরা তা নিশ্চিত করতে চাই। তাই ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে একটি সুসমন্বিত ভূমি ব্যবহার ও আবাসন নির্মাণের নীতি-কাঠামো তৈরির উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি।

৯১। আমি আগামী অর্থবছরে পল্লী উন্নয়ন ও স্থানীয় সরকার বিভাগের জন্য উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে ১১ হাজার ৭১৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এ বরাদ্দ ২০১০-১১ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দের চেয়ে ১৮ শতাংশ বেশী।

পল্লী বিদ্যুৎ

৯২। আমরা পল্লীর জনগণের দ্বারপ্রান্তে বিদ্যুৎ সেবার সুফল পৌঁছানোর জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। বাংলাদেশে সর্বমোট ৮৭ হাজার ৩৭২টি গ্রামের মধ্যে ফেব্রুয়ারি ২০১১ পর্যন্ত ৪৮ হাজার ৭২৫টি গ্রামে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। আমাদের নেয়া মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর লক্ষ্যে ৩ লক্ষ ২৬ হাজার ২৬৩ কিলোমিটার বিতরণ লাইন প্রয়োজন হবে। জুন ২০০০ পর্যন্ত ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৭৬ কিলোমিটার বিতরণ লাইন স্থাপন করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে মার্চ ২০১১ পর্যন্ত আরও ১ লক্ষ ৩ হাজার ৪৯১ কিলোমিটার লাইন স্থাপন করা হয়েছে। গ্রীড লাইন হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব নয় এমন এলাকায় পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তির মাধ্যমে সৌর বিদ্যুতের সাহায্যে মোট ১৪ হাজার ৪০৮টি সোলার হোম সিস্টেম সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যুৎ ঘাটতি নিরসনকল্পে সরকারের নেয়া মহাপরিকল্পনার আওতায় পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ বিনিয়োগে নির্মাণ, মালিকানা ও পরিচালনার (Built Own Operate, BOO) ভিত্তিতে মোট ২৪৫ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া ২০১১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ইডকল (Infrustructure Development Company Limited, IDCOL) ৯ লক্ষাধিক বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সৌরবিদ্যুৎ সিস্টেম প্রদান করেছে। যার মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৪৫ মেগাওয়াট। আগামী ২০১৪ সালের মধ্যে ইডকল ১২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন ২৫ লক্ষ

সৌরবিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৯৩। জাতীয় গৃহস্থালী বায়োগ্যাস ও সার কর্মসূচির আওতায় ইডকল ২০ হাজার গৃহস্থালীতে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে এবং ২০১৬ সালের ১ লক্ষ ৫০ হাজার

বায়োগ্যাস ও বায়োবিদ্যুৎ কর্মসূচি

বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। বাংলাদেশে কেবলমাত্র ধানের তুষ থেকে ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। ইডকল এ প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে বেশকিছু প্রকল্পও হাতে নিয়েছে। এছাড়াও হাঁস-মুরগি ও দুগ্ধ খামারে বাণিজ্যিকভাবে বায়োগ্যাস ও বায়োবিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা

মাননীয় স্পীকার

৯৪। খাদ্য উৎপাদনে বিগত বছরগুলোতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হলেও জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ ও জলবায়ু পরিবর্তন খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে আমাদের সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হচ্ছে জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৯৫। আমাদের সরকারের বর্তমান মেয়াদে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিগুলোকে সম্প্রসারণ ও সুসংহত করা হয়েছে। হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (Vulnerable Group Development, VGD), দুঃস্থ খাদ্য সহায়তা (Vulnerable Group Feeding, VGF) ও খয়রাতি

খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি

সাহায্য (Gratuitous Relief, GR) কর্মসূচি সম্প্রসারিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে গ্রামীণ জনপদে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সচল রাখা এবং অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরে ভিজিএফ খাতে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার মেট্রিক টন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (কাবিখা) খাতে ৪ লক্ষ মেট্রিক টন, ভিজিডি খাতে ২ লক্ষ ৬৫ হাজার মেট্রিক টন, গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি (Test Relief, TR) খাতে ৪ লক্ষ ১০ হাজার মেট্রিক টন এবং খয়রাতি সাহায্য খাতে ৮০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এখানে একটি

বিষয়ে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই - খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির মূল লক্ষ্য কর্মসৃজন ও উৎপাদনে প্রণোদনা যোগান। এ কারণে আমি গত বাজেট বক্তৃতায় এ কর্মসূচিগুলো যেন কর্মক্ষম প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে কর্মবিমুখ না করে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলাম। ইতোমধ্যে এ সকল কর্মসূচির নীতিমালা পর্যালোচনা করে হতদরিদ্রদের সাময়িক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা ন্যায্যমূল্যে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই। বর্তমানে রেশন, ওএমএস (Open Market Sale, OMS) এবং অন্যান্য বিতরণ ব্যবস্থা চলমান রয়েছে, তবে তা যৌক্তিকীকরণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে রেশম শিল্প ও চা বাগানের শ্রমিকদের মত পোশাক ও বস্ত্র শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদেরও স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা নিতে হবে। সর্বোপরি ভোজ্য তেলের ব্যবহার কমিয়ে ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পথে আমরা এগিয়ে যেতে পারি।

৯৬। খাদ্যের মজুদ আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলার পাশাপাশি বাজার মূল্যে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। এ কারণে আমরা খাদ্য সংগ্রহের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য মজুদ নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই – খাদ্য উৎপাদনে কৃষকদের সাফল্যে প্রণোদনা যোগানোর লক্ষ্যে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বর্তমান বাজার মূল্যে কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়ায় চলতি অর্থবছরে সরকারি পর্যায়ে কৃষকদের কাছ থেকে আমন ধান ও গম সংগ্রহ না করে বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য আমদানির মাধ্যমে মজুদ গড়ে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা আমরা আগামী অর্থবছরেও অব্যাহত রাখতে চাই। আমি আশা করছি, এর ফলে খাদ্য উৎপাদনে কৃষকদের সাফল্য যেমন অব্যাহত থাকবে তেমনি আমদানির মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য মজুদ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এ প্রেক্ষাপটে খাদ্য মজুদ গড়ে তোলার যে প্রয়াস আমরা নিয়েছি তাতে এ অর্থবছর শেষে সমাপনী মজুদ দাঁড়াবে ১১ লক্ষ মেট্রিক টন, যা আগামী অর্থবছরের শেষ নাগাদ ১৩ লক্ষ টনে উন্নীত হবে ইনশাআল্লাহ্।

আপদকালীন মজুদ

যোগাযোগ খাত

মাননীয় স্পীকার

৯৭। আমি গত বাজেট বক্তৃতায় যোগাযোগ খাতে সমন্বিত উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলাম। আমাদের দেশে সড়কখাত যেভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে, সেভাবে রেলপথ কিংবা নৌপথের উন্নয়ন হয়নি। আমরা এ অসামঞ্জস্য দূর করে যোগাযোগ খাতের সার্বিক উন্নয়ন সাধনে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে একটি সমন্বিত নীতিমালা (Integrated Multi-modal Transport Policy) প্রণীত হয়েছে। আশা করছি, এ নীতিমালাটি আগামী অর্থবছরে চূড়ান্ত করতে পারব। এছাড়া, রাজধানীর সড়ক পরিবহন সংক্রান্ত সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাদি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে **'ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১১'** মন্ত্রিপরিষদের নীতিগত অনুমোদন লাভ করেছে। এ আইনের আওতায় ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড (Dhaka Transport Coordination Board, DTCB) ঢাকা যানবাহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষে (Dhaka Trasport Coordination Authority, DTCA) রূপান্তরিত হবে এবং রাজধানীর পরিবহন সমন্বয়ে আরো শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবে। আমি ইতোমধ্যে যোগাযোগ খাতে আমাদের সাফল্যের বিবরণ তুলে ধরেছি। এবার এ খাতে আমাদের আরও কিছু অর্জনের কথা উল্লেখ করতে চাই – যেমন, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের কাজ কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে (Project Monitoring System, PMS) করা হচ্ছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৪টি সড়ক বিভাগে খুব শীঘ্রই ই-দরপত্র (e-tender) পদ্ধতি চালু হবে। আমরা ইতোমধ্যে রেলওয়ের টিকেট মোবাইলে ক্রয়ের সুবিধাও প্রবর্তন করেছি। এ পর্যায়ে আমি আমাদের চলমান কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে আপনাদের অবহিত করব।

সমন্বিত যোগাযোগ নীতি

সড়ক ও সেতু

মাননীয় স্পীকার

৯৮। নিরাপদ ও মানসম্মত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আমরা ২০ বছর মেয়াদি **রোড মাস্টার প্লান** হাতে নিয়েছি এবং তা বাস্তবায়নের জন্য একাধিক কার্যক্রম গ্রহণ করছি। আপনারা আমার সাথে নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, বাংলাদেশে সড়ক ঘনত্ব (Road Density) সম্ভবত পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ। এদেশে প্রতি ১ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ২ হাজার ৭৯ কিলোমিটার রাস্তা রয়েছে। এ কারণে নতুন সড়ক নির্মাণে গুরুত্ব দেয়ার চেয়ে বিদ্যমান সড়কগুলোর নিয়মিত ও মানসম্মত রক্ষণাবেক্ষণের উপর আমরা অধিক গুরুত্ব দিচ্ছি। এ বিবেচনায়, **'সড়ক তহবিল' (Road Fund)** নামে একটি বিশেষ তহবিল গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের মাধ্যমে এ উদ্যোগটি শীঘ্রই বাস্তবায়িত হবে বলে আমি আশা করছি।

সড়ক তহবিল ও রোড মাস্টার প্ল্যান

৯৯। বিগত দুটি বাজেট বক্তৃতায় আমি গণপরিবহন ব্যবস্থাকে পরিবেশবান্ধব করার পাশাপাশি যানজট নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলাম। সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস এবং যানজট নিরসনের জন্য বিদ্যমান মোটরযান অধ্যাদেশ-র পরিবর্তে নতুন ও যুগোপযোগী একটি **'সড়ক পরিবহন ও চলাচল আইন'** (Road Transport and Traffic Act) এবং একটি **'জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা'** (National Road Safety Strategic Action Plan) প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

সড়ক নিরাপত্তা ও যানজট নিরসন

১০০। পাশাপাশি **দ্রুততর বেগে বাস চলাচল করতে পারে এমন রাস্তা** (Bus Rapid Transit, BRT) চালুর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজও এগিয়ে চলছে। এছাড়া আমরা ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে প্রণীত **'স্ট্রাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান'** (Strategic Transport Plan, STP) এর আওতায় হযরত শাহজালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ 'ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে'-র নির্মাণকাজ ইতোমধ্যে শুরু

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

করেছি। আমাদের সরকারের মেয়াদেই এ প্রকল্পের কাজ সুসম্পন্ন হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।

এমআরটি (Mass Rapid Transit, MRT)

১০১। গণপরিবহন ব্যবস্থা দ্রুততর করার লক্ষ্যে এমআরটি (Mass Rapid Transit, MRT) লাইন-৬ এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজও শীঘ্রই শেষ হবে। এছাড়া, গুলিস্তান হতে যাত্রাবাড়ী পর্যন্ত মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার, মিরপুর হতে বিমানবন্দর সড়ক পর্যন্ত ফ্লাইওভার, বনানী ও জুরাইন রেলক্রসিং-এ ওভারপাস এবং কুড়িল ইন্টারসেকশনে (Intersection) ফ্লাইওভার-এর নির্মাণকাজও আমরা দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন করছি। এ সমস্ত উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে লক্ষণীয় উন্নতি হবে বলে আমার বিশ্বাস।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ

১০২। নানাবিধ আইনি জটিলতার কারণে ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের কাজে আশানুরূপ গতিসঞ্চার হয়নি। তবে, গত ডিসেম্বর ২০১০ থেকে আমরা যৌথ জরিপ এবং প্রকল্পের বাস্তব কাজ পুরোদমে শুরু করেছি। অগ্রাধিকারভিত্তিতে এ প্রকল্পটির কাজ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের মধ্যেই শেষ করার বিষয়ে আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই।

ঢাকাকে ঘিরে বৃত্তাকার সড়ক, রেল ও নৌ-পথ

১০৩। ঢাকার চারপাশে সার্কুলার সড়ক, রেল ও নৌ যোগাযোগ গড়ে তোলা সম্ভব হলে তা এ শহরের যানজট নিরসনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। ঢাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের উপর দিয়ে সড়ক নির্মাণ প্রকল্প প্রণয়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে, আর সার্কুলার রেল স্থাপনের জন্য নেয়া হচ্ছে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। এছাড়া রাজধানী ঢাকার নৌপরিবহন সমস্যার সমাধান ও যানবাহনের উপর চাপ কমানোর জন্য শহরের চারদিকে বৃত্তাকার নৌপথ চালু করার লক্ষ্যে ২০১০-১১ অর্থবছরে মোট ৮ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং এবং ৪০ হাজার ঘনমিটার খনন কাজ শেষ হয়েছে।

সিএনজি বাস সংগ্রহ

১০৪। পরিবেশ-বান্ধব যাত্রীসেবা প্রদানের জন্য বিআরটিসি ইতোমধ্যে ২৭৫টি সিএনজি বাস সংগ্রহ করেছে। ২৫৫টি বাস স্বল্পতম সময়ে বিআরটিসির বহরে যুক্ত হবে। পাশাপাশি আরো

৩০০টি দ্বিতল বাস সংগ্রহ করার পরিকল্পনাও আমাদের রয়েছে। আশা করছি, এ বাসগুলো সংযোজনের ফলে গণপরিবহন ব্যবস্থা পরিবেশ-বান্ধব হবে এবং এ খাতে বিদ্যমান সমস্যা বেশ কিছুটা লাঘব হবে।

১০৫। আমি প্রথম বাজেট বক্তৃতায় প্রতিটি গ্রোথ সেন্টারকে জেলা সদরের সাথে সংযুক্ত করার কথা বলেছিলাম। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আমরা ইতোমধ্যে ৩৭ হাজার ৭৬৩ কিলোমিটার উপজেলা সড়কের মধ্যে ২৮ হাজার ৮৬ কিলোমিটার উপজেলা সড়কের উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত করেছি। অবশিষ্ট উপজেলা সড়ক পর্যায়ক্রমে নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

গ্রোথ সেন্টারকে জেলা সদরের সাথে সংযুক্ত করা

রেলপথ

মাননীয় স্পীকার

১০৬। সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী ইতোমধ্যে রেলপথ সম্প্রসারণ, রেলযোগাযোগ আধুনিকায়ন এবং রেলওয়ের সেবার মানবৃদ্ধির জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। রেলওয়ের সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আমরা যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বতন্ত্র রেলপথ বিভাগ গঠন করেছি। এর পরবর্তী ধাপেই বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা হবে। এছাড়া, রেলওয়ের জন্য ২০ বছর মেয়াদি মহাপরিকল্পনা (Master Plan) আমরা খুব শীঘ্রই চূড়ান্ত করতে পারবো বলে আশা করছি। আমরা প্রায় ৩২৬ কিলোমিটার নতুন ব্রডগেজ লাইন নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছি। রেলের সময়ানুবর্তিতা ও যাত্রী সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন লোকোমোটিভ এবং যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় ৯টি মিটারগেজ লোকোমোটিভ ২০১১ সালের মধ্যে দেশে পৌঁছাবে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে আমরা সাতটি নতুন ট্রেন সার্ভিস চালু করেছি। এগুলোর মধ্যে নারায়ণগঞ্জ ও জয়দেবপুরের মধ্যে **'তুরাগ এক্সপ্রেস',** রাজশাহী ও ঢাকার মধ্যে **'ধূমকেতু এক্সপ্রেস'** এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে **'চট্টলা এক্সপ্রেস'** নামে নতুন ট্রেন চালু

রেলপথ সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ

করা হয়েছে। আমরা ঢাকা ও চট্টগ্রাম রেলওয়ে করিডোরটি ডাবল লাইনে উন্নীত করার লক্ষ্যে ৪টি আলাদা প্রকল্প হাতে নিয়েছি। এছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরী এবং রংপুর বিভাগের কয়েকটি রুটে আধুনিক কমিউটার ট্রেন চালুর পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রেল সংযোগ

১০৭। ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়েতে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে দোহাজারী থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু থেকে গুনদুম পর্যন্ত প্রায় ১২৮ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মংলা সমুদ্র বন্দরের অধিকতর ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খুলনা থেকে মংলা পোর্ট পর্যন্ত প্রায় ৫৩ কিলোমিটার নতুন রেললাইন নির্মাণ করা হবে। এছাড়া আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক রেল-যোগাযোগ স্থাপনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ৬টি বিশদ সমীক্ষা পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১০৮। আগামী অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ বিভাগ, সেতু বিভাগ এবং রেলপথ বিভাগের অনুকূলে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে মোট ৯ হাজার ৭৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি- যা গত অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ২৯ শতাংশ বেশি।

নৌ-পরিবহন

মাননীয় স্পীকার

নৌ-পথের নাব্যতা বৃদ্ধি

১০৯। আমি গত বাজেটে নদীমাতৃক এই দেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের উন্নয়নকল্পে নৌপথের নাব্যতা বৃদ্ধিসহ নৌবন্দরগুলোর উন্নয়নে পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলেছিলাম। এ লক্ষ্যে আমাদের নেয়া সমন্বিত উদ্যোগের অংশ হিসেবে ৫৩টি নৌপথে ৩৫ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পন্ন হয়েছে। এই কার্যক্রমকে সামনে এগিয়ে নিতে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দীর্ঘ ৩৬ বছর পর ৩টি নতুন ড্রেজার কেনা হয়েছে এবং ১০টি ড্রেজার সংগ্রহের লক্ষ্যে নেয়া প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এর বাইরে আরো ৭টি ড্রেজার সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং বিদ্যমান পুরাতন ২টি ড্রেজার

মেরামত করা হয়েছে। বর্তমানে বেসরকারি খাতে ১৫টি ড্রেজার রয়েছে। এগুলোও ব্যবহার করা হচ্ছে।

১১০। আমি আরো অঙ্গীকার করেছিলাম, বহির্বিশ্বের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বর্ণদ্বার হিসেবে বিবেচিত চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করব এবং মংলা সমুদ্রবন্দরকে আরও কার্যকর করে তুলব। সে অনুযায়ী আমরা চট্টগ্রাম বন্দরে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে (automation) বিভিন্ন সেবা প্রদান করার জন্যে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছি। পাশাপাশি ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনালের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের কন্টেইনার জট নিরসনকল্পে এবং অভ্যন্তরীণ নৌপথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহনের সুবিধার্থে ঢাকার অদূরে পানগাঁও-এ ১ লক্ষ ৬০ হাজার টিইইউ (Twenty Equivalent Unit, TEU) হ্যান্ডলিং ক্ষমতা সম্পন্ন দেশের প্রথম অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌবন্দর নির্মাণের কাজ জুন ২০১১ নাগাদ সম্পন্ন হবে।

চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি

১১১। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের পাশাপাশি মংলা বন্দরের আধুনিকায়নের জন্যও আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। ইতোমধ্যে ২টি স্ট্রাডেল ক্যারিয়ার (Straddle Carrier), ২টি কন্টেইনার ট্রেইলর (Container Trailer), ২টি টার্মিনাল ট্রাক্টর (Terminal Tractor) এবং ৬টি ফর্ক লিফট ট্রাক (Fork-lift Truck) সংগ্রহ করা হয়েছে। পশুর চ্যানেলের বিভিন্ন স্থানে বন্দর কর্তৃপক্ষ নিজস্ব অর্থায়নে সাম্প্রতিক সময়ে ৬২ হাজার ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পাদন করছে।

মংলা সমুদ্রবন্দরের আধুনিকায়ন

১১২। ১২টি স্থলবন্দর নির্মাণ, পরিচালনা ও হস্তান্তরের (Build, Operate and Transfer, BOT) ভিত্তিতে উন্নয়ন ও পরিচালনা করার লক্ষ্যে সোনামসজিদ, টেকনাফ, হিলি ও বিবির বাজারে কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং তামাবিল, আখাউড়া, ভোমরা ও হালুয়াঘাটে অপারেটর নিয়োগ করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও আমি সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের কথা বলেছিলাম। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গভীর সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষ আইনের খসড়া প্রণীত হয়েছে। বিপুল আর্থিক সংশ্লেষ থাকায় এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা নিয়ে আমরা চিন্তা-ভাবনা করছি।

স্থল বন্দর ও গভীর সমুদ্রবন্দর

১১৩। বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী ১৯৬২ সাল থেকে আন্তর্জাতিক নৌ-বাণিজ্যের উপযোগী মার্চেন্ট মেরিন ক্যাডেট ও অফিসারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **'শেখ মুজিব মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়'** স্থাপনের ফলক উন্মোচন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হলে এ খাতে অধিকসংখ্যক দক্ষ পেশাজীবী সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়

১১৪। আগামী ২০১১-১২ অর্থবছরে নৌ-পরিবহন খাতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে মোট ৬৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

বেসামরিক বিমান পরিবহন

মাননীয় স্পীকার

১১৫। স্বল্পসংখ্যক পুরানো প্রজন্মের উড়োজাহাজ, উচ্চ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, বাণিজ্যিকভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগতা এবং বিভিন্ন খাতে আর্থিক অনিয়ম ও অপচয়ের কারণে বিগত সময়ে বাংলাদেশ বিমান একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। আমি এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবার ঘোষণা দিয়েছিলাম। ইতোমধ্যে আমরা বিভিন্ন প্রকার সার্ভিস ডেলিভারি সহজীকরণ, নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও কঠোর প্রশাসনিক শৃংখলা স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কারণে বহু প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ বিমান ২০১০ হজ্জ মৌসুমে সুষ্ঠুভাবে এবং নির্বিঘ্নে প্রায় ৪৫ হাজার হজ্জ যাত্রী পরিবহন করতে সক্ষম হয়েছে। এর পাশাপাশি বিমানে আধুনিক প্রযুক্তি প্রচলনের অংশ হিসেবে গত ফেব্রুয়ারি থেকে অনলাইনে টিকিট বুকিং পদ্ধতি চালু হয়েছে। বোয়িং কোম্পানি থেকে ১০ টি নতুন প্রজন্মের উড়োজাহাজ ক্রয়ের যে চুক্তি করা হয়েছে তার আওতায় এবছরের শেষ দিকে ২টি উড়োজাহাজের সরবরাহ পাওয়া যাবে। এছাড়া ২০১৩ সালে ২টি, ২০১৫ সালে ২টি এবং ২০২০ সালে বাকি ৪টি উড়োজাহাজ পাওয়া যাবে।

বিমানের সক্ষমতা বৃদ্ধি

১১৬। আমি গত বাজেট বক্তৃতায় হযরত শাহজালাল (রহ:) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের কথা বলেছিলাম। আশা করছি, ২০১২-১৩ অর্থবছরে আমরা এ আধুনিকায়নের কাজ শেষ করতে পারব। যান্ত্রিক, অবকাঠামো ও পদ্ধতিগত উন্নয়নের মাধ্যমে এ বিমানবন্দরকে আমরা ক্যাটাগরি ১-এ উন্নীত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এর পাশাপাশি দেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে আমরা কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ করে সুপরিসর বিমান অবতরণের উপযোগী করার কাজ হাতে নিয়েছি। এছাড়াও দুর্যোগ মোকাবেলা ও বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে অন্যান্য অঞ্চলের দ্রুত যোগাযোগের সুবিধার্থে বরিশাল বিমানবন্দর এবং বাগেরহাট খান জাহান আলী বিমানবন্দর উন্নয়নের কাজ আমরা আগামী অর্থবছর থেকে শুরু করতে যাচ্ছি।

বিমান বন্দরের উন্নয়ন

মানব সম্পদ উন্নয়ন

মাননীয় স্পীকার

১১৭। আমরা জানি সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। এ কারণে মানবসম্পদ উন্নয়ন আমাদের সার্বিক পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা মনে করি, দক্ষ মানবসম্পদ ছাড়া **‘রূপকল্প ২১’**-এ বর্ণিত গতিশীল ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষিতে আমি ২০১১-১২ অর্থবছরে মানবসম্পদ খাতে সর্বমোট ৩৪ হাজার ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব করছি।

সামগ্রিক শিক্ষা খাত

মাননীয় স্পীকার

১১৮। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার এবং একই সাথে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে আমাদের নেয়া কর্মসূচিগুলোর সফলতার একটি খতিয়ান ইতঃপূর্বে আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। আমি এবার শিক্ষাখাতে আমাদের নেয়া আরো কয়েকটি কর্মসূচির বিবরণ দেব।

১১৯। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জনে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শ্রীলংকার পরেই বাংলাদেশের স্থান। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে এটি বিরল এক অর্জন। গরীব মেধাবী শিক্ষার্থী, বিশেষত ছাত্রীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে বর্তমান সরকার দেশের সকল উপজেলায় শিক্ষার্থীদের ৪০ শতাংশকে উপবৃত্তি, টিউশন ফি এবং পরীক্ষার ফি প্রদান করছে, এর মধ্যে ৩০ শতাংশ মেয়ে এবং ১০ শতাংশ ছেলে শিক্ষার্থী। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রয়েছে এবং বই কেনা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ ছাড়াও স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের বিষয়টি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ

১২০। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী দেশের সরকারি-বেসরকারি স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ৬ষ্ঠ থেকে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান এবং বিনাবেতনে অধ্যয়নের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে একটি ফাউন্ডেশন গঠনের কাজ চলছে। **'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ফাউন্ডেশন'** শিরোনামে সরকারি-বেসরকারি অর্থায়নে এ ফাউন্ডেশনের তহবিল গঠিত হবে। যেখানে সরকার বীজঅর্থ (seed money)-এর একটি অংশ প্রদান করবে। পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় বাকি অংশের অর্থায়ন নিশ্চিত করবে। ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা ও আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। আগামী অর্থবছর হতে এ ফাউন্ডেশনের তহবিল গঠনের জন্য আমি বাজেটে ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ফাউন্ডেশন

১২১। শহর ও গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ৩০৭টি উপজেলার প্রত্যেকটিতে একটি করে বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তরের কাজ চলছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩ হাজার বেসরকারি স্কুলের একাডেমিক ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের জন্য ৩০টি মডেল মাদ্রাসা গড়ে তোলা ও ৩১টি মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, ১ হাজার মাদ্রাসায় ভবন নির্মাণের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং শিক্ষকদের

শিক্ষাক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ

মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে আমরা জেলা পর্যায়ে শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করব।

১২২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি আমরা শিক্ষার মানোন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি প্রচলিত ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে শিক্ষার হার বাড়ানো যাবে তবে এর গুণগত মান নিশ্চিত করা যাবে না। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত শহরকেন্দ্রিক। গ্রামাঞ্চলে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শহরেও গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজির দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে। এজন্য সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি।

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন

১২৩। আমার মনে হয়, প্রচলিত মেধাবৃত্তির মাধ্যমে প্রকৃত সৃজনশীল অনন্যসাধারণ প্রতিভা খুঁজে বের করা সম্ভব হয়না। সে লক্ষ্যে আমরা আগামী বছরে দেশব্যাপি সৃজনশীল প্রতিভা অন্বেষণের একটি বিশেষ কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছি। এ কার্যক্রমের আওতায় ভাষা ও সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান ও কম্পিউটার বিষয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রতিভা অন্বেষণ (talent hunt) করা হবে। আশা করছি, এর মাধ্যমে এক ঝাঁক 'জাতীয় প্রতিভা' আমরা খুঁজে পাব, যারা নবীন প্রজন্মের মাঝে আইকন হিসেবে অনুপ্রেরণা যোগাবে এবং একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ গঠনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেবে।

সৃজনশীল প্রতিভা অন্বেষণ

১২৪। বেশ কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর ২০০৯-১০ অর্থবছরে একটি স্বচ্ছ নীতিমালার ভিত্তিতে ১ হাজার ৬২৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত (Monthly Pay Order, MPO) করা হয়েছে। নির্দিষ্ট কতিপয় মানদন্ডে উন্নীত আরো প্রায় ১ হাজার স্কুল ও মাদ্রাসাকে আগামী অর্থবছরে এমপিওভুক্ত করা হবে। এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন – আমাদের দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারি বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার সংখ্যা ২৬ হাজার ৩৭টি। এর মধ্যে সরকারি বিদ্যালয় মাত্র ৩১৭টি। এমপিও ব্যবস্থার আওতায় সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার সংখ্যা ২১ হাজার ৪৮৪টি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও অনেক কলেজ এমপিওভুক্ত আছে। এমপিও ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে অনেক অযোগ্য

এমপিওভুক্তকরণ (MPO)

প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। অনেক ধরনের দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে এবং জরিপের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন এলাকার প্রাপ্যতার মাপকাঠি বিনষ্ট হয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে নতুন চিন্তা-ভাবনা প্রয়োজন এবং আমরা এ বছরেই এই বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে এমপিওভুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করব।

উচ্চশিক্ষায় বৈষম্য দূর করা

১২৫। গত বাজেটে উচ্চশিক্ষায় আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে বরিশাল, গোপালগঞ্জ ও রাঙ্গামাটিতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যে কাজ শুরু করার কথা বলেছিলাম তা বর্তমানে চলমান। রংপুর ও পাবনায় স্থাপিত দুটি বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে একাডেমিক কার্যক্রম চালু করেছে। এছাড়া **'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০'** ১৮ জুন ২০১০ তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়েছে।

তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার

১২৬। শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের ২০ হাজার ৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর পাঠদান কার্যক্রমের আওতায় আনার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই উদ্যোগের আওতায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও ইন্টারনেট মডেম সরবরাহ করা হবে।

কারিগরি শিক্ষার প্রসার

১২৭। বর্তমান সরকার বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করার মত দক্ষ ও সৃজনশীল জনশক্তি তৈরীতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। এ জন্য বিদেশ গমনেচ্ছু ডাক্তার, নার্স ও বেকারদের জন্য আরবি, ইংরেজি, কোরিয়ান ও মালয় ভাষা শেখানোর জন্য দেশের ৬টি বিভাগে ১১টি আধুনিক ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এছাড়া কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতি উপজেলায় পর্যায়ক্রমে একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা আমরা হাতে নিয়েছি।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল

১২৮। মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক পুঁজি গঠনে **'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল'**-কে আরো কার্যকর এবং জোরদার করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাঁর নির্দেশনার আলোকে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিলের কার্যক্রম নতুনভাবে শুরু করার জন্য ইতোমধ্যে **বাংলাদেশ দক্ষতা**

উন্নয়ন নীতিমালা'র খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিলের নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য এর একটি নির্বাহী কমিটি রয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় কারিগরি ও ভোকেশনাল প্রশিক্ষণের ওপর কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার প্রস্তুতির কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে। বর্তমানে ২২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এ কার্যক্রমসমূহকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ও যথাযথ সমন্বয় নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্ব (PPP) হতে পারে একটি কার্যকর মডেল।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

মাননীয় স্পীকার

১২৯। আমরা অঙ্গীকার করেছিলাম ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ভর্তি উপযোগী সকল শিশুকে স্কুলমুখী করব। আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ২০১০ সালের মধ্যে পুরোপুরি সক্ষম না হলেও ২০১১ সালের মধ্যে আমরা প্রাথমিক স্তরে শতভাগ ভর্তি (৯৯.৩ শতাংশ) নিশ্চিত করেছি। ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশের সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝরে পড়া ৭ থেকে ১৪ বছর বয়সী দরিদ্র শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে ৬টি বিভাগীয় শহর ও নির্বাচিত ৮৯টি উপজেলায় প্রায় ২৬ হাজার ৬৪৬টি শিখন কেন্দ্রে ৯ লক্ষ ১৬ হাজার শিশুর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষাস্তর সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রণোদনা হিসেবে অতি দারিদ্র্যপীড়িত এবং খাদ্য ঘাটতি এলাকায় প্রায় ২ লক্ষ শিশুকে স্কুল টিফিন দেয়া হচ্ছে। ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ নিরক্ষর মানুষকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদানের লক্ষ্যে ৩টি কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

শিশুকে স্কুলমুখী করার সর্বাত্মক প্রয়াস

১৩০। ২০১১-১২ অর্থবছরের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৫০ থেকে ১:৪০ এ কমিয়ে আনা আমাদের ঘোষিত অঙ্গীকার ছিল। ছাত্র ভর্তি হার বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এ অনুপাত কমিয়ে আনা কিছুটা কষ্টসাধ্য হলেও আমরা বিগত দুই বছরে ১ হাজার ৮৫২ জন প্রধান শিক্ষক ও ৫১ হাজার ২৮৯ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ

শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত কমিয়ে আনা

দিয়ে এ লক্ষ্য অর্জনের পথে অগ্রসর হচ্ছি। প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ ও এর গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্মিতব্য ৪০ হাজার নতুন শ্রেণীকক্ষের মধ্যে ৩৮ হাজার ৭৬২টি শ্রেণীকক্ষ ইতোমধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৯৭টি উপজেলা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৭৫টি উপজেলা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

১৩১। সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ৩৯৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় তথা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ৩টির নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৭২টির নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্বের আওতায় (Primary Education Development Progarmme, PEDP-2) ৪০ হাজার নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ এবং ৪৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগের কাজ চলছে।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি

আগামী জুন ২০১১ এ প্রকল্পটির কাজ শেষ হলে, ২০১১-১২ অর্থ বছর হতে আমরা আরো বৃহৎ পরিসরে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (PEDP-3) বাস্তবায়ন শুরু করব। শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ৮০ শতাংশ শিক্ষককে সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন (Certificate in Education, C-in-ed.) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই কোর্সটিকে ডিপ্লোমা কোর্সে উন্নয়নের বিষয়টি আমাদের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

১৩২। সমগ্র বাংলাদেশে বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১ হাজার ৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ বর্তমান অর্থবছর থেকেই আমরা শুরু করেছি। দেশের পার্বত্য ও অনগ্রসর এলাকায় ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে। এছাড়াও শিক্ষকের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ

নতুন বিদ্যালয় নির্মাণ

প্রতিষ্ঠান বাড়ানোর লক্ষ্যে পিটিআইবিহীন (Primary Teacher's Training Institute, PTI) ১২টি জেলায় পিটিআই স্থাপনের কাজ বর্তমান অর্থবছর থেকেই শুরু হচ্ছে। এছাড়াও হাওড়/বাওড় এলাকা এবং দুর্গম ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের (চর অঞ্চল, চা বাগান এলাকা ইত্যাদি) জন্য বিশেষ ডিজাইনে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও শিশু-বান্ধব শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

১৩৩। ২০০৯ সাল থেকে প্রাথমিক স্তরে **‘৫ম শ্রেণী সমাপনী পরীক্ষা’** চালুর পর এরই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সাল থেকে **‘জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা’** চালু

করা হয়েছে। পরীক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১০ সালে বাংলা ও ধর্ম বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নের মাধ্যমে এসএসসি (Secondary School Certificate Examination, SSC) পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ করার উদ্যোগও আমরা নিচ্ছি।

১৩৪। আমি আগামী ২০১১-১২ অর্থবছরে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে মোট ১৯ হাজার ৮৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

মাননীয় স্পীকার

১৩৫। সকলের জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আমরা নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছি। এ খাতে আমাদের নেয়া বিভিন্ন কর্মসূচির সফলতা আমি ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি। আমি এবার আমাদের আরো কয়েকটি কর্মসূচি ও আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করব।

১৩৬। আমরা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত কর্মসূচি (Health, Nutrition and Population Sector Programme, HNPSP) গ্রহণ করেছিলাম। ফলে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সম্পর্কিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goals, MDGs) অর্জনে আমরা ঈর্ষণীয় সাফল্য পেয়েছি। আমি বাজেট বক্তৃতার শুরুতেই উল্লেখ করেছি, শিশু মৃত্যু হ্রাসের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক অগ্রগতির কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১০ সালে জাতিসংঘ পুরস্কারে (United Nations MDG Award) ভূষিত হয়েছেন। আমরা মাতৃমৃত্যু হার ২০০৮ সালের ৩৪৮ (প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে) থেকে ২০১০- এ ১৯৪-এ কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। তবে এ কথাও সত্য যে, পুষ্টির ক্ষেত্রে কাঙ্খিত সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা আমরা অর্জন করতে পারিনি। তবে, মোট প্রজনন হার (Total Fertility Rate, TFR) ১৯৭০-৭৫

এইচএনপিএসপি (HNPSP)-এর সাফল্য

সময়ে ছিল ৬.৩ যা ২০০৯-এ ২.১৫-তে নেমে এসেছে। আমরা নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জনসংখ্যা নীতি যুগোপযোগী করার কাজ অতি দ্রুত শেষ করতে চাই। আমরা পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী সহজলভ্য করার পাশাপাশি জনসচেতনতা তৈরি এবং বাড়ি-বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করার কাজ হাতে নিয়েছি। চলমান স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা বিষয়ক কর্মসূচির (HNPSP) মেয়াদ চলতি জুন, ২০১১-এ শেষ হবে। মধ্যমেয়াদি পর্যালোচনায় এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, সেবা প্রদান ব্যবস্থা (Service Delivery) শক্তিশালী করা এবং সামগ্রিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এ কর্মসূচি যথেষ্ট সফলতা পেয়েছে। এ কারণেই আমরা ২৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১১-২০১৬ মেয়াদে পরবর্তী স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে যাচ্ছি। আশা করছি, এর ফলে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে সাফল্যের একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হবে।

পুষ্টি কার্যক্রম ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা

১৩৭। আমি গত বাজেটে মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম সম্প্রসারণ করার কথা বলেছিলাম। ইতোমধ্যে ৪৬টি উপজেলায় এ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। হতদরিদ্রদের ন্যূনতম পুষ্টি চাহিদা দৈনিক ২১২২ কিলো ক্যালরির উর্ধ্বে নিশ্চিত করতে জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রমকে শক্তিশালী করে আরও অধিক সংখ্যক উপজেলায় তা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাতৃদুগ্ধ পান কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্রেস্টফিডিং ফাউন্ডেশনকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সর্বোপরি বর্তমানে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে মোট ৯৭টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, ইউনিয়ন পর্যায়ে ৩ হাজার ৯০০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং ৩০ হাজার স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে আমরা মা, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবার পরিধি সম্প্রসারণ করেছি।

টেলি-মেডিসিন

১৩৮। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়া আমাদের লক্ষ্য। এজন্য বহুদিন ধরে আমরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছি এবং তার সঙ্গে ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্লিনিক, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপন করছি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কমিউনিটি ক্লিনিক। কিন্তু আমরা জানি যে, গ্রামে চিকিৎসকরা অবস্থান করেন না

এবং বিভিন্ন প্রতিষেধক ও চিকিৎসা সামগ্রী গ্রামীণ কেন্দ্রসমূহে পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে আমরা পেশাজীবী চিকিৎসকদের গ্রামে নিযুক্তির জন্য নতুনভাবে চিন্তা করছি। এছাড়াও তথ্য প্রযুক্তির সুযোগ নিয়ে আমরা টেলিমেডিসিনের প্রসার সাধন করছি। প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মোবাইল ফোন দেয়া হয়েছে এবং সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা টেলি-মেডিসিনের ব্যবস্থা নিয়েছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহণ ছাড়াও ভিডিও কনফারেন্সিং এবং ই-মেইলের মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। অনেক দুর্গম অথবা বিচ্ছিন্ন এলাকা, যেমন চরাঞ্চল অথবা দ্বীপ এলাকায় ইতোমধ্যে মোবাইল মেডিকেল টিম বিভিন্ন উদ্যোগে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। এই ব্যবস্থাকে আরও প্রসারিত করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য।

বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি

১৩৯। বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতিকে আরো জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ০১ জন করে হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক নিয়োগের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। বিকল্প চিকিৎসার মানোন্নয়ন ও আধুনিকায়নে রেজিস্ট্রেশন কাউন্সিল গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। জেলা-উপজেলায় ঔষধি বৃক্ষ রোপণ ও ভেষজ বাগান সৃজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন

১৪০। ইতোমধ্যে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী **'ইউজার ফি** (user fee) **আহরণ নীতিমালা'** প্রণীত হয়েছে এবং **'রোগী কল্যাণ তহবিল নীতিমালা'** প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গত ১ মে ২০১১ তারিখে **জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি** মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে এবং **জাতীয় জনসংখ্যা নীতির** খসড়া মতামতের জন্য ওয়েবসাইটে (website) দেয়া হয়েছে। আমরা আশা করছি এ নীতিমালাটি আগামী অর্থবছরে চূড়ান্ত করতে পারব।

ঔষধশিল্পের উন্নয়ন

১৪১। গত বাজেট বক্তৃতায় আমাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে। **'জাতীয় ঔষধ নীতি, ২০০৫'** হালনাগাদ করা হয়েছে এবং **'ঔষধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৮২'** এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। অত্যাবশ্যক ঔষধের তালিকা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (World Health

Organization, WHO) সর্বশেষ মডেল অনুসরণে হালনাগাদ করা হয়েছে। এছাড়া ঔষধের মান উন্নয়নসহ ঔষধ খাতকে উল্লেখযোগ্য রপ্তানি আয়ের খাতে পরিণত করার লক্ষ্যে ব্যবহারিক ঔষধ প্রস্তুতকরণ বিষয়ক উপকরণ (Active Pharmaceutical Ingredient, API) পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।

১৪২। আমরা এ দেশের প্রতিটি জনগণের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে চাই। এ লক্ষ্য পূরণের জন্য বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীর অনুপাত ১:৩:৫ এ উন্নীত করা প্রয়োজন। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার, বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো থেকে শিক্ষা শেষে প্রতিবছর ৫ হাজার ৮১২ জন চিকিৎসক বেরিয়ে আসছে। অন্যদিকে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বছরে মাত্র ৪ হাজার ৫৩৫ জন নার্স এবং ৬ হাজার ৯৭৫ জন স্বাস্থ্যসেবা কর্মী তৈরি হচ্ছে। কাজেই, চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী অনুপাত কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উন্নীত করতে হলে প্রতিবছর বর্ধিত হারে প্রশিক্ষিত নার্স ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মী তৈরির কোনো বিকল্প নেই।

চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীর অনুপাত

১৪৩। নার্স ও প্যারামেডিক্সের সংখ্যা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১ হাজার ৭৪৭ জন নার্স/সিনিয়র নার্সকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং ৫৩৭টি নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে। ১৮৭ জন নার্সকে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছে। নতুন নির্মিত ১২টি নার্সিং ইনস্টিটিউটে ৩৬০ জন এবং ১টি পোস্ট বেসিক নার্সিং কলেজে ১২০ জন ছাত্র-ছাত্রীর অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া ১টি নতুন নার্সিং কলেজ, ৯টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে উন্নীতকরণ এবং ১০টি নতুন নার্সিং ইনস্টিটিউট নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবাকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬ হাজার ৩৯১ জন স্বাস্থ্য সহকারী এবং ৪০০ জন টেকনোলজিস্ট নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১ হাজার জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৮ হাজার ২৪৫ জন প্যারামেডিক্সসহ বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

নার্স/প্যারামেডিক্সের সংখ্যা ও দক্ষতা বৃদ্ধি

১৪৪। ৭টি সরকারি স্বাস্থ্য সহকারী প্রশিক্ষণ স্কুলের মধ্যে (Medical Assitant Training Schools, MATs) ৪টিকে স্বাস্থ্য সহকারী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে (Medical

নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন

Assistant Training Institute) উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়াও, ১টি পরিবার কল্যাণকর্মী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (Family Welfare Visitor Traininig Institute, FWVTI) এবং খুলনা, ময়মনসিংহ ও সিলেটে ৩টি স্বাস্থ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান (Institute of Health Technology) নির্মাণ করা হয়েছে। সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধে ৮০০টি সেন্টার এবং ৩৫টি এক্সটার্নাল কোয়ালিটি এ্যাস্যুরেন্স সেন্টার (External Quality Assurance Centre) এর মাধ্যমে **'জাতীয় যক্ষ্মা কর্মসূচি'** বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

১৪৫। উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে আগামী ২০১১-১২ অর্থবছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে আমি ৮ হাজার ৮৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

নারী ক্ষমতায়ন ও শিশু কল্যাণ

মাননীয় স্পীকার

১৪৬। রাষ্ট্র ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করা সরকারের একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব। সাংবিধানিক এ দায়িত্বের প্রতি সচেতন থেকে আমরা নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় তাঁদেরকে সম্পৃক্তকরণে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এ লক্ষ্যে **জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১** প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতীয় নারী নীতি

১৪৭। আমি গত বাজেট বক্তৃতায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনার বিষয় উল্লেখ করেছিলাম। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে চলতি অর্থবছরে ৩৪টি জেলায় গ্রামীণ মহিলাদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এছাড়াও সরকার প্রদত্ত সেবা সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি দ্রুত প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীদের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে অন-লাইনে ই-সার্ভিস প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

গ্রামীণ মহিলাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

১৪৮। হাউজ কিপিং, মোবাইল সার্ভিসিং ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষাসহ নতুন নতুন ক্ষেত্রে বিশেষায়িত ট্রেড প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে।

নারীর কর্মক্ষেত্র প্রসার

তৃণমূল পর্যায়ের নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। আশা করছি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীকে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে এ কার্যক্রমসমূহ ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধ

১৪৯। আমরা এ দেশ থেকে শিশু ও নারী নির্যাতন চিরতরে দূর করতে চাই। এ লক্ষ্যে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। আমার বক্তব্যের শুরুতেই উল্লেখ করেছি, এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে **'পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০'** প্রণীত হয়েছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে ঢাকা মেডিকেলসহ অপর ৬টি বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ (DNA) স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আগামী বছর থেকে এর কার্যক্রম দেশব্যাপি সম্প্রসারণ করা হবে।

শিশু কল্যাণ

১৫০। শিশু কল্যাণ ও শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণে আমরা ইতোমধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। পথ শিশুদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগে ৩টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শী নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে গত অর্থবছরে গৃহীত ৩০টি জেলায় শিশুদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দেশের অন্যান্য জেলায় সম্প্রসারণের উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি। সিডর ও আইলা বিধ্বস্ত এলাকায় বসবাসরত শিশু-কিশোরদের পুনর্বাসন কর্মসূচি এবং **কন্যা শিশুদের জন্য সমন্বিত উন্নয়ন** কার্যক্রম আগামী অর্থবছর থেকে বাস্তবায়ন শুরু করব।

দিবাযত্ন কেন্দ্র

১৫১। নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ জন্য প্রয়োজন কর্মজীবী মায়েদের জন্য নারী-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ লক্ষ্যে আমরা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। গত অর্থবছরে নতুন ৭টি সেন্টার চালু করা হয়েছে। আরও ৩টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র চালু করার কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। ইতোমধ্যে বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের অনেক উদ্যোক্তা শ্রমিকদের কল্যাণে দিবাযত্ন কেন্দ্র ও মাতৃ-

ক্লিনিক স্থাপন করেছেন। আমরা আশা করব শ্রমিকরা এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ও দেশের কল্যাণে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে তার প্রতিদানে অচিরেই বাংলাদেশ তৈরি-পোষাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, BGMEA), বাংলাদেশ নীটওয়্যার প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, BKMEA)এবং বাংলাদেশ বস্ত্র কারখানা সমিতিভুক্ত (Bangladesh Textile Mills Association, BTMA) সবকটি প্রতিষ্ঠান এ ধরনের শিশু যত্ন ও মাতৃ-ক্লিনিক স্থাপন করবে। এ ধরনের কার্যক্রমে সরকার সাধ্যমত সহায়তা প্রদান করবে।

১৫২। আমি উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১ হাজার ২৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

সংস্কৃতি

মাননীয় স্পীকার

১৫৩। সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির ইতিহাস, সভ্যতা ও জীবনচর্চার অনন্য এক দর্পণ, যাতে প্রতিফলিত হয় জাতীয় চরিত্র ও পরিচিতি। হাজার বছরের উত্থান-পতনের ধারাবাহিকতায় গড়ে ওঠা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও লালন তাই বর্তমান সরকারের অন্যতম এক অঙ্গীকার। সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি, কূপমন্ডুকতা, কুসংস্কার এবং জঙ্গিবাদ প্রতিরোধের পাশাপাশি আমাদের গৌরবময় উদারনৈতিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

উদার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ

১৫৪। আমি ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় দেশজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচির জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করার প্রস্তাব করেছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল অবহেলিত সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে জনগণকে বিজ্ঞানমনস্ক ও উদার মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা। ইতোমধ্যে এ কার্যক্রমের আওতায় দেশের লুপ্তপ্রায় লোকজ সংস্কৃতির প্রসার, বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা, সংগ্রহ, সংরক্ষণ

দেশজ সংস্কৃতির বিকাশ

ও উন্নয়ন; প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও সংরক্ষণ, আদিবাসী ও উপজাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ; রবীন্দ্র-নজরুল জন্মবার্ষিকী পালন এবং ৬৪টি জেলায় ঋতুভিত্তিক সাংস্কৃতিক মেলা আয়োজন করা হচ্ছে। এ বছর ২৫ বৈশাখ বাংলাদেশ-ভারত সম্মিলিতভাবে দুদেশে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী পালন করেছে। এছাড়া দেশীয় সংস্কৃতি বিকাশের স্বার্থে আমরা দেশে জাতীয় সাংস্কৃতিক কাউন্সিল এবং বিদেশে (কলকাতা, লন্ডন, নিউইয়র্ক) সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের পদক্ষেপ নিয়েছি। শিল্পকলা চত্বরে জাতীয় আর্ট গ্যালারি প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক উদ্যোগ আগামী বছর গ্রহণ করা হবে।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতির বিকাশ

১৫৫। একইভাবে গত অর্থবছরে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার ও বিকাশের জন্য রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার, রাজশাহী, মৌলভীবাজার ও নেত্রকোনার বিরিশিরিতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ এবং কক্সবাজার জেলার রামুতে রাখাইন সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় চিত্রশালা নির্মাণ, হাছন রাজা একাডেমী নির্মাণ, পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন সংগ্রহশালা নির্মাণ এবং ২০ টি জেলার শিল্পকলা একাডেমীসমূহের সংস্কার, সম্প্রসারণ ও সুষমকরণের লক্ষ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

সরকারি গ্রন্থাগার উন্নয়ন

১৫৬। আমি গত দুটি বাজেট ঘোষণায় গ্রন্থাগার স্থাপন এবং সেগুলোতে বই সরবরাহ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলাম। বই পড়ায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সরকারি গণগ্রন্থাগার এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিসহ বই এবং বাদ্যযন্ত্র সরবরাহের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া ৪৫টি জেলায় পাবলিক লাইব্রেরি নির্মাণ কাজ চলছে এবং এর মধ্যে ২৮টি লাইব্রেরির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির জন্য ২০১৪ সাল নাগাদ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইউনিয়ন পরিষদ ভবনসমূহে প্রাথমিক পাঠাগার প্রতিষ্ঠার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও ইতিহাস সংরক্ষণ

১৫৭। প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন খনন ও সংরক্ষণের কার্যক্রম ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে শুরু হয়েছে, যা ২০১৪ সালে সমাপ্ত হবে। এছাড়া, লালবাগ কেল্লার সংস্কার-সংরক্ষণ ও এখানে লাইট এন্ড সাউন্ড শো চালুকরণ এবং

মহাস্থানগড় ও তৎসংলগ্ন প্রাচীন কীর্তির সংস্কার ও সংরক্ষণ, জাতীয় আর্কাইভস ভবন নির্মাণ এবং মূল্যবান নথি সংরক্ষণ, কুমিল্লায় নজরুল ইন্সটিটিউট স্থাপন এবং বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে আমরা বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করতে যাচ্ছি।

১৫৮। ২০১০-১১ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় গৃহীত বিদ্যমান উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের কার্যক্রম অব্যাহত রেখে নতুন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে মোট ২৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব করছি।

ধর্ম

মাননীয় স্পীকার

১৫৯। একটি উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোতে ধর্মীয় সহনশীলতা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি একটি অপরিহার্য উপাদান। আমাদের সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা হচ্ছে ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা যেখানে নিজ নিজ ধর্ম পালনে অবারিত স্বাধীনতা থাকবে, থাকবে পরস্পরের ধর্ম বিশ্বাসে অপার শ্রদ্ধা এবং সহনশীলতা।

হজ্ব ব্যবস্থাপনা

১৬০। আপনারা জানেন, আমরা পবিত্র হজ্বব্রত পালনে দীর্ঘ দিনের অব্যবস্থাপনা ও নৈরাজ্যের অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়েছি। হজ্ব ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে আমাদের সরকারের আমলে প্রণীত হজ্বনীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। জেদ্দার পরিবর্তে পবিত্র মক্কায় হজ্ব কাউন্সিলর অফিস স্থানান্তর করে হজ্বব্রত পালনকারীদের সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। হজ্ব এজেন্সী তদারকি, দক্ষতার সাথে হজ্ব ফ্লাইট পরিচালনা সর্বোপরি হজ্ব ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের ফলে ২০১০-১১ অর্থবছরে মোট ৯০ হাজার ৬৯৬ জন হজ্বব্রত পালন করেছেন, যা এ যাবৎ কালের মধ্যে সর্বাধিক। আমাদের প্রত্যাশা আগামী বছরে এ সংখ্যা ১ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে।

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম

১৬১। মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ধর্মীয় ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। চলতি বছর ৪২ হাজার ২৮টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১২

লক্ষ ৬০ হাজার শিক্ষার্থীকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, ৩৮ হাজার বয়স্ক ব্যক্তিকে গণশিক্ষা এবং ৮ লক্ষ ৪০ হাজার শিশু-কিশোরকে কুরআন শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

১৬২। আমি বিশ্বাস করি - ধর্মান্ধতা, জঙ্গিবাদ, সামাজিক অবক্ষয় এবং অনাচারের বিরুদ্ধে ধর্মীয় নেতারা পালন করতে পারেন অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

ইমাম প্রশিক্ষণ

তাই ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এ কার্যক্রমে ৩ হাজার ২ শত ইমামকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সকল ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

১৬৩। খৃষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন সংশোধন করে এ ট্রাস্টের ফান্ড ১ কোটি টাকা থেকে ৫ কোটি টাকায় উন্নীত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

সংখ্যালঘু ও স্বল্প সুবিধাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়

মাননীয় স্পীকার

১৬৪। বাংলাদেশে সেরকম কোন আদিবাসী গোষ্ঠী নেই। বহিরাগতরা বাংলার পেলব মাটিতে আদিবাসীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি যৌগিক জাতি গঠন করেছে। তবে এখানে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী আগমন করেছে ও তাদের স্বকীয়তা বজায় রেখে অবস্থান নিয়েছে। চাকমা, গারো, মনিপুরি, সাঁওতাল, রাজবংশী এরা সবাই

নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির বিকাশ ও লালন

এখানকার ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী। তারা এদেশের সংস্কৃতি ও চরিত্র সমৃদ্ধিতে ব্যাপক অবদান রাখছে। তাই তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশ আমাদের একটি মূল্যবান দায়িত্ব। একইসাথে রাষ্ট্র ও সমাজের মূল স্রোতধারায় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে তাদের শিক্ষা ও চাকুরি লাভের সুযোগ সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। পিছিয়ে পড়া এ জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদানে আমাদের সরকারের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

১৬৫। আমরা অঞ্চলভিত্তিক নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর

ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতি বিকাশ ও লালনে এ অঞ্চলের ৪টি জেলায় বিশেষ উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া দেশের সমতল ভূমির ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিকগোষ্ঠীর জীবন, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৪টি উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

১৬৬। আমাদের সরকার দেশের সকল অঞ্চলের উন্নয়নকে সমগুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। পার্বত্য শান্তি চুক্তির পর এ অঞ্চলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের যে বাতাবরণ তৈরি হয়েছে আমরা তা আরো সুসংহত করতে চাই। পাহাড়ি জনপদে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের কাজ আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ করার লক্ষ্যে ছোট ছোট ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করছি, পার্বত্য এলাকায় গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের সুফল এ এলাকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করবে। এছাড়াও গেল বারে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে গারো অধ্যুষিত ৪টি জেলার ৬টি উপজেলায় ১ হাজার ৪৭৪ জন গারো সদস্যের মাঝে বিভিন্ন সম্পদ হস্তান্তর করা হয়েছে। ধাঙড় সম্প্রদায় আমাদের সমাজে সবচাইতে অবহেলিত অংশগুলোর একটি। অথচ আমাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার পেছনে তাঁদের ভূমিকা অপরিহার্য। আমি ধাঙড় সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্যা সমাধানকল্পে কলোনি স্থাপনের জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন

যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন

মাননীয় স্পীকার

১৬৭। সৃজনশীল ও অদম্য প্রাণশক্তির অধিকারী যুব সমাজ আমাদের দেশের উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হতে পারে। এ জন্য প্রয়োজন তাদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা যুবসমাজকে কার্যকরভাবে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। দেশ ও বিদেশের শ্রমবাজারে প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৭ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬০০ জন যুব ও যুব মহিলার দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

যুব উন্নয়ন

একইসাথে প্রশিক্ষিত যুবাদের আত্ম-কর্মসংস্থানে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সহজ শর্তে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

১৬৮। আমি ইতঃপূর্বে আমাদের প্রবর্তিত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির অগ্রগতি সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করেছি। শিক্ষিত যুব সমাজের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এ কর্মসূচির আওতা বাড়ানোর পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ২০১১-১২ অর্থবছরে রংপুর বিভাগের কুড়িগ্রাম ব্যতীত অন্যান্য সকল জেলার ১টি করে উপজেলায় এ কর্মসূচি আমরা বাস্তবায়ন করব।

১৬৯। আপনারা জানেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (International Cricket Council, ICC) বাংলাদেশকে সহ-আয়োজক দেশ হিসেবে **ক্রিকেট বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান** ও ২টি ভেন্যুতে ৮টি খেলা আয়োজনের দায়িত্ব প্রদান করে। আমাদের সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জের ক্রিকেট স্টেডিয়ামসমূহকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে

ক্রীড়া অবকাঠামো উন্নয়ন

অবকাঠামোগত সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। ফলে অত্যন্ত সফল ও সুচারুভাবে এ ক্রীড়া মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। প্রশংসা পেয়েছি বিশ্বের কাছ থেকে। আমরা এ অর্জন ধরে রেখে ক্রীড়াঙ্গনের সকল ক্ষেত্রে এর সুফল পৌঁছে দিতে চাই। ক্রিকেটের পাশাপাশি ফুটবলের উন্নয়নে সিলেটে অবস্থিত বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির (বিকেএসপি) দায়িত্ব বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনকে দেয়া হয়েছে। তারা ফুটবল একাডেমী সৃজনসহ ফুটবল খেলার প্রসার ও মানোন্নয়নে মনোনিবেশ করেছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ

মাননীয় স্পীকার

১৭০। গত বাজেটে আমি ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় আমাদের নেয়া বিভিন্ন কর্মসূচির একটা তালিকা এই মহান সংসদে উপস্থাপন করেছিলাম। একটু আগেই আমাদের সাফল্যের একটা ফিরিস্তিও আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। এবার এ খাতে আমাদের অন্যান্য কর্মসূচিগুলোর বিষয়ে আলোচনা করব। এর পাশাপাশি **'ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা'** নামে একটি প্রতিবেদন আমি এই মহান

সংসদে পেশ করছি। এই প্রতিবেদন থেকে জাতি আমাদের প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে আমাদের নেয়া বিভিন্ন কর্মসূচি, এর অগ্রগতি এবং আগামী দিনের পরিকল্পনাগুলো জানতে পারবে।

টেলিযোগাযোগ

১৭১। গত দু'টি বাজেট বক্তৃতায় আমি অঙ্গীকার করেছিলাম আমরা টেলিফোন ও ইন্টারনেটের আওতা সম্প্রসারণ করব এবং এ সংক্রান্ত সেবার মূল্য হ্রাস করবো। আমি আনন্দের সাথে এ মহান সংসদকে জানাচ্ছি যে, সারাদেশে মিনিট প্রতি কল রেট ৩০ পয়সায় নেমে এসেছে। আন্তর্জাতিক ইনকামিং কলরেটও ৪ মার্কিন সেন্ট থেকে ৩ মার্কিন সেন্ট এ নামিয়ে আনা হয়েছে। প্রাপ্যতা সাপেক্ষে ঢাকার বাইরে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হয়েছে। ফলে গত দুই বছরে টেলিডেনসিটি ৩২ শতাংশ থেকে ৩৫ শতাংশে এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি ৩.২ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

টেলিফোন ও ইন্টারনেটের আওতা সম্প্রসারণ

ডিজিটাল অবকাঠামো

১৭২। সারাদেশে ডিজিটাল অবকাঠামো নির্মাণে আমরা এগিয়ে চলেছি। দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল-এর সাথে বাংলাদেশকে সংযুক্ত করার প্রক্রিয়া অনেক দূর এগিয়েছে। এ সংক্রান্ত নীতিমালা ব্যাপক পরামর্শের মাধ্যমে প্রায় চূড়ান্ত করে আনা হয়েছে। এ কার্যক্রমটির সাথে আমরা বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করার চিন্তা-ভাবনা করছি। ইতোমধ্যে দেশের সকল উপজেলাকে মোবাইল ইন্টারনেটের আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের (Internet Service Provider, ISP) সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮২-তে।

দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল

১৭৩। ডায়ালআপ ইন্টারনেটের আওতায় ৪৮২টি উপজেলার মধ্যে ৪৭৫টি উপজেলাকে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদানের আওতায় আনা হয়েছে। একই সাথে ৭টি বিভাগের ৫৬টি জেলা ও ৫৭টি উপজেলাকে ব্রডব্যান্ড (broadband) ইন্টারনেট সুবিধা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো

ইন্টারনেট

নির্মাণ এ অর্থবছরেই শেষ হবে। ১ হাজার ইউনিয়নকে অপটিক্যাল ফাইবার (optical fiber) এর আওতায় আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সারাদেশে ১ হাজার ৪৫০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে ৪৭০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপনের এ কাজ সম্পন্ন হলে সারাদেশে ইন্টারনেট যোগাযোগের গতি বৃদ্ধি পাবে। বিদ্যমান অপটিক্যাল ফাইবার লিংক-এর সাথে বাংলাদেশ পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি (Power Grid Company of Bangladesh, PGCB)-এর অপটিক্যাল ফাইবারের সংযুক্তি স্থাপন করা হয়েছে। ব্যান্ডউইডথ ক্যাপাসিটি (Bandwidth Capacity) প্রতি সেকেন্ডে ৭.৫ গিগাবাইট (Gygabite per second,Gbps) থেকে ৪৪.৬ গিগাবাইট (Gbps)-এ উন্নীত করা হয়েছে এবং তা ক্রমান্বয়ে ১৪০ গিগাবাইট (Gbps)-এ নিয়ে যাবার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। বিভাগীয় শহরের বাইরের কয়েকটি জেলা শহরকেও দ্রুত গতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সার্ভিস লাইনের (Asymmetric Digital Subscriber Line, ADSL) আওতায় আনা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৩ হাজার ৫০০টি দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সার্ভিস লাইন চালু করা হয়েছে।

১৭৪। একই সাথে ওয়াইম্যাক্স (Worldwide Interoperability Microwave Access, WiMAX)-এর উন্নয়ন কাজ চলছে। গ্রাম পর্যায়ে তারবিহীন (wireless) ব্রডব্যান্ড সুবিধা পৌঁছে দেবার জন্য ওয়াইম্যাক্স (WiMAX) সুবিধা বিশেষ ভূমিকা রাখবে। ইউনিয়ন পরিষদের পাশাপাশি ৮ হাজার গ্রামীণ পোস্ট অফিসে ই-সেন্টার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। এক গবেষণা অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ৩২ শতাংশ খানা ইন্টারনেট ব্যবহার করবে। কর্মসংস্থান হবে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের। আর জাতীয় উৎপাদে (Gross Domestic Product, GDP) এ খাতের অবদান দাঁড়াবে ২.৬ শতাংশে।

১৭৫। সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ কাঠামো। জন সার্কিট সুইচ নির্ভর নেটওয়ার্ক (Public Switch Telephone Network, PSTN) সেবা প্রদানকারী কোম্পানির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২টি। মোবাইল ফোন অপারেটরের সংখ্যা ৬টিতে উন্নীত হয়েছে। সাবমেরিন ক্যাবল ও উপগ্রহের মাধ্যমে সারাবিশ্বে তথ্য আদান-প্রদান হচ্ছে

আন্তর্জাতিক প্রবেশদ্বার (International Gateway, IGW), আন্ত:সংযোগ এক্সচেঞ্জ (Interconnection Exchange, ICX) ও আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট প্রবেশপথ (International Internet Gateway, IIG) প্রদানকারী কোম্পানিসমূহের মাধ্যমে। সরকারি মালিকানাধীন বাংলাদেশ টেলিফোন কোম্পানি লিমিটেডসহ (Bangladesh Telecommunication Company Limited, BTCL) মোট ৭টি কোম্পানিকে এসব আন্তর্জাতিক প্রবেশপথ ও আন্ত:সংযোগ এক্সচেঞ্জ পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ফাইবার এট হোম (Fiber @ Home) এবং সামিট টেলি-কমিউনিকেশন লিমিটেড (Summit Tele-communication Limited) নামে দুটি প্রতিষ্ঠান ফাইবার অপটিক সংযোগ বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে। দ্রুত গতিতে এই সংযোগ প্রক্রিয়ার কাজ চলছে।

তথ্য প্রযুক্তি সেবা

মাননীয় স্পীকার

জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা

১৭৬। আমরা আমাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা প্রণয়ন (National ICT Policy) করেছি। এই নীতিমালার আওতায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৩০৬টি করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলোর অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হচ্ছে এবং মূল্যায়নের ভিত্তিতে এ কর্মকান্ডকে হালনাগাদ করা হচ্ছে।

সরকারি ক্রয়কার্যে আইসিটি’র প্রয়োগ

১৭৭। আমরা সরকারি কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে চাই। এ লক্ষ্যে সকল সরকারি দপ্তরকে একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনার কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। প্রাথমিক পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সরকারি ক্রয়ে ই-জিপি (Electronic Government Procurement. e-GP) পদ্ধতি প্রবর্তনের কার্যক্রম দ্রুত এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে ই-জিপি সিস্টেমের (e-GP System) ওয়েব পোর্টাল (web-portal)

তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। ২০১১ সালের মধ্যে আমরা ই-টেন্ডারিং (e-Tendering) ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ক্রমান্বয়ে সবকটি সরকারি দপ্তরকে ই-জিপি (e-GP) এর আওতায় নিয়ে আসব। এখানে উল্লেখ করা প্রাসংগিক হবে যে, ইন্টারনেটনির্ভর ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (Web-based Software Procurement Management Information System, PROMIS) মাধ্যমে আমরা এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান কতটা পালিত হচ্ছে তা পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা নিয়েছি (procurement compliance monitoring) এবং এ কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নের জন্য ৬৪ জেলায় প্রায় ৩০৮টি স্থানে হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার স্থাপন করে এগুলোতে ইন্টারনেট সংযোগ (internet connectivity) প্রদান করেছি।

১৭৮। মাঠ প্রশাসনের কাজে গতিশীলতা আনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালুর জন্য ক্যাবল স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কাজ চলছে। বাংলাভাষা ব্যবহার সম্প্রসারণের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়গুলোতে ইউনিকোড সফটওয়ার **(unicode software)** ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও বাংলাভাষায় ওয়েবসাইট-এর বিষয়বস্তু উন্নয়ন **(content develop)** করার জন্য সবক'টি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হবে।

ই-কমার্স

১৭৯। আমরা আমাদের ঘোষণা অনুযায়ী ২০১২ সালের মধ্যেই ই-কমার্স (e-Commerce) চালু করতে সক্ষম হবো বলে আমি আশা করছি। এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্যের প্রথম দিকে ইতোমধ্যে আমাদের অর্জন উল্লেখ করেছি। ডিজিটাল ই-কমার্স চালু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনী ও বিধিগত কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ৬টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফাইড অথরিটি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য অবকাঠামো

১৮০। আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরগুলোতে টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ককে উন্নয়নের লক্ষ্যে ডেভেলপার নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং ইতোমধ্যে এই পার্কে সম্ভাব্য

বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। দক্ষিণ এশীয় উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্পর্কিত ইনফরমেশন হাইওয়েতেও আমাদের প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হওয়ার কাজ এগিয়ে চলেছে।

বিজ্ঞানচর্চা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি

১৮১। কম্পিউটার প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী তৈরির লক্ষ্যে দেশের ৭১টি সরকারি/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বিভিন্ন কোর্স চালু করা হয়েছে। প্রতিবছর এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ৯ হাজার ৪০০ জন শিক্ষার্থী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করছে। ১ হাজার ৪০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ৬টি বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্যদের নিবিড় প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় আইসিটি ইন্টার্নশীপ (internship) কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম পুরোদমে এগিয়ে চলছে।

শিল্প ও বাণিজ্য

শিল্পায়ন

মাননীয় স্পীকার

জাতীয় শিল্পনীতি

১৮২। গত বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলাম আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে ২০২১ সাল নাগাদ দেশে একটি শক্তিশালী শিল্পখাত গড়ে তুলতে চাই, যেখানে জাতীয় আয়ে শিল্পখাতের অবদান ৪০ শতাংশে এবং এখাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তি ২৫ শতাংশে উন্নীত হবে। আমাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইতোমধ্যে **'জাতীয় শিল্পনীতি, ২০১০'** প্রণয়ন করা হয়েছে। এ শিল্পনীতির লক্ষ্য হল অর্থনীতির আধুনিকায়ন, কাঠামোগত রূপান্তর, অর্থনৈতিক ভিত্তির বৈচিত্রায়ন, ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা অর্জন ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসার এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

১৮৩। শিল্পনীতির আওতায় আমরা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহকে চিহ্নিত করেছি। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, পোশাক ও নিটওয়্যার, জাহাজ নির্মাণ ও বাংলাদেশের নিজস্ব মার্চেন্ট ফ্লিটের পরিবর্ধন, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্মাসিউটিক্যালস্, পাটজাত ও চামড়াজাত পণ্য, খেলনা ও আসবাবপত্র শিল্পসমূহকে শুল্ক/কর অব্যাহতি, দ্বৈতকর হতে অব্যাহতি, হ্রাসকৃত হারে করারোপ ও নগদ প্রণোদনা আকারে বিশেষ সুবিধা ও ঝুঁকি তহবিল প্রদান করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে ১০ শতাংশ, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ পণ্য রপ্তানিতে ২০ শতাংশ ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে ১৫ শতাংশ নগদ প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে।

উদ্দীপ্ত ও গতিশীল ব্যক্তিখাত

১৮৪। আমরা আশা করি, বাংলাদেশে শিল্পখাতের নিয়ামক হবে একটি উদ্দীপ্ত ও গতিশীল বেসরকারি খাত। বেসরকারি খাতের দক্ষতা ও গতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকার সহায়ক এবং তদারকিমূলক ভূমিকা পালন করবে। অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে থাকবে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব।

ব্যক্তিখাত বিকাশে সরকারের সহায়ক ভূমিকা

১৮৫। গত অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতার সূত্র ধরে আমি আবারও উল্লেখ করতে চাই, নতুন শিল্প স্থাপন ও বিদ্যমান শিল্পসমূহের পুনর্বাসনসহ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পখাতে চলতি ও মেয়াদি ঋণ বিতরণ আমরা অব্যাহত রেখেছি। ৩১ মার্চ ২০১১ পর্যন্ত শিল্পখাতে বিতরণকৃত এবং আদায়কৃত মোট ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় যথাক্রমে ২৭ শতাংশ ও ৩৩ শতাংশ বেশি।

মন্দাকালীন প্রণোদনার সুফল

১৮৬। সরকার বিশ্বমন্দার সময়ে রপ্তানিমুখী শিল্পকে প্রণোদনা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা আমি ইতঃপূর্বে এই মহান সংসদে উল্লেখ করেছি। সরকারের এই সফল পদক্ষেপের ফলে শিল্পখাতে বিনিয়োগ দ্রুতগতিতে বাড়তে শুরু করে। উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির এই ধারা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে আমাদের রপ্তানিমুখী শিল্পও তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। ৩১ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণে প্রায় ৩০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এবং মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি (মোট আমদানির ৫৪ শতাংশ) হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরের জুলাই থেকে এপ্রিল পর্যন্ত

তৈরি পোশাক, কাঁচাপাট ও পাটজাত দ্রব্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য এবং হিমায়িত খাদ্য রপ্তানি ৪০ শতাংশের বেশি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের বস্ত্রখাতে বিশেষ করে পোশাক শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুতা ও কাপড় বাজারে বর্তমানে কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এই বিষয়টির দিকে তীক্ষ্ণ নজরদারি বহাল রেখেছি এবং উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে আমরা বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ এখন আলু রপ্তানিতে একটি বিশেষ অবস্থান সৃষ্টি করেছে। বর্তমান অর্থবছরে আলু রপ্তানিতে আমরা ১০ শতাংশ নগদ সহায়তা দিয়েছি। আগামী অর্থবছরে এ খাতে নগদ সহায়তার পরিমাণ ২০ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

১৮৭। ঢাকা মহানগরীর হাজারীবাগসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ট্যানারি শিল্প-কারখানাসমূহকে স্থানান্তরের লক্ষ্যে সাভার ও কেরানীগঞ্জ উপজেলার ধলেশ্বরী নদীর তীরে নির্মিতব্য ২০০ একর আয়তন বিশিষ্ট চামড়া শিল্প নগরীর কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি), ডাম্পিং ইয়ার্ড ও কেন্দ্রীয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে বলে গত বাজেটে উল্লেখ করেছিলাম। জুন, ২০১২ নাগাদ চামড়া শিল্পনগরী স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ১৫৪ টি শিল্প ইউনিট/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে শিল্প নগরীর সবকটি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় একটি ঔষধশিল্প পার্ক স্থাপনের কাজ চলছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে।

পরিবেশ-বান্ধব শিল্পায়ন

১৮৮। আমাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী বিএসটিআইকে (Bangladesh Standards and Testing Institute, BSTI) শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিএসটিআই ল্যাবসমূহ আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। সিলেট ও বরিশাল বিভাগের পর সরকার বিএসটিআই'র কার্যক্রম দেশব্যাপী সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৫টি জেলা ফরিদপুর, কুমিল্লা, রংপুর, কক্সবাজার ও ময়মনসিংহে বিএসটিআই-এর পূর্ণাঙ্গ অফিস স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

বিএসটিআই শক্তিশালীকরণ

মাননীয় স্পীকার

১৮৯। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে পাটশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অতীতে বাংলাদেশের সোনালি আঁশ পাট বাংলার কৃষকের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। বিগত কয়েক দশক যাবত বিশ্বব্যাপী পাটের বিকল্প হিসেবে স্বল্পমূল্যের কৃত্রিম আঁশ ও সিনথেটিক দ্রব্যের আবির্ভাবের কারণে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা হ্রাস পায়। কৃত্রিম আঁশ ও সিনথেটিক দ্রব্যাদি পরিবেশ-বান্ধব না হওয়ায় বর্তমান বিশ্বে পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির কদর ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বছর প্রথমবারের মত সিরিয়া, সুদান ও তুরস্কে কাঁচাপাট এবং পাটজাত পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। আমি ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি, আমরা পণ্যে **'পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০'** প্রণয়ন করেছি। আশা করছি, এর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশ-বান্ধব পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বাড়বে।

পাট খাতের উন্নয়ন

১৯০। দেশের পাটখাতকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) একটি সম্মত ব্যবসায়িক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর আওতায় সরকার বিজেএমসির অতীতের ২ হাজার ৩৯৬ কোটি টাকা দায়-দেনার দায়িত্ব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাট ক্রয়ের জন্য ২০০ কোটি টাকা এবং পুনঃঅর্থায়নের জন্য ৫০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। বিজেএমসিকে একটি হোল্ডিং কোম্পানিতে রূপান্তরের মাধ্যমে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বন্ধ কওমী ও পিপলস্ জুটমিলস্ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে যথাক্রমে জাতীয় জুট মিলস লিমিটেড ও খালিশপুর জুট মিলস নামে পুনরায় চালু করার জন্য ১০৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। জুন, ২০১০ পর্যন্ত বিজেএমসি'র চালু ও বন্ধ মিলগুলোর বকেয়া পাটের বিল, মজুরি, অবসর গ্রহণকারী জনবলের আর্থিক সুবিধাদি এবং ভান্ডার, বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে দেনা মোট ৩৬৪ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা সরকারি তহবিল থেকে পরিশোধে সরকার সম্মত হয়েছে। আমি আশা করছি, বিজেএমসি **'ব্যবসায়িক কর্মপরিকল্পনা'** অনুযায়ী পরিচালিত হবে। অতীতের লোকসান থেকে বেরিয়ে এসে পরিণত হবে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে। পাটখাত ফিরে পাবে তার হারানো গৌরব।

বিজেএমসির দায়-দেনা গ্রহণ

১৯১। আমরা মনে করি, পর্যটন শিল্পের বিকাশ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে। দেশের পর্যটন শিল্প ও সেবার সার্বিক উন্নয়ন, পরিচালনা ও বিকাশের লক্ষ্যে **'বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন, ২০১০'** প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীনে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড নামে একটি নতুন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছি। নবগঠিত এ সংস্থাটি ইতোমধ্যে বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণসমূহের ব্যাপক প্রচারের জন্য নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

পর্যটন শিল্পের বিকাশ

১৯২। পর্যটন সম্ভাবনাময় এলাকা চিহ্নিতকরণ ও সংরক্ষণ, বিশেষ পর্যটন অঞ্চল ঘোষণা, এসব অঞ্চলে দেশি/বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং পর্যটন সংরক্ষিত এলাকায় অপরিকল্পিত স্থাপনা নির্মাণ ও কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণকল্পে আমরা **'বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন আইন, ২০১০'** প্রণয়ন করেছি। ১৯৯২ সালে প্রণীত জাতীয় পর্যটন নীতিমালা যুগোপযোগী করে **'বাংলাদেশ পর্যটন নীতিমালা ২০১০'** জারি করেছি। এছাড়া পর্যটন শিল্পের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে আমরা ২০১১ সালকে **'পর্যটন বর্ষ'** হিসেবে উদযাপন এবং আগামী বছর জানুয়ারি মাসে সার্ক ট্যুরিজম মার্ট আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এছাড়া নতুন নতুন পর্যটন আকর্ষণ নির্মাণের ধারাবাহিকতায় টুংগীপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধি-সৌধ সংলগ্ন এলাকায় একটি আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি।

১৯৩। গত অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতার সূত্র ধরে আমি আবারও উল্লেখ করতে চাই – রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের মানোন্নয়নে আমরা আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি। আমাদের ব্যক্তিমালিকানা খাত সম্বন্ধে আমি বলবো যে, বাজার অর্থনীতিতে যে কোনো খাতে নতুন ফার্ম আসবে এবং পুরাতন ফার্ম যারা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না তারা বেরিয়ে যাবে এটাই নিয়ম। তবে, আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত অনেক কারণেই একটি ফার্ম অসম প্রতিযোগিতার শিকার হয়ে রুগ্ন হয়ে পড়তে পারে। সেদিকে খেয়াল রেখে আমরা ইতোমধ্যে বিভিন্ন খাতের বিশেষ করে হিমায়িত খাদ্য, তৈরি পোশাক শিল্প ও টেক্সটাইল খাতের মোট ১ হাজার ৫৮৫টি রুগ্ন শিল্পের ঋণ অবসায়ন, ব্যাংক দায়-পরিশোধ, সুদ মওকুফ অথবা সুদ

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের মানোন্নয়ন

ভর্তুকি বাবদ মোট ২ হাজার ৫৯০ কোটি টাকা আর্থিক সুবিধা প্রদান করেছি। তবে, আমাদের এও মনে রাখতে হবে যে, এ ধরনের সহায়তা বিরূপ বাছাই (adverse selection) ও নৈতিক ঝুঁকি (moral hazard)-এর জন্ম দেয়। এজন্য চিরতরে রুগ্নশিল্প সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা একটি আইনি কাঠামো গঠনে উদ্যোগী হয়েছি। একই সঙ্গে আমি বলবো যে, আমাদের ব্যক্তিমালিকানা খাত খুব বেশিভাবে সরকার মুখাপেক্ষী। তাদের মনে রাখতে হবে যে, পরিবর্তনশীল বিশ্বে বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য উদ্ভাবনী ধারণা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং চাহিদামাফিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দ্রুত পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বক্ষেত্রে প্রণোদনা বা সহায়তার আবেদন সব সময় ফলপ্রসূ হয় না এবং যথাযথ নয়।

১৯৪। চালু শিল্প কারখানাসমূহকে সংস্কার করে উৎপাদনমুখী করার জন্য বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের (Bangladesh Chemical Industries Corporation, BCIC) নিয়ন্ত্রণাধীন ৪টি কারখানার সামঞ্জস্যকরণ, আধুনিকায়ন, পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ (Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion, BMRE) চলছে। এর ফলে কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে এবং কারখানার আয়ুষ্কাল বৃদ্ধিসহ পরিবেশ দূষণ হ্রাস পাবে। এছাড়াও বিসিআইসি'র মালিকানাধীন বিভিন্ন অব্যবহৃত জায়গায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে (Public Private Partnership, PPP) মাঝারি শ্রেণীর শিল্প ইউনিট স্থাপনের উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি।

১৯৫। ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু সম্ভাবনাময় সফট্ওয়্যার শিল্প এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রকল্পে বিনিয়োগ উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে ২০০০-০১ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটে প্রাথমিকভাবে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে সমমূলধন ও উদ্যোক্তা তহবিল

সমমূলধন ও উদ্যোক্তা তহবিল

(Equity and Entrepreneurship Fund, EEF) গঠন করা হয়। এ পর্যন্ত বিভিন্ন বছরের বাজেটে ইইএফ বাবদ বরাদ্দ করা হয়েছে ২ হাজার ১০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ছাড় হয়েছে ১ হাজার ২২৫ কোটি টাকা। এ তহবিলের আওতায় স্থাপিত প্রকল্পসমূহ দেশের কৃষিখাতের ও শিল্পায়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে। ইইএফ সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলোতে ১৬ হাজার লোকের স্থায়ী ও মৌসুমী কর্মসংস্থানের

সৃষ্টি হয়েছে। ইইএফ-এর আওতায় এ পর্যন্ত কৃষিখাতে ৬৮৭টি এবং আইসিটি খাতে ৪৭টি প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়েছে। প্রকল্পগুলোর অনুকূলে মঞ্জুরিকৃত ইইএফ সহায়তার পরিমাণ ১ হাজার ৪০২ কোটি টাকা। মঞ্জুরিকৃত এ অর্থের মধ্যে ১৩ এপ্রিল, ২০১১ পর্যন্ত কৃষিখাতে ২৪৮টি এবং আইসিটি খাতে ৩৬টি প্রকল্পের অনুকূলে প্রায় ৫৮০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে রেশম, ফুল ও লতাপাতা শিল্পকে সমমূলধন ও উদ্যোক্তা তহবিলের আওতায় আনা হবে।

১৯৬। সরকার রপ্তানি ও স্থানীয় বাজারমুখী শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকারের ঘোষিত অঙ্গীকারে দেশীয় শিল্পের সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণসহ দেশীয় উদ্যোক্তা এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে **'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন-২০১০'** প্রণীত হয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং শীঘ্রই এ সংক্রান্ত আইন ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হবে। অর্থনৈতিক জোন একদিকে পশ্চাৎপদ এলাকা অন্যদিকে শিল্প সম্ভাবনাময় এলাকাকে শিল্পে বা কৃষিতে বিকশিত করবে। একইসাথে অর্থনৈতিক অঞ্চল, ইপিজেড বা বিসিক শিল্প নগরী/পার্ক প্রতিষ্ঠা সমন্বিত উন্নয়ন ধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ কারণে এখন থেকে 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন-২০১০' এর আওতায় শুধুমাত্র অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠা করা হবে। সে প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক জোনে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, যোগাযোগ এবং জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। এলাকা নির্ধারণের কাজটি অতিসত্ত্বর সম্পন্ন হবে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার (land use planning) জন্য এ কাজটিতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। আগামীতে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন নির্ধারিত এলাকার উন্নয়ন হবে। বর্তমান ইপিজেড বা বিসিক শিল্প এস্টেট বহাল থাকবে তবে প্রচলিত সুযোগ-সুবিধা পেতে হলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেখানে সব প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদনে যেতে হবে।

অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই)

মাননীয় স্পীকার

এসএমই খাতে ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ও পুনঃঅর্থায়ন

১৯৭। আমি গত বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলাম, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (Small and Medium Enterprises, SME) খাতকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম এজেন্ডা হিসেবে বিবেচনায় এনে ২০১০ সালে প্রথমবারের মতো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ২৩ হাজার ৯৯৫ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং মহিলা উদ্যোক্তাভিত্তিক ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এসএমই পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের ৩টি তহবিল হতে ৩০ এপ্রিল, ২০১১ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ১ হাজার ৮০৬ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে, যাতে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১৯ হাজার ৩৩৯ জন। উক্ত তহবিলসমূহ হতে ১২০ কোটি টাকার একটি তহবিল মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য নির্ধারণ করে ১৮৩ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে, যার সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২ হাজার ৫৫৪ জন।

নারীবান্ধব এসএমই কার্যক্রম

১৯৮। এসএমই ফাউন্ডেশন সহজশর্তে এবং স্বল্পসুদে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ক্রেডিট হোলসেলিং প্রোগ্রাম (Credit Wholesaling Programme) চালু করেছে। কেবলমাত্র নারী উদ্যোক্তাদের জন্য এ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে **'গুণবতী'** নামে একটি বিশেষ ঋণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি করে মোট ৭১টি এসএমই হেল্পলাইন সেন্টার স্থাপনে এসএমই ফাউন্ডেশন বিশেষ সহায়তা প্রদান করেছে। নতুন **'শিল্পনীতি, ২০১০'**-এর আলোকে এসএমই নীতি-কৌশলের আধুনিকীকরণ করার উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি।

বিসিক শিল্পনগরী

১৯৯। বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে অবকাঠামো সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation, BSCIC) দেশব্যাপী এ পর্যন্ত মোট ৭৪টি শিল্প

নগরী স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত শিল্প নগরীসমূহে স্থাপিত ৩ হাজার ৯৮৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ৭৭৪টি রপ্তানিমুখী শিল্প। শিল্প নগরীসমূহে অবস্থিত শিল্প ইউনিটগুলোতে গত ২০০৯-১০ অর্থবছরে ২৭ হাজার ৩৬১ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ১৫ হাজার ২০৪ কোটি টাকার রপ্তানি পণ্য ।

বাণিজ্য

মাননীয় স্পীকার

বাণিজ্য সম্প্রসারণ

২০০। আমি গত বাজেটে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ব্যবসা করার ব্যয় (Cost of Doing Business) হ্রাসে পদক্ষেপ গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিলাম। ব্যবসা করার ব্যয় কমিয়ে আনার লক্ষ্যে (১) ভূমি রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও পাইলটভিত্তিতে অটোমেশন; (২) ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ডপত্র প্রণয়ন ও সংরক্ষণ এবং নিবন্ধন চালুকরণ; (৩) বাণিজ্যিক বিরোধ নিরসন ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর ঋণখেলাপী সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে হাইকোর্টে নিবেদিত বেঞ্চ স্থাপন; (৪) অগ্রিম ডিক্লারেশন এবং কার্গো ক্লিয়ারেন্স-এর লক্ষ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্ক হিসাবের জন্য সকল ইউনিটে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার; (৫) বিচার ব্যবস্থাকে অটোমেশনের আওতায় আনা; (৬) নির্মাণ কর্মকান্ডে বিভিন্ন ছাড়পত্র গ্রহণের সুবিধার্থে ওয়ান স্টপ সেবা কেন্দ্র (One-stop Service Centre) স্থাপন এবং (৭) ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে প্রদেয় সরকারের সব ধরণের প্রাপ্তি মোবাইল ফোন এবং অনলাইনে জমা প্রদানের ব্যবস্থাকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করে আমরা এসব ক্ষেত্রে কার্যক্রম শুরু করেছি। আমি আশাবাদী যে, এ সকল সংস্কার বাস্তবায়িত হলে ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া সহজতর হবে এবং ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

ব্যবসা ও বিনিয়োগ কার্যক্রমের অটোমেশন

২০১। ব্যবসা ও বিনিয়োগ কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্যাবলী যাতে একটি একক ওয়েব সাইটে পাওয়া যায় তা নিশ্চিতকরণের জন্য একটি **জাতীয় ট্রেড পোর্টাল** স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর পাশাপাশি দেশীয় এবং

আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন পণ্যের প্রতিদিনের তথ্য সংগ্রহের জন্য ট্যারিফ কমিশন ও রয়টার-এর মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে জিএসপি (Generalized System of Preference, GSP) সুবিধা সংক্রান্ত কার্যাবলী অটোমেশনের আওতায় আনার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। বর্তমান সরকারের ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের প্রক্রিয়ায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল অফিস হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং এর কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে কোম্পানি নিবন্ধনের কাজ চার ঘন্টার মধ্যে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

আঞ্চলিক বাণিজ্য

২০২। বিভিন্ন আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক পর্যায়ে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের ফলে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাফটা (South Asian Free Trade Agreement, SAFTA)-এর আওতায় উন্নয়নশীল দেশসমূহ সেনসেটিভ লিস্ট বহির্ভূত সব পণ্যের শুল্কহার ০-৫ শতাংশে নামিয়ে এনেছে। সার্ক অঞ্চলে অর্থনৈতিক সহযোগিতা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সাটিস (SAARC Agreement on Trade in Services, SATIS) চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। আপটা (Aisa-Pacific Trade Agreement, APTA) চুক্তির অধীনে চীন বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশের ৮৩টি পণ্যের শতভাগ ও দক্ষিণ কোরিয়া ১৩৯টি পণ্যের শতভাগ শুল্ক হ্রাস করেছে। এছাড়া, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organisation, WTO)-এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক চীন বাংলাদেশসহ সব স্বল্পোন্নত দেশকে ৪ হাজার ৭২১টি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করেছে। বিমসটেক (Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC)-এর আওতায় বিমসটেক মুক্তবাণিজ্য এলাকা গঠনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একটি ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট (Framework Agreement) স্বাক্ষরিত হয়েছে। ডি-৮ এর আওতায় পক্ষপাতমূলক বাণিজ্য প্রবর্তনের লক্ষ্যে একটি পক্ষপাতমূলক বাণিজ্য চুক্তি (Preferential Trade Agreement) স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তে সীমান্ত-হাট স্থাপনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ভুটান ও নেপালের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তি হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি

(এফটিএ) সম্পাদনের লক্ষ্যে নীতি নির্দেশিকা (policy guidelines) প্রণয়ন করা হয়েছে।

সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণ

২০৩। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা অব্যাহত রাখা এবং প্রতিযোগিতাবিরোধী কার্যক্রম প্রতিরোধকল্পে **‘কম্পিটিশন আইন, ২০১০’** প্রণয়নের কাজ বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এই আইনের আওতায় কম্পিটিশন কমিশন গঠন ও তার কার্যাবলী নির্ধারণ করা হবে।

টিসিবি শক্তিশালীকরণ

২০৪। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান টিসিবিকে (Trading Corporation of Bangladesh, TCB) শক্তিশালীকরণের অংশ হিসাবে এর সামগ্রিক পুনর্গঠন কার্যক্রম গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এ সংক্রান্ত আইন Trading Corporation of Bangladesh Order, 1972’-কে যুগোপযোগী করার জন্য এ আইনের সংশোধনীর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসাবে টিসিবি’র জনবল বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং এর পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হয়েছে। টিসিবি’র মাধ্যমে চলতি অর্থবছরে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা মূল্যের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আপৎকালীন মজুদ গড়ে তোলার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। টিসিবির ক্রীত মালামাল বিপণনের জন্য দেশব্যাপী ১ হাজার ৯০৯ জন ডিলার নিয়োগ করে তাঁদের মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় ৫টি পণ্য যথা চিনি, সয়াবিন তেল, ছোলা, মসুর ডাল এবং পেঁয়াজ বিক্রির কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

জলবায়ু পরিবর্তন

মাননীয় স্পীকার

২০৫। জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়গুলোর একটি। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের উপর নজিরবিহীন হুমকি সৃষ্টি করেছে। গত বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলাম জলবায়ু পরিবর্তনের এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া হ্রাস ও পরিবেশ বিপর্যয় রোধে আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি।

এলক্ষ্যে সরকারের নেয়া বিভিন্ন কর্মসূচির সফলতা নিয়ে আমার বক্তৃতার প্রথমভাগে আলোচনা করেছি। এবার আমি চলমান বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরব।

২০৬। আমি গত বাজেট ঘোষণায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয় এবং দুর্যোগ প্রশমনে সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (Bangladesh Climate Change Trust Fund, BCCTF) গঠনের কথা বলেছিলাম। বিগত দুই অর্থবছরে এই ফান্ডে ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ ফান্ড অর্থায়নে বনায়ন, বৃক্ষরোপণ, সৌরশক্তি ব্যবহার, স্বাস্থ্য সমস্যা দূরীকরণ, বাঁধ নির্মাণ, টেকসই ফসল

দুর্যোগ প্রশমনে সক্ষমতা অর্জন

ব্যবস্থাপনা, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ঘরবাড়ি নির্মাণের জন্য মোট ৭১৯ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬০টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড-এর অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহারের জন্য ইতোমধ্যে **‘জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০’** প্রবর্তন করা হয়েছে। এই ফান্ডে আগামী অর্থবছরে আরও ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের অর্থায়নে ১১৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সক্ষমতা ফান্ড (Bangladesh Climate Change Resilience Fund, BCCRF) গঠন করা হয়েছে। এ অর্থ দিয়ে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, বনায়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে ৩টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

২০৭। গত বাজেট ঘোষণায় আমরা ক্রমান্বয়ে বায়ু ও শিল্প দূষণ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ার কথাও বলেছিলাম। সে অনুযায়ী বায়ু দূষণের মাত্রা হ্রাসের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকা শহরকে ঘিরে থাকা ইটভাটাগুলোকে জ্বালানি

বায়ু দূষণের মাত্রা হ্রাস

সাশ্রয়ী উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটায় রূপান্তরের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে। ১২০ ফুট স্থায়ী চিমনিবিশিষ্ট ইটভাটাসমূহের মালিকদের জিগজ্যাগ ভাটাসহ (Zigzag Kiln) অন্যান্য পরীক্ষিত উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এছাড়াও স্থাপনা নির্মাণে পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিকে উৎসাহিত করার জন্য সরকারি নির্মাণ কাজে কংক্রিট মিশ্রণ (concrete-mix) এবং কংক্রিট ব্লক (concrete block) এর

ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আশা করা যায় এর ফলে ব্যক্তি মালিকানাখাতেও কংক্রিট উপকরণ ব্যবহারে আগ্রহ সৃষ্টি হবে। এছাড়াও ইটের রপ্তানি নিষিদ্ধ হচ্ছে। রাজধানী ঢাকার বায়ুদূষণের উৎসগুলো চিহ্নিত করে দূষণ হ্রাসে প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা গ্রহণ করার লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি হিসেবে '**নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ**' শীর্ষক একটি প্রকল্প আমরা শুরু করেছি।

২০৮। শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করার পাশাপাশি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো এর শর্তাদি প্রতিপালন করছে কি না, তা পরিবীক্ষণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে পরিবীক্ষণ ও নির্বহণ শাখা স্থাপন করা হয়েছে। তীব্র দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দূষিত তরল শোধনাগার (Effluent Treatment Plant) স্থাপন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ প্লান্ট নির্মাণ সাপেক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। ইডকল সম্প্রতি চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে কেন্দ্রীয় শিল্পবর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট এবং ঢাকায় একটি বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট স্থাপনে অর্থায়ন করেছে। সরকারি বড় বড় হাসপাতালে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বর্জ্য দহন চুল্লী (Incinerator) স্থাপনের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া কঠিন বর্জ্য, জাহাজ ভাঙার বর্জ্য ও অন্যান্য বিপজ্জনক বর্জ্য পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে '**কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১**' এবং '**বিপদজনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১**' প্রণয়নের কাজ আমরা আগামী অর্থবছরেই সম্পন্ন করতে পারব।

শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

২০৯। আমরা দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা আরো যুগোপযোগী, কার্যকর, বাস্তবসম্মত ও জনমুখী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। বিভিন্ন কারণে সৃষ্ট দূষণ, ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য উৎপাদন, আমদানি, মজুদকরণ ও পরিবহন সম্পর্কিত বিধিনিষেধ আরোপ এবং ক্ষতিগ্রস্ত কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জনগণ কর্তৃক পরিবেশ আদালতে সরাসরি মামলা করার বিধানসহ '**বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০১০**' জারি করা হয়েছে। সকল জেলায় পরিবেশ আদালত ও বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট আদালত স্থাপন করার বিধান রেখে '**বাংলাদেশ**

পরিবেশ রক্ষায় প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন

পরিবেশ আদালত আইন ২০১০' জারি করা হয়েছে। প্রতিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত দেশের মূল্যবান জীবসম্পদ সংরক্ষণের জন্য ইতোমধ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২০ প্রণীত হয়েছে। পাশাপাশি **'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, ২০১০'**-এর খসড়া প্রণীত হয়েছে। অতি দ্রুত এই আইনটি আমরা চূড়ান্ত করব।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা

২১০। আমি গত বাজেট বক্তৃতায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং বনজ সম্পদে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের মোট ভূমির শতকরা ২০ ভাগ বনায়নের আওতায় আনার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছিলাম। এ লক্ষ্যে সরকারি বনাঞ্চলে বনায়নের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকা, উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে উঠা চর-ভূমি এবং সকল ধরনের প্রান্তিক ভূমি বনায়নের আওতায় আনা হচ্ছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে ১৬ হাজার ৮৮ হেক্টর ব্লক বাগান, ৩ হাজার ৫৩০ কিলোমিটার স্ট্রিপ বনায়ন এবং বিনামূল্যে বিতরণ ও বিক্রয়ের জন্য ৩৪ লক্ষ ৩৩ হাজার চারা সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসকল্পে গৃহীত ব্যবস্থা

২১১। আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা সৃষ্টি, ভূমিকম্প মোকাবেলা, আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার, আবহাওয়া পূর্বাভাস ব্যবস্থার সংস্কার ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের পদক্ষেপ নিয়েছি। সে অনুযায়ী **'সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা'** প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ আমরা বাস্তবায়ন করছি। ইতোমধ্যে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীর সংশোধিত সংস্করণ ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১০-১৫ অনুমোদিত হয়েছে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশে সুনামি ও ভূমিকম্পকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দুর্যোগ মোকাবেলায় অবকাঠামো নির্মাণ

২১২। দুর্যোগ মোকাবেলায় অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ৭৪টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া আরও ১৭৮টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ও ১০০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার কাজে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এবং বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনসমূহের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও

অনুসন্ধান ও উদ্ধার যন্ত্রপাতি কেনার জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলছে। প্রাথমিক সাড়া প্রদানের জন্য ভূমিকম্পপ্রবণ শহরগুলোতে ৬২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক গড়ে তোলার কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন

২১৩। গত বাজেটে আমি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়নে আমাদের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলাম। ইতোমধ্যে গ্রামীণ ফোন ও টেলিটকের সহায়তায় ঘূর্ণিঝড়প্রবণ কক্সবাজার এবং বন্যাপ্রবণ সিরাজগঞ্জ জেলায় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দুর্যোগের আগামবার্তা প্রেরণের পাইলট কার্যক্রম শুরু হয়েছে, যা ক্রমান্বয়ে সারাদেশে চালু করা হবে। এছাড়াও ত্রাণ বিতরণের তথ্যাদি ই-মেইলের মাধ্যমে গ্রহণ ও প্রেরণের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্যপ্রবাহের অবকাঠামো মাঠ পর্যায়ে বিস্তারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

জনকল্যাণ ও সুশাসন

মাননীয় স্পীকার

২১৪। দেশের সকল স্তরের মানুষের প্রত্যাশা ও সমস্যার প্রতি সংবেদনশীল সরকার হিসেবে জনগণের কল্যাণ ও সুশাসনের বিষয়কে অন্যতম অগ্রাধিকার হিসাবে আমাদের সরকার গ্রহণ করেছে। আমি মনে করি, সুশাসন জনকল্যাণের অন্যতম অনুষঙ্গ। আর তাই জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান, আর্থিক ও প্রশাসনিক সংস্কার সাধন, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সুশাসনের ক্ষেত্রে অধিকতর সাফল্য অর্জনের প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি, যার মূল লক্ষ্য দারিদ্র নিরসন ও পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সর্বোপরি জনকল্যাণ ও সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা। **খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ২০১০** (Household Income and Expenditure Survey, HIES, 2010) অনুযায়ী বাংলাদেশে দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থানকারী জনসংখ্যা গত পাঁচ বছরে প্রায় ৮.৫ শতাংশ কমে ৩১.৫ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। এ সময়কালে দারিদ্র ব্যবধান (poverty gap) উল্লেখযোগ্যহারে হ্রাস পেয়েছে এবং আয় বন্টন (gini coefficient) বৈষম্যের অনুপাতও হ্রাস পেয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সুফল আমরা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবার কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছি। এবার আমি জনকল্যাণে আমাদের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের বিবরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরব।

জনকল্যাণ

দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা

মাননীয় স্পীকার

২১৫। আমি এ পর্যন্ত বিভিন্ন খাতের যেসব কর্মকান্ড সম্পর্কে উল্লেখ করেছি তার মুখ্য উদ্দেশ্য দ্রুততর প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি দারিদ্র্য নিরসন। আমি মনে করি

দারিদ্র্য নিরসনের তাৎক্ষণিক কোনো সমাধান নেই। এ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে চাই। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী দারিদ্র্য নিরসনের একটি কার্যকর উপায়। আমরা এ নিরাপত্তা বেষ্টনিকে ৪টি স্তরে বিন্যস্ত করে দারিদ্র্য নিরসনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছিঃ

- বিশেষ বিশেষ ভাতা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য মোকাবেলায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা সৃষ্টি
- ক্ষুদ্রঋণ বা তহবিল প্রদানের মাধ্যমে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থান বা কর্মসৃজন
- বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে হতদরিদ্রের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
- শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য মোকাবেলায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য সৃষ্টি

২১৬। আমার বিশ্বাস, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় গৃহীত কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য কমিয়ে আনা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার যে লক্ষ্য রূপকল্পে বলা হয়েছে তা অর্জনে আমরা সফল হব। এ লক্ষ্যে প্রথমে আমি বিভিন্ন ভাতা কার্যক্রমে আগামী ২০১১-১২ অর্থবছরের প্রস্তাবসমূহ উল্লেখ করছি -

- **বয়স্ক ভাতা** কার্যক্রমের আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরে ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার সুবিধাভোগীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করব। এ ভাতা কার্যক্রমে আমি ৮৯১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।
- **বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের জন্য দুঃস্থ ভাতা** কার্যক্রমে আমি আগামী অর্থবছরে ৩৩১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এর ফলে ৯ লক্ষ ২০ হাজার সুবিধাভোগীকে নগদ সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হবে।
- সমাজের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে গৃহীত **অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা** কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ১০২ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। আশা করছি এর মাধ্যমে আগামী অর্থবছরে ২ লক্ষ ৮৬ হাজার অসচ্ছল প্রতিবন্ধীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হবে।

২১৭। হতদরিদ্র মায়েদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দরিদ্র মায়েদের জন্য চলমান দু'টি কার্যক্রমের আওতা আরো সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি। পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র মায়েদের জন্য গৃহীত দরিদ্র মা'র মাতৃত্বকালীন ভাতা কার্যক্রমে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৮০ হাজার থেকে ৯২ হাজারে বৃদ্ধি করে এ বাবদ ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। সে সাথে শহর অঞ্চলে **কর্মজীবী দরিদ্র মা'র মাতৃত্বকালীন ভাতা** বাবদ ৩২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এর ফলে এ কার্যক্রমে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৬৭ হাজার থেকে ৭৭ হাজার ৬০০ জনে উন্নীত হবে।

মাতৃত্বকালীন ভাতা

২১৮। আমাদের সরকার প্রতিবন্ধী মানুষের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, পুনর্বাসন সর্বোপরি তাদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রবর্তিত বিভিন্ন কর্মসূচির ব্যাপ্তি আরো বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা ও থেরাপি সহায়তা প্রদানের সাথে সাথে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের সংখ্যা আগামী অর্থবছরে ১৫ থেকে ২৫ এ উন্নীত করার পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি। এছাড়া প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা উপবৃত্তি, প্রতিবন্ধী, স্কুলের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান কার্যক্রম আমরা অব্যাহত রাখব। আমি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, আমাদের দেশে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে কোন সঠিক পরিসংখ্যান নেই। কিন্তু তারা নিজেদের চেষ্টায় যথেষ্ট সংগঠিত হয়েছেন। এক হিসেবে এদেশে প্রায় ৩২৯টি প্রতিবন্ধী সংগঠন স্থাপিত হয়েছে। ২০০৫ সালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মিলে একটি জাতীয় সংস্থা ন্যাশনাল এ্যালাইয়েন্স অব ডিজ্অ্যাবল্ড পিপলস্ অর্গানাইজেশন (ন্যাডপো) গঠিত হয়েছে এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য তারা বিভিন্ন সেবার ব্যবস্থা করছেন। সহায়ক সামগ্রী উৎপাদনেরও ব্যবস্থা করছেন। তাদের এই উদ্যোগে সহায়তা প্রদান আমরা চিন্তা করছি। প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে আমরা আগামী বছরে **''প্রতিবন্ধিতা জরিপ''** কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। প্রতিবন্ধিতা জরিপের মাধ্যমে শনাক্তকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হলে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান প্রতিবন্ধিতা বিশেষ করে অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে আরও লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে আমরা সক্ষম হব। ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে প্রতিবন্ধীদের অবদান রাখার সুযোগ প্রসারিত হবে। বর্তমানে একজন প্রতিবন্ধী অন্ততঃ তিনজন সমর্থ লোকের কর্মোদ্যোগ সীমিত করে দেয়। এই অপচয় থেকে আমাদের রোধ করতে হবে। প্রতিবন্ধীদের সার্বিক

প্রতিবন্ধী কল্যাণ

কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে আমি আগামী অর্থবছরে ২১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২১৯। **এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন ও মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থান** তহবিলে ২০১০-১১ অর্থবছরে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে।

এসিডদগ্ধ মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন

সমাজসেবামূলক কাজে উৎসাহ যোগানোর লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহকে যে অনুদান প্রদান করা হয় তা আমরা আরো বাড়ানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এজন্য এ খাতে ১১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২২০। **সুবিধাবঞ্চিত পথশিশু এবং এতিম অসহায় শিশুদের কল্যাণে** আমরা ২০১১-১২ অর্থবছরে বরাদ্দ আরও বাড়াতে চাই। এ লক্ষ্যে সরকারি এতিমখানার জন্য ২৮ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা, বেসরকারি এতিমখানার জন্য ৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। পথশিশুদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের লক্ষ্যে স্থাপিত শিশু বিকাশ কেন্দ্রের জন্য আগামী অর্থবছরে ৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২২১। **ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন** আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। এ লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হলেও আইনি জটিলতাসহ নানাবিধ কারণে আমরা এ ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করতে পারিনি। তবে আমি মনে করি ভিক্ষুকদেরকে অমর্যাদাকর পেশা

ভিক্ষাবৃত্তির অবসান

থেকে নিবৃত্ত করার লক্ষ্যে তাদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের বিকল্প নেই। এ কারণে ভিক্ষাবৃত্তি অবসানে গৃহীত কর্মসূচিকে আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আশা করছি, আগামী বছরে এর সুফল আমরা পাব। ভিক্ষাবৃত্তির অবসানে গৃহীত কার্যক্রমে আমি ২০১১-১২ অর্থবছরে ৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২২২। মৌসুমী এবং স্থানিক দারিদ্র মোকাবেলায় সাময়িক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে

অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান

গ্রামীণ অর্থনীতির ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে আমরা **অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি** শুরু করেছিলাম। এ কর্মসূচিতে বিগত ২ বছরের অর্জন অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। উত্তরাঞ্চলে দীর্ঘ দিনের সমস্যা **মঙ্গা মোকাবেলায় এ কর্মসূচি** উল্লেখ করার মত

ভূমিকা রাখছে। তাই আগামী অর্থবছরেও এ কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে চাই। এ খাতে আমি ২০১১-১২ অর্থবছরে ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এর ফলে পল্লী এলাকার প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষের সাময়িক কর্মসংস্থান করা সম্ভব হবে।

মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়ন

২২৩। আমাদের সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার হচ্ছে মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা। এ লক্ষ্যে আমরা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এ লক্ষ্যে মেটারনাল হেলথ ভাউচার স্কিম ও ন্যাশনাল নিউট্রেশন প্রোগ্রামকে আগামী অর্থবছর থেকে বাস্তবায়িতব্য হেলথ পপুলেশন নিউট্রিশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহে আগামী অর্থবছরে ২৭১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

২২৪। পল্লী অঞ্চলে **কর্মসংস্থানমূলক গ্রামীণ রাস্তাঘাট মেরামত** প্রকল্পে ১৩৪ কোটি টাকা, গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি সম্পদ সংরক্ষণ প্রকল্পে ৩৮ কোটি টাকা, **মঙ্গাপীড়িত হতদরিদ্রদের** জন্য কর্মসংস্থান প্রকল্প এবং **দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে** গৃহীত প্রকল্পের জন্য ১১৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকাসহ দারিদ্র বিমোচনমূলক বিভিন্ন প্রকল্পে ৪ হাজার ২৩৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। আমি আশা করছি, এ সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন দারিদ্র্য হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

২২৫। গত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা ও মানব-দারিদ্র উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদের নেয়া **'ঘরে ফেরা'** কর্মসূচির আওতা বাড়ানোর প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছিলাম। ইতোমধ্যে এ কর্মসূচির আওতায় আমরা ১ হাজার ২৪৫ জন বস্তিবাসীকে পুনর্বাসন করেছি।

এনজিও ফাউন্ডেশন

২২৬। ক্ষুদ্রঋণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁদের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে বেসরকারি উদ্যোগে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারের অংশীদারিত্বকে আমরা আরও বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। এ লক্ষ্যে সরকার বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আয় বিধায়ক তহবিলে

(Endowment Fund) ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত প্রায় ১৫২ কোটি টাকা প্রদান করেছে। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে ১০ লক্ষ পরিবারের প্রায় ৫১ লক্ষ লোক সরাসরি উপকৃত হচ্ছে, যার মধ্যে নারীর সংখ্যা ৩০ লক্ষ। আমরা এনজিও ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে চাই। এ লক্ষ্যে এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও আইনগত দিকগুলো আমরা ঢেলে সাজাব।

২২৭। দেশের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধন, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের আয়বর্ধনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত **পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)**-এর অধীনে প্রায় ৮০ লক্ষ ৬০ হাজার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় ১০ হাজার ১৯১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে, যার প্রায় ৯২ শতাংশ নারী। এ অর্থ দ্বারা পিকেএসএফ-এর ২৬৫টি সহযোগী সংস্থা তহবিল পুনঃচক্রায়নের মাধ্যমে ৬০ হাজার ৭৯৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এ পর্যন্ত পিকেএসএফ প্রায় ১৮ লক্ষ উপকারভোগীকে আয়বৃদ্ধিমূলক, শস্য, শস্য বহির্ভূত, পশুসম্পদ ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এসব কার্যক্রমের পাশাপাশি সরকার পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বীমা সেক্টর উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং **'একটি ইউনিয়ন একটি সহযোগী সংস্থা (সমৃদ্ধি)'** নামে একটি সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

২২৮। দেশের ১১টি জেলার ১ হাজার ৪০০ গ্রামের ক্ষুদ্র অবকাঠামো ও সামাজিক সহায়তা কার্যক্রমের জন্য **সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)**-এর আর্থিক সহায়তায় **স্যোশাল ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম প্রজেক্ট (এসআইপিপি)** শীর্ষক একটি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত প্রায় ১৫ হাজার ৩০ জন ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারকে এককালীন অর্থ দান করা হয়েছে। ২৩ হাজার ৬০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় ২ হাজার ৫১৮টি কালভার্ট নির্মাণ ও ১ হাজার ৯৩০টি টিউবওয়েল-এর মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবরাহ করা হয় এবং ১ হাজার ৯২৯ কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তার উন্নয়ন করা হয়। এসডিএফ কর্তৃক গৃহীত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো নির্মাণ, সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো নির্মাণ, যুবদের এককালীন অনুদান, জীবিকা উন্নয়ন ও গ্রাম উন্নয়ন ফান্ড বিতরণ কার্যক্রমে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ২৬ লক্ষ ১২ হাজার, যার মধ্যে মহিলা প্রায়

সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন

৬০ শতাংশ এবং বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ প্রায় ৩৬৩ কোটি টাকা। **'নতুন জীবন'** শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে এ ধরনের কর্মসূচির আওতা আরো সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

২২৯। দারিদ্র্য বিমোচনে আমাদের সরকারের আরেকটি সফল উদ্যোগ **'একটি বাড়ী একটি খামার'** প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক ও সম্পদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রকল্পটি ৪৮২টি উপজেলার ৯ হাজার ৬৪০টি গ্রামে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আগামীতে ৫ হাজার ৯২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৮২টি উপজেলার সকল গ্রামে এ প্রকল্পটি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আশা করছি, এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে একটি গুণগত পরিবর্তন সাধিত হবে।

একটি বাড়ী একটি খামার

২৩০। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে কর্মসূচিসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের গুরুত্ব বিবেচনায় এ সংক্রান্ত **একটি পরিবীক্ষণ কমিটি** গঠন করা হয়েছে এবং সুবিধাভোগী সম্পর্কে **তথ্যভান্ডার তৈরীর কার্যক্রম** হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলায় একটি পাইলট কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচি সফল হলে আমরা দেশব্যাপী তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করব। গত বাজেট বক্তৃতায় আমি ডাটাবেজ সুবিধার মাধ্যমে দেশের সুবিধাবঞ্চিত ও স্বল্প আয়ের মানুষের কল্যাণে **'পেনশন ইন্সুরেন্স স্কীম'** চালু করার আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলাম। আমি আজ আপনাদের জানাতে চাই - আগামী অর্থবছর থেকে আমরা পরীক্ষামূলকভাবে এ কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছি। এ লক্ষ্যে নীলফামারী জেলার সদর উপজেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ১১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। আমি মনে করি, এ সকল কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে একটি টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমরা সক্ষম হব।

কর্মসূচি সমন্বয় ও ডাটাবেজ তৈরি

কর্মসংস্থান

মাননীয় স্পীকার

২৩১। সামাজিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসের উদ্যোগ ফলপ্রসূ করার জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান প্রয়োজন। আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকারে আমরা অন্যতম প্রধান

অগ্রাধিকার হিসাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণের বিষয় উল্লেখ করেছিলাম। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমরা সুনির্দিষ্ট নীতি ও কৌশল অনুসরণ করছি।

২৩২। গত দুটি বাজেট বক্তৃতায় কৃষি ও গ্রামীণ খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রবাসে শ্রমিক প্রেরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ ও এর সাথে বৃহৎ শিল্পের পশ্চাৎ সংযোগ (backward linkage) শিল্প স্থাপন, ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে আত্ম-নিয়োজনের ব্যবস্থা এবং অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির কথা বলেছিলাম। আমি এ সংক্রান্ত নীতি ও কৌশলের প্রতিফলন খাতওয়ারী আলোচনায় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছি। আমি এ প্রসঙ্গে অবহিত করতে চাই যে, আমাদের প্রচেষ্টায় বিগত দুই অর্থবছরে সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পৃক্ততায় দেশে উল্লেখযোগ্য হারে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান করা সম্ভব হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করতে চাই যে, দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পড়ে থাকা সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে ১ লক্ষ ৪০ হাজার পদে জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২৩৩। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত সর্বশেষ **'শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১০'** এর প্রাথমিক প্রাক্কলন অনুযায়ী দেশে ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে জনসংখ্যা ৯ কোটি ৪৫ লক্ষ, যার মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম জনশক্তি (economically active population) ৫ কোটি ৬২ লক্ষ। কর্মক্ষম জনশক্তির মধ্যে বর্তমানে কর্মে নিয়োজিত রয়েছে ৫ কোটি ৩৭ লক্ষ। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতেও কর্মসংস্থানের সুযোগ গত কয়েক বছরে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপরও বর্তমানে বেকার জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ । সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী বেকার জনগোষ্ঠীর সংখ্যার একটি নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমরা এ ধারা অব্যাহত রেখে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

২৩৪। আমাদের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ২০১০-১১ অর্থবছরে সর্বমোট ৬২১ লক্ষ ৫৬ হাজার জনমাসের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করে আমরা বেকার জনগোষ্ঠীর সংখ্যা আরও কমিয়ে আনতে চাই। এ প্রেক্ষিতে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন খাতে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে আগামী ২০১১-১২ অর্থবছরে ৬৫৬ লক্ষ ২৬ হাজার জনমাস কাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ

মাননীয় স্পীকার

২৩৫। জাতির শ্রেষ্ঠতম অর্জন আমাদের মহান স্বাধীনতা। স্বাধীনতা অর্জনে জাতির বীর সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের অসামান্য অবদান আমাদের অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস। বিগত দুটো বাজেট বক্তৃতায় আমি মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম নেয়ার পাশাপাশি মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলাম। এ লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম এবং পরিকল্পনা আমি মহান সংসদে উপস্থাপন করছি।

রাষ্ট্রীয় সন্মানী ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের রেশন প্রদান

২৩৬। মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদানের স্বীকৃতির অধিকারী রাষ্ট্রীয় খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সম্মানী ভাতার পরিমাণ গত দুবছরে গড়ে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ ভাতা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে আগামী অর্থবছরে ৬৮ কোটি ৪৫ লক্ষ ১২ হাজার টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। যুদ্ধাহত ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের রেশন প্রদান কার্যক্রমও বর্তমান সরকারের গৃহীত একটি উদ্যোগ, যা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। আমি এ কার্যক্রমের আওতায় আগামী অর্থবছরে ২৫ হাজার সুবিধাভোগীকে রেশন প্রদানের জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা

২৩৭। আমি মনে করি, দুঃস্থ ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। এ দায়িত্বের প্রতি সচেতন থেকে আমরা অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি। সকল অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাকে এ ভাতা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা আমাদের লক্ষ্য। আশা করছি, খুব দ্রুত মুক্তিযোদ্ধাদের যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করে সকল অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাকে এ ভাতা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করতে আমরা সক্ষম হব। আমি আগামী অর্থবছরে এ খাতে ৩৬০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এর মাধ্যমে ১ লক্ষ ৫০ হাজার অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হবে।

২৩৮। গত বাজেট বক্তৃতায় শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের অনুদান বৃদ্ধি, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেশে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। এ প্রসঙ্গে আমি মহান সংসদকে অবহিত করতে চাই – ইতোমধ্যে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের অনুদানের হার ২০ শতাংশ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেশে চিকিৎসা সংক্রান্ত নীতিমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের জন্য অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা

২৩৯। মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবদীপ্ত ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে আমাদের সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভের ১ম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে এবং ২য় পর্যায়ে স্ফটিক স্তম্ভ নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। আশা করছি, আগামী বছরে স্বাধীনতা স্তম্ভের সমুদয় কাজ সম্পন্ন করে এ ক্ষেত্রে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে সক্ষম হব। আমি এ বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, অনাগত দিনে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক এবং পরিপূর্ণ ইতিহাস পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। তাই মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণে আমাদের বর্তমান প্রয়াসকে বেগবান করতে হবে। এ লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ

২৪০। এ ছাড়া সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণের পাশাপাশি সকল উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ, বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও সংস্কৃতি কেন্দ্র নির্মাণ, ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের বাসস্থান সুবিধা প্রদানের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম আমরা গ্রহণ করেছি। আশা করছি, এসব প্রকল্প মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ ও মুক্তিযুদ্ধের সংস্কৃতি সংরক্ষণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

২৪১। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে আমাদের নেয়া কার্যক্রম সম্পর্কে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। গত অর্থবছরের বরাদ্দকৃত ১৭ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি এ ট্রাস্টকে একটি

মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট পুনরুজ্জীবিতকরণ

কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য আগামী তিন অর্থবছরে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট উদ্ধার পরিকল্পনার আওতায় আর্থিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ৮০ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। আশা করছি, ২০১৪ সাল থেকে এ প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান

মাননীয় স্পীকার

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

২৪২। আমি গত বাজেট ঘোষণায় জনশক্তি রপ্তানিকে একটি অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করে এর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। বক্তৃতার শুরুতেই বলেছি আমাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী বিদেশে যেতে ইচ্ছুক বাংলাদেশীদের ঋণ সুবিধা প্রদান, বিদেশ থেকে সহজে টাকা পাঠানোসহ প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণে নবগঠিত **'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক'** তার কার্যক্রম শুরু করেছে।

২৪৩। আমরা বরাবরই যে কোনো বিপদে প্রবাসী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছি এবং ভবিষ্যতেও তাঁদের পাশে থাকব। সাম্প্রতিক সময়ে লিবিয়ায় অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সেখানে কর্মরত প্রায় ৪০ হাজারেরও বেশী বাংলাদেশি নাগরিককে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (International Organization for Migration, IOM), জাতিসংঘ উদ্বাস্তু বিষয়ক হাই-কমিশনার (United Nations High Commissioner for Refugee, UNHCR) এবং আন্তর্জাতিক রেডক্রস (International Red-Cross)-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি লিবিয়া ফেরত কর্মীদের দেশে ফেরার বিমান ভাড়া এবং তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য জনপ্রতি প্রায় ৫০ হাজার টাকা দেয়ার উদ্যোগ আমরা নিয়েছি।

সম্ভাবনাময় নতুন শ্রমবাজার

২৪৪। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন – মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সমস্যা ও বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে আমাদের প্রচলিত শ্রমবাজারে শ্রমিক রপ্তানি পূর্বের তুলনায়

সংকুচিত হয়েছে। আশার কথা জনশক্তি রপ্তানি অব্যাহত রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই নানা উদ্যোগ ও কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। পাশাপাশি নতুন শ্রম বাজার অনুসন্ধানের জন্য প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (Bureau of Manpower, Employment and Training, BMET) এবং বায়রা (Bangladesh Association of International Recruiting Agency, BAIRA)-এর সমন্বয়ে ৫টি টিম কাজ করে যাচ্ছে, যার ফলে ইতোমধ্যে বতসোয়ানা, জর্ডান, কঙ্গো, মরিশাস ও সুইডেনে জনশক্তি রপ্তানি শুরু হয়েছে। আমেরিকা, আফ্রিকা মহাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা রপ্তানি বাণিজ্য ও শ্রমবাজার সম্প্রসারণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এছাড়াও বাংলাদেশী শ্রমিক অধ্যুষিত ৭টি দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসে নতুন শ্রম উইং চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

২৪৫। আমরা বিশ্বাস করি, প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজারে টিকে থাকার জন্য দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির কোন বিকল্প নেই। আমি ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি, আমরা শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল' গঠন করেছি। এ তহবিলে ১৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এর আওতায় শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। গত বাজেটে আমি ৩৫টি নতুন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ৫টি মেরিন টেকনোলজি ইন্সটিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ নেয়ার কথা বলেছিলাম। ইতোমধ্যে এ লক্ষ্যে নেয়া দুটি প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের নেয়া এসব উদ্যোগের ফলে অচিরেই জনশক্তি রপ্তানি খাতে চোখে পড়ার মত অগ্রগতি সাধিত হবে।

দক্ষতা উন্নয়নে সমন্বয়

২৪৬। অভিবাসন সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে **'The Emigration Ordinance, 1982, 'বহির্গমন বিধিমালা, ২০০২', 'রিক্রুটিং এজেন্ট আচরণ ও লাইসেন্স বিধিমালা, ২০০২'**, এবং **'ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০০২'** সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়াও ওয়ার্ক পারমিট সংক্রান্ত কার্যক্রমকে অন-লাইনে আনার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

সুশাসন

সংসদীয় কার্যক্রম

মাননীয় স্পীকার

২৪৭। জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়ন এবং সরকারের কার্যক্রম তদারকির মাধ্যমে জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে। এ কারণে আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই জাতীয় সংসদকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করানোর প্রয়াস নিয়েছি। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা সমুন্নত রাখার অভিপ্রায়ে সংসদের প্রতিটি অধিবেশনকে অর্থবহ ও অধিকতর কার্যকর করতে নবম জাতীয় সংসদ শুরু থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। একটি টেকসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১৩৬টি আইন জারি করা হয়েছে।

জাতীয় সংসদকে অর্থবহ করা

২৪৮। উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য নিরসন এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের মাধ্যমে জনজীবনে নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে সরকারের গৃহীত সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ৪৮টি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত এ কমিটিসমূহের ৯১৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বৈঠকসমূহে প্রায় ৪ হাজার ৩২৪টি প্রস্তাবনা/সুপারিশ/সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে।

জনপ্রশাসন

মাননীয় স্পীকার

২৪৯। দিনবদলের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমাদের প্রয়োজন একটি আধুনিক, দক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত ও সেবাপরায়ণ জনপ্রশাসন। আর তাই আমরা জনপ্রশাসনে ব্যাপক সংস্কারমূলক কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। কর্মকর্তাদের দক্ষতা মূল্যায়ন ও কর্মক্ষেত্রে তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে **'কৃতিভিত্তিক মুল্যায়ন**

পদ্ধতি' (Performance Based Evaluation System, PBES) চালুর উদ্দেশ্যে **'উপাত্ত ভান্ডার'** (database) তৈরি করা হয়েছে। **'সিভিল সার্ভিস এ্যাক্ট'**-এর খসড়াও চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সময়ের প্রয়োজন ও চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে জনপ্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে **'জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতি'** (সংশোধিত) আমরা শীঘ্রই চূড়ান্ত করতে যাচ্ছি। এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে নথি ও চিঠিপত্রের গতিবিধি অনুসরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল ব্যবস্থা (Digital File Tracking System) চালুর কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করা হয়েছে। সরকারি অর্থের সাশ্রয় ও কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের **'সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১১'** জারি করা হয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা ও আইনের শাসন

মাননীয় স্পীকার

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন

২৫০। আমরা জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা বিধানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর তাই উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থী দমন এবং মাদক-অপরাধ, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজিসহ ইভ টিজিং-এর মত অপরাধ প্রতিরোধে আমরা কঠোর অবস্থান নিয়েছি। পাশাপাশি আমরা তদন্ত কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ২ বছরে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নতি হয়েছে।

পুলিশ বাহিনী শক্তিশালীকরণ

২৫১। দেশের পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে **'মেরিন পুলিশ'**, **'কমিউনিটি পুলিশ'** ও **'শিল্পাঞ্চল পুলিশ'** গঠন করা হয়েছে। পর্যটকদের নিরাপত্তার স্বার্থে পর্যটন পুলিশ গঠনের কার্যক্রমও শুরু করা হয়েছে। পুলিশ বাহিনীতে ৩৬ হাজার নতুন জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং ইতোমধ্যে ১৭ হাজার নতুন নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া পুলিশি কার্যক্রমে গতি আনার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন, আধুনিক টেলিযোগাযোগ ও নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি সরবরাহ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে আমি মনে করি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য ব্যয় বৃদ্ধির

পাশাপাশি পুলিশের বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়টিকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া দরকার। এছাড়া পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম-নীতি সহজ, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী করা হয়েছে। এপ্রিল ২০১০ থেকে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (Machine Readable Passport, MRP) প্রদানের কার্যক্রম চলছে। দেশের ভেতরে ৩৪টি ও দেশের বাইরে ৬৫টি দূতাবাস থেকে এমআরপি (MRP) ও এমআরভি (Machine Readable Visa, MRV) প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জনগণের জানমাল রক্ষা এবং দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের ৪৬টি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদরে/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

আইন ও বিচার

২৫২। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসন নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার নতুন আইন প্রণয়ন, পুরাতন আইনের সংশোধন ও গুণগত উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধন) আইন, ২০০৯ জারি করে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের বিষয়টিকে স্থায়ী রূপ দেয়া হয়েছে। এছাড়া মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি ও মামলার জট নিরসনের মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধি সংশোধন করে বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (Alternative Dispute Resolution, ADR) ব্যবস্থা বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। একই সাথে আদালত প্রাঙ্গনে জনগণের অনাকাঙ্ক্ষিত হয়রানি হ্রাসকল্পে মামলার ধার্য তারিখ ও সংক্ষিপ্ত আকারে মামলার ফলাফল সম্বলিত তথ্য ডিসপ্লে বোর্ড, এসএমএস ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থাও চালু করা হচ্ছে। আগামী অর্থবছরের মধ্যে আরবিট্রেশন অ্যাক্ট (Arbitration Act)-কে যুগোপযোগী করাসহ বিচার ব্যবস্থাকে অটোমেশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে ডাটা সেন্টার (Data Centre) স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। ফলে জনগণের ভোগান্তি ও খরচ দুটোই কমবে।

চাঞ্চল্যকর মামলার বিচার

২৫৩। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, তদন্তকারী সংস্থা এবং প্রসিকিউশন টীম গঠন করে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় ৪ নেতার

হত্যাকান্ডসহ সকল হত্যাকাণ্ড, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা, চট্টগ্রামে ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলা এবং বিডিআর বিদ্রোহের বিচার কার্যক্রম চলছে।

২৫৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। স্বীকৃত এ অধিকার

অসমর্থ বিচার প্রার্থীদের আইনি সহায়তা

বাস্তবায়নের লক্ষ্যে **'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০'** এর অধীনে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ সংস্থার মাধ্যমে ২০০৯ এবং ২০১০ সালে মোট ২০ হাজার ৪২৬ জন বিচারপ্রার্থীকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৯ হাজার ৩০টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা

মাননীয় স্পীকার

২৫৫। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার বাক-স্বাধীনতা এবং তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। ফলে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই আমরা তথ্যের অবাধ প্রবাহের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট রয়েছি। বর্তমান সংসদের প্রথম অধিবেশনেই আমরা **'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'** পাশ করেছি। ইতোমধ্যে স্বাধীন তথ্য কমিশনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশকারীকে আইনগত সুরক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে

তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণ

'জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১০' মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে। এটি বর্তমানে জাতীয় সংসদে চূড়ান্ত অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে। আশা করা যায় আইনটি পাশ হলে জনস্বার্থে তথ্য প্রকাশকারী ব্যক্তি সব ধরনের প্রশাসনিক ও আইনগত সুরক্ষা পাবেন, আমাদের দীর্ঘদিনের গোপনীয়তার সংস্কৃতির অবসান ঘটবে এবং একটি জবাবদিহিমূলক স্বচ্ছ প্রশাসনিক ব্যবস্থার সূচনা হবে। তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে অবাধ তথ্য প্রবাহের মাধ্যম হিসেবে শক্তিশালী গণমাধ্যমের প্রয়োজনীয়তার বিষয়েও আমরা সমভাবে সচেতন। **রূপকল্প-২০২১** এবং **ডিজিটাল বাংলাদেশ** কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে দেশের প্রধান গণমাধ্যম বাংলাদেশ টেলিভিশনের সার্বিক কর্মপ্রবাহ ও সম্প্রচার পরিকল্পনায়

ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করা হয়েছে। টেলিভিশনের পাশাপাশি বাংলাদেশ বেতারের ইউনিটসমূহ ডিজিটাইজ করার প্রক্রিয়াও চলছে। আমি আশাবাদী গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত হলে সর্বত্র স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিসহ দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

২৫৬। গত অর্থ বছরের বাজেট বক্তৃতায় আমি নবীন সাংবাদিকদের জন্য প্রশিক্ষণের গুরুত্বের বিষয়টি তুলে ধরার পাশাপাশি এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউট-এর অনুকূলে ৩ কোটি ৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদানের কথা বলেছিলাম। আমি আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই – শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে সাংবাদিক, তথ্য-সক্রিয়জন এবং গণযোগাযোগ কর্মীদের পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈতিকতা মান উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউট কাজ শুরু করেছে। সাংবাদিকদের ডরমেটরি ও ক্যাফেটেরিয়া স্থাপনসহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে পত্রিকা সংরক্ষণের জন্য **'পিআইবি কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন'** শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া একসেস টু ইনফরমেশন (Access to Information, A2I) প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থায় (বাসস) কর্মরত সাংবাদিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রমও গ্রহণ করা হয়েছে।

সাংবাদিকতার গুণগত মানোন্নয়ন

দুর্নীতি প্রতিরোধ

মাননীয় স্পীকার

২৫৭। দুর্নীতি আমাদের উন্নয়নের পথে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক। সমাজ থেকে দুর্নীতি দূরীকরণ ব্যতীত সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য ইতোমধ্যে আমরা **'দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১০'** চূড়ান্ত করে অনুমোদনের জন্য সংসদে পেশ করেছি। এ আইন প্রয়োগের কারণে যেন কোন ক্ষেত্রে মৌলিক মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ না হয় সে বিষয়ে আমরা সজাগ রয়েছি। দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা এবং দায়বদ্ধতার বিষয়টিও আমরা এক্ষেত্রে বিবেচনায় রেখেছি। এছাড়া তদন্তে এবং অভিশংসনে তাদের স্বাধীনতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে।

দুর্নীতি দমনে সর্বাত্মক সহযোগিতা

পররাষ্ট্রনীতি

মাননীয় স্পীকার

২৫৮। গত বাজেট বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব কূটনীতিতে মৌলিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে এর সাথে তাল মিলিয়ে চলার লক্ষ্যে আমরা আমাদের কূটনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র, মানবাধিকার, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং সন্ত্রাসবাদ দমনে আন্তর্জাতিক সকল উদ্যোগে সমর্থন ও সহযোগিতার কারণে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতা অনন্য মাত্রায় উন্নীত হয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ ইউনিসেফ (United Nations Children's Fund, UNICEF) কার্যনির্বাহী বোর্ডের সভাপতি, ইউএনডিপি (United Nations Development Pragramme, UNDP), ইউএনএফপিএ'র (United Nations Population Fund, UNFPA) পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, আইএমও (International Maritime Organization, IMO) কাউন্সিলের সদস্য, ইকোসক (Economic and Social Counsil, ECOSOC)-এর কার্যকরী কমিটির সহসভাপতি এবং সদস্য, জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (United Nations Environment Programme, UNEP), UN Women-এর নির্বাহী বোর্ড, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organisation, WHO), আন্তর্জাতিক টেলিকম ইউনিয়ন (International Telecommunication Union, ITU) ইত্যাদি বিশেষায়িত সংস্থার নির্বাহী বোর্ড এবং জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল, সিডো (Committee on the Elemination of Discrimination against Women, CEDAW)-র সদস্য এবং ইউনেস্কো বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। এর বাইরে সাম্প্রতিককালে বিমসটেক (BIMSTEC) সচিবালয় ঢাকায় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার

২৫৯। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সফল কূটনৈতিক তৎপরতা দেশের স্বার্থকে সুসংহত করেছে এবং দায়িত্বশীল ও কর্মতৎপর রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে নিউইয়র্কে

সফল কূটনৈতিক তৎপরতা

অনুষ্ঠিত এমডিজি সম্মেলন এবং জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে যোগদান করেন। ২০১১ সালের মে মাসে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত স্বল্পোন্নত দেশ বিষয়ক চতুর্থ জাতিসংঘ সম্মেলনে তিনি নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। এইসব সম্মেলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অধিবেশনে তিনি এবং তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল অত্যন্ত মূল্যবান ভূমিকা পালন করে। এছাড়া, মে মাসে ৩টি আন্তর্জাতিক সংস্থায় মূল বক্তব্য রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রিত হন। জেনেভাস্থ ওয়ার্ল্ড মিটিওরোজিক্যাল অর্গানাইজেশনের কংগ্রেসে তিনি পরিবেশ এবং তথ্যপ্রযুক্তির উপর সবিশেষ বক্তব্য রাখেন। জেনেভাস্থ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের সম্মেলনে তিনি স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা পরিকল্পনা বিষয়ে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এর কয়েকদিন পরেই প্যারিসের ইউনেস্কোতে আবার তিনি নারী প্রগতি ও শিক্ষা বিষয়ে কী-নোট বক্তৃতা প্রদান করেন। এসব বিষয়ে তার আগ্রহ ও তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব বিশ্বসম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্বসমাজে এখন অত্যন্ত সমুন্নত। আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশ বর্তমানে ''**উন্নয়নশীল দেশের কার্যক্রমের একটি মডেল**'' এবং ''**নারী ক্ষমতায়নে একটি তারকা**'' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

২৬০। বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় বর্তমান বছরেও মুসলিম এবং বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্কে ইতিবাচক মাত্রা যুক্ত হয়েছে এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে বাংলাদেশের কার্যকর অংশগ্রহণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জোরালো কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে। **'আন্তর্জাতিক বাঘ সম্মেলন'**-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অংশগ্রহণকালে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে রাশিয়ার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এছাড়া বেলজিয়াম, যুক্তরাজ্য এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরের ফলে এ দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়েছে।

আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা

২৬১। বিগত দু'টি বাজেটে ঘোষিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা বিদ্যমান পররাষ্ট্রনীতির আলোকে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করেছি। কূটনৈতিক

তৎপরতা জোরদার করার মাধ্যমে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার আওতাকে ভারত, নেপাল ও ভুটান-এর পাশাপাশি চীন ও মিয়ানমার পর্যন্ত প্রসারিত করেছি। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অমীমাংসিত স্থলসীমানা চিহ্নিতকরণ, ছিটমহল বিনিময়, অপদখলীয় জমি চিহ্নিতকরণ এবং তিস্তা নদীর পানি বন্টন নিয়ে আলোচনা চলছে। এছাড়া, আঞ্চলিক ট্রানজিটের আওতায় ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্থলবন্দর এবং সমুদ্রবন্দরগুলোর উন্নয়নে আমাদের যে অগ্রগতি হয়েছে তা আমি ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। এখানে আমি ট্রানজিট বিষয়ে আরো দুএকটি কথা বলতে চাই।

ট্রানজিট সুবিধা

২৬২। ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ ট্রানজিটের দেশ। আমাদের রেলপথ ও নদীপথে ট্রানজিট পরিবহন সীমিত আকারে বহুদিন ধরে চালু আছে। এ ব্যবস্থায় ট্রানজিট ফি হিসেবে থোক বরাদ্দ ছাড়াও ট্রান্সশীপমেন্ট খরচ আদায়ের যথাযথ নিয়ম রয়েছে। সড়ক ও সেতু যোগাযোগ উন্নয়নের ফলে এখন সড়কপথে ট্রানজিট পরিবহনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসেই বাংলাদেশকে এশিয়ার সুইজারল্যান্ড হিসেবে গড়ে তোলার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। আমরা জানি, সুইজারল্যান্ড আবহমানকাল থেকেই একটি ট্রানজিট পরিবহনের দেশ। আমরা ট্রানজিট পরিবহনের জন্য এ দেশকে উন্মুক্ত দেখতে চাই। অবশ্যি, এই ট্রানজিট পরিবহনের সুবিধা পেতে আমাদেরকে প্রতিবেশী দেশ ভারতসহ নেপাল, ভুটান, মায়ানমারের সঙ্গে এমনকি অদূর ভবিষ্যতে চীন ও থাইল্যান্ডের সঙ্গেও যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের দেশে ট্রানজিট সুবিধা প্রদানের ফলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমরা একটি ''**অর্থনৈতিক হাব**''-এ পরিণত হতে পারি। ট্রানজিট পরিবহনের জন্য একদিকে যেমন আমাদের অবকাঠামো উন্নয়নের প্রয়োজন, অন্যদিকে ট্রানজিট সুবিধা প্রদানের জন্য যুক্তিযুক্ত হারে আমরা ফিসও পাবো। আমরা এইক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়েছি এবং আমাদের সমুদ্রবন্দর দুটিকে ট্রানজিট পরিবহনের জন্য উপযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ট্রানজিট পরিবহনের নিয়মনীতি ও ট্রানজিট ফি নির্ধারণের জন্য আমরা ইতিমধ্যেই একটি টাস্কফোর্সকে দায়িত্ব দিয়েছি এবং আশা করছি যে, অচিরেই ট্রানজিটের জন্য বিধিমালা আমরা প্রণয়ন করতে পারব।

২৬৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিশ্ব পরিমণ্ডলে একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর আগেই বাংলাদেশ একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হবে এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান আরও সুসংহত হবে।

প্রতিরক্ষা

মাননীয় স্পীকার

২৬৪। দেশের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সশস্ত্রবাহিনীর আধুনিকায়নের কোন বিকল্প নেই। বিগত বাজেট বক্তৃতায় আমাদের ঘোষিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকায়নের উদ্যোগ হিসেবে আমরা তিন বাহিনীর অপারেশনাল সামর্থ্য ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে উন্নত প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছি। পাশাপাশি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও প্রযুক্তি নির্ভর সমরসম্ভার সংগ্রহ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর চেষ্টাও অব্যাহত রেখেছি। বর্তমানে তিন বাহিনীর প্রায় ৯ হাজার সদস্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে নিযুক্ত রয়েছেন। একথা না বললেই নয় – জাতিসংঘের আওতায় আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষায় সৈন্য প্রেরণকারী দেশগুলোর তালিকায় শীর্ষ অবস্থান একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে, অন্যদিকে তেমনি দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। ভবিষ্যতে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা সুনামের সাথে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কাজ করবে এ বিশ্বাস আমাদের রয়েছে।

সশস্ত্রবাহিনীর আধুনিকায়ন

২৬৫। দেশের প্রতিরক্ষা এবং বিশ্বে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা বিবেচনায় এনে আমি ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রতিরক্ষা খাতে সর্বমোট ১২ হাজার ১৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় ১ হাজার ২১৬ কোটি টাকা বেশি।

স্থানীয় সরকার

মাননীয় স্পীকার

২৬৬। আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার হচ্ছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা। গত বাজেট বক্তৃতায় আমি বিকেন্দ্রিত শাসন ব্যবস্থায় একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার কাঠামোর মাধ্যমে জনগণকে সম্পৃক্ত করার কথা বলেছিলাম। এ লক্ষ্যে **স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০১০ এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯** প্রণয়ন করেছি। উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে এ আইনের আওতায় ৬টি বিধিমালা জারি করেছি। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণের অংশ হিসেবে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেসরকারি অডিট ফার্মের মাধ্যমে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৩ হাজার ৩৭০টি এবং ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৪ হাজার ৪৮৫টি ইউনিয়ন পরিষদ অডিট করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের মেয়াদে এ পর্যন্ত ৬৫২টি নতুন ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। মেয়াদোত্তীর্ণ সকল ইউনিয়ন পরিষদে পর্যায়ক্রমে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার

২৬৭। আমরা জেলা পরিষদকে ঢেলে সাজানোর কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনসমূহকে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন/সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছি। ২০১০-১১ অর্থবছরে ২৫৪টি পৌরসভায় নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া সারাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন শুরু হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৫৫৪টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। আশা করছি, এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন জোরদার হওয়ার পাশাপাশি জনগণের সেবা প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

সংস্কার কার্যক্রম

সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা

মাননীয় স্পীকার

২৬৮। সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনার সংস্কারের ক্ষেত্রে আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছি। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে ১৯৯৮ সালে বাজেট প্রণয়ন এবং হিসাব সংকলনের কাজে কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করা হয়। একই বছরে কোডভিত্তিক নতুন বাজেট শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। ইতোমধ্যে ২০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় এবং জেলা হিসাবরক্ষণ কার্যালয়সমূহকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। জাতীয় বাজেট প্রণয়ন, বাজেট সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ এবং কার্যকরভাবে বাজেট পরিবীক্ষণ করার উদ্দেশ্যে একটি কম্পিউটারভিত্তিক মাল্টি-মডিউল বাজেট ডাটাবেজ (iBAS) তৈডর করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরের মধ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে Wide Area Network (WAN)-এর মাধ্যমে বাজেট ডাটাবেজ-এর সাথে সংযুক্ত করা হবে।

কম্পিউটারভিত্তিক মাল্টি মডিউল বাজেট ডাটাবেজ

২৬৯। ইতোমধ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো আওতায় আনা হয়েছে। ফলে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য সমন্বিতভাবে সরকারের নীতি ও অগ্রাধিকার অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ এবং তাদের কৃতি (performance) মূল্যায়ন জোরদার করা সহজ হবে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় আসার ফলে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে বাজেট ব্যবস্থাপনা অধিশাখা/অনুবিভাগ সৃজন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগে বাজেট ব্যবস্থাপনা অধিশাখা/অনুবিভাগ সৃজন করা হবে।

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো

২৭০। আর্থিক ব্যবস্থাপনার চলমান সংস্কার কার্যক্রমকে আরো এগিয়ে নিতে আমরা বদ্ধপরিকর। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক রীতির সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ করে একটি বিদ্যমান বাজেট শ্রেণীবিন্যাস কাঠামো সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরেই আমাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেটের অর্থনৈতিক কোডভিত্তিক ম্যাপিং (Mapping) আমরা সম্পন্ন করতে পেরেছি এবং এ মহান সংসদে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেটের সাথে অর্থনৈতিক কোড যুথবদ্ধ করে ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেট পেশ করেছি।

বাজেট শ্রেণীবিন্যাস কাঠামোর সংশোধন

২৭১। বাজেটের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা জেলা বাজেটের যে ঘোষণা দিয়েছিলাম সেটা বাস্তবায়নে যেসব কারিগরি ও আইনি অন্তরায়সমূহ রয়েছে তা সম্পন্ন করতে আরও কিছুটা সময় লাগবে। সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমকে জোরদার করা হবে। আমরা সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছি। সরকারি অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উন্নয়ন এবং বাজেট ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা ২০০৯ সালে সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়ন করেছি। বিদ্যমান আর্থিক বিধিবিধানসমূহকেও যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কম্পিউটারভিত্তিক পে-রোল (payroll), পেনশন ও ভবিষ্য তহবিল সিস্টেম গড়ে তোলা এবং সরকারি সম্পদ (Public Assets) ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে একটি ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (Management Information System, MIS) প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও দারিদ্র বিমোচনে আমাদের নেয়া কর্মসূচিতে দ্বৈততা পরিহার করে স্বচ্ছতা আনার জন্য আমরা কর্মসূচি সমন্বয় ও ডাটাবেজ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছি, যা একটু আগেই আমি আলোচনা করেছি।

বাজেটের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

২৭২। বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার জন্য নিরীক্ষা প্রতিবেদনের গুণগত মান উন্নয়ন এবং অডিট আপত্তিসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হবে। আমরা নিরীক্ষা ব্যবস্থাকে

নিরীক্ষা কার্যক্রম

আরো কার্যকর করার লক্ষ্যে একটি নিরীক্ষা আইন (Audit Act) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আগামী অর্থবছরে কয়েকটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগে কৃতিভিত্তিক নিরীক্ষা (Performance Audit) সম্পন্ন করা হবে।

অবকাঠামো খাতে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ

মাননীয় স্পীকার

২৭৩। কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য দেশের অবকাঠামো খাতের উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই আমরা বিদ্যুৎ, জ্বালানি, সড়ক ও রেল যোগাযোগসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়ন করে আসছি।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব

সরকারের পাশাপাশি অবকাঠামো খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে আমরা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) পদ্ধতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। পিপিপি উদ্যোগকে সফল করতে আমরা এ সংক্রান্ত একটি নতুন নীতি ও কৌশল এবং প্রকল্প বাছাই ও অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা গত আগস্ট ২০১০-এ জারি করেছি এবং এর আওতায় বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করতে পেরেছি।

২৭৪। পিপিপি সংক্রান্ত জারিকৃত নতুন নীতিমালা অনুযায়ী আমরা একটি পিপিপি অফিস স্থাপন করেছি। দক্ষতা ও দ্রুততার সাথে কাজ করার জন্য এ অফিসকে প্রয়োজনীয় নির্বাহী এখতিয়ার ও আর্থিক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

পিপিপি নীতিমালা ও পিপিপি অফিস

ইতোমধ্যে এ অফিসে বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাসহ বাকি লোকবল নিয়োগের কাজ চলছে। এর পাশাপাশি, অর্থ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তাদের পিপিপি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে একটি কথা আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই যে, পিপিপি আমাদের দেশের জন্য একটি নতুন ধারণা এবং অবকাঠামো খাতে পিপিপি চুক্তিগুলো সাধারণত বেশ দীর্ঘমেয়াদি হয়ে থাকে। এজন্য সফলভাবে পিপিপি বাস্তবায়ন করতে হলে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত।

২৭৫। আমি ইতোমধ্যে আমার বক্তব্যে বেশকিছু চলমান এবং অচিরেই বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেছি। এ প্রকল্পগুলো সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ যাবত ১৭৮ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র পিপিপি'র আওতায় নির্মিত হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ৪১০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন আরও ৬টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। পাশাপাশি আমরা কালিয়াকৈরে একটি হাইটেক পার্ক ও কাওরান বাজারে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের জন্য এবং টেলিযোগাযোগ খাতে ২টি ও স্যানিটেশন খাতে ১টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পিপিপি'র আওতায় দরপত্র আহ্বানের প্রক্রিয়া শুরু করেছি। আমরা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ৮টি স্থলবন্দরের কার্যক্রম শুরু করেছি। এছাড়া পিপিপি'র আওতায় ঢাকার চারপাশে স্যাটেলাইট টাউন গড়ে তোলার বিষয়টি আমরা বিবেচনা করছি। মংলাবন্দর ও চট্টগ্রাম বন্দরে নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা ও ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থা ডিজিটাইজ করার কাজ সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে করার উদ্যোগ নিয়েছি। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে (Dhaka Elevated Expressway) ও মেয়র হানিফ উড়াল সেতু পিপিপি'র আওতায় নির্মিত হচ্ছে। বিগত দুই বছরে অনুমোদিত পিপিপি প্রকল্পের সংখ্যা খুব বেশী না হলেও, আমরা আশাবাদী যে, পিপিপি বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদে একটি টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে আমরা সক্ষম হব।

পিপিপি প্রকল্প

২৭৬। পিপিপি কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করতে এবং এতে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে আমরা বাংলাদেশ অবকাঠামো অর্থায়ন তহবিল (Bangladesh Infrastructure Finance Fund, BIFF) গঠন করেছিলাম। এ তহবিলটিকে আমরা একটি কোম্পানি হিসেবে রূপান্তর করেছি এবং আগামী ২০১১-১২ অর্থবছর হতেই এ কোম্পানি বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরু করতে পারবে। পিপিপি উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিনিয়োগের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় এ তহবিলে আমরা ইতোমধ্যে ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকা প্রদান করেছি এবং আগামী অর্থবছরের বাজেটে আরো ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এছাড়াও, পিপিপি প্রকল্পের কারিগরি সহায়তার জন্য আগামী বাজেটে ১০০ কোটি টাকা এবং এর পাশাপাশি

বাংলাদেশ অবকাঠামো অর্থায়ন তহবিল, কারিগরি সহায়তা ও VGF

বাণিজ্যিকভাবে আপাতত অলাভজনক কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনসেবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পিপিপি প্রকল্পগুলোতে **'ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ড'** (Viability Gap Fund) হিসেবে ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব করছি। ইতোমধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে পিপিপি প্রকল্পের জন্য কারিগরি সহায়তা ও 'ভায়াবিলিটি গ্যাপ'-এর জন্য অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব আসতে শুরু করেছে।

আর্থিক খাত

মাননীয় স্পীকার

সার্বভৌম ঋণমান নির্ধারণ

২৭৭। আমি ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি Moody's এবং Standard and Poor's (S&P) এ বছরও আমাদের ঋণমান অবস্থান পর্যালোচনা করে পূর্বের ঋণমান অক্ষুণ্ন রেখেছে। বিশ্বমন্দা সৃষ্ট অর্থনৈতিক কারণে সাম্প্রতিক সময়ে যেখানে বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের ঋণমাণের অবনয়ন হয়েছে সেখানে বাংলাদেশ ঋণমান অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি আমাদের আর্থিক শৃঙ্খলা ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক সুব্যবস্থাপনারই নির্দেশক। ঋণমানের এ অবস্থা দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর ইতিবাচক প্রভাব রেখেছে।

আর্থিক খাত সংস্কার

২৭৮। গত বাজেট বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম, একটি দক্ষ আর্থিক খাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বেশ কিছু সংস্কারমূলক কার্যক্রম আমরা শুরু করেছি। এরই ধারাবহিকতায়, ইতোমধ্যে ব্যাংকিং খাতের আইনি কাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম অটোমেশনের অংশ হিসেবে আন্তঃব্যাংক নেটওয়ার্কিং-এর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল বিভাগ/অফিসের মধ্যে সংযোগ (connectivity) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় করার লক্ষ্যে ব্যাংকিং সফটওয়্যার বাস্তবায়নের কাজও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২৭৯। বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার জন্য আমরা ব্যাংক কোম্পানি আইন এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন সংশোধনের খসড়া প্রণয়নে

উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এছাড়া আন্তর্জাতিকভাবে অধিভুক্ত (Internationally affiliated) অডিটরের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ২০১০ সালের হিসাব, ব্যাংকের ঝুঁকি, সম্পদ, আয়ের মান, মূলধন পর্যাপ্ততা নিরীক্ষার কাজ শুরু করা হয়েছে। এতে আর্থিক খাতের দক্ষতা, গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বাড়বে। আর্থিক খাতে ঋণ ঝুঁকি (credit risk) বাজার ঝুঁকি (market risk) ও পরিচালনা ঝুঁকি (operational risk) মোকাবেলা করা সম্ভব হবে।

ব্যাংক ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

২৮০। ব্যাংকিং খাতকে আরো শক্তিশালী করে একে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক স্তরে উন্নীত করা এবং মূলধন সংরক্ষণ আরো ঝুঁকি-সহনশীল ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বর্তমানে ব্যাসেল-১ (Basel I) এর সাথে ব্যাসেল-২ (Basel II) অনুযায়ী ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন সংরক্ষণ নীতিমালা জারি করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০১০ থেকে বাস্তবায়িত ব্যাসেল-২ এর নীতি অনুসরণে সকল ব্যাংকের ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততার (Risk-Weighted Capital Adequacy) পরিমাণ ১০ শতাংশে উন্নীতকরণের কাজ শুরু করা হয়েছে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ

২৮১। সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রমকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে **'মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯'** এবং **'সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯'** প্রণয়ন করে। বর্তমানে আন্তর্জাতিকমানের সাথে সঙ্গতি রেখে এ দুটো আইন পুনঃপ্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং এবছরই এ দুটো আইনের অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাস অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম গ্রহণের সুবিধার্থে ইতোমধ্যে একটি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাস অর্থায়ন প্রতিরোধে এ বিষয়ক তথ্য আদান-প্রদানের প্রয়োজনে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে গঠিত আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (Financial Intelligence Unit, FIU)-এর সাথে ১০টি দেশের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

বীমা খাত সংস্কার

২৮২। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে ও জনজীবনের ঝুঁকিপ্রসূত সমস্যা নিরসনে বীমা খাত অতি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ খাতের

ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালীকরণ ও এর সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা **'বীমা আইন, ২০১০'** এবং **'বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০'** প্রণয়ন করেছি। এ আইনের আওতায় বীমা পলিসি গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণ, বীমা খাতের আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালীকরণ এবং এ খাত পরিচালনায় সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইন্সুরেন্স কর্পোরেশন আইন সংশোধনের কার্যক্রমও হাতে নেয়া হয়েছে।

পুঁজিবাজার

২৮৩। মন্দার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পুঁজিবাজারে ধ্বস নামলেও গত বছর বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে যথেষ্ট তেজিভাব লক্ষ্য করা গেছে। গত দু'বছর ধরে মূল্যসূচক ও বাজার মূলধন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি বাজার মূল্যের সংশোধন হয়েছে। এ পর্যায়ে পুঁজিবাজারের ২/৩ বছরের গতিপ্রকৃতি সংক্ষেপে তুলে ধরতে চাই। জানুয়ারি, ২০০৯-তে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বাজার মূলধন ছিল জিডিপি'র ১৭.০ শতাংশ। জানুয়ারি, ২০১০-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৮.০ শতাংশে এবং জানুয়ারি, ২০১১-তে ৪৪.০ শতাংশে। দু'বছরে প্রায় ১৯২ শতাংশ বাজার মূলধন বৃদ্ধি কাঠামোগতভাবে কাঙ্ক্ষিত ছিল না। এতে অনেকের ব্যর্থতা ও ইন্ধন ছিল। ফলে জানুয়ারি, ২০১১-এর শেষ ভাগে বাজারে মূলধন নেমে আসে জিডিপি'র প্রায় ৪০ শতাংশে। বাজার সংশোধন ঘটে। অনেকে এটাকে এক ধরনের বিপর্যয় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য আমরা একটি তদন্ত টিম করি এবং তাদের প্রতিবেদন পুরোটা আমরা প্রকাশ করেছি। স্বল্প সময়ে এই প্রতিবেদনটি প্রণয়নের শ্রমসাধ্য কাজটি যাঁরা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। তবে, সম্ভবত: সময়ের স্বল্পতার জন্য কোনো কোনো পর্যবেক্ষণ ও অভিমত অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।

পুঁজিবাজার সংস্কার

২৮৪। আমরা এই প্রতিবেদনে বিধৃত অধিকাংশ সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছি। বিনিয়োগকারী, মধ্যস্থতাকারী এবং কোম্পানিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের উন্নতিকল্পে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট নামে একটি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। স্টক এক্সচেঞ্জের মালিকানা, ব্যবস্থাপনা ও ট্রেডিং কার্যক্রম পৃথক করার লক্ষ্যে এবং পুঁজিবাজারে কারসাজি রোধকল্পে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এ মালিকানা, ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনা পৃথকীকরণ (Stock Exchange

Demutualization) কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে এনে পুঁজিবাজারের ক্রমবর্ধমান পতন ঠেকানো, স্থিতিশীলতা রক্ষা, দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আইসিবি'র (Investment Corporation of Bangladesh) উদ্যোগে ৫ হাজার কোটি টাকার বাংলাদেশ ফান্ড নামে একটি মেয়াদবিহীন (open end) মিউচুয়্যাল ফাণ্ড গঠন করা হয়েছে। এ ফাণ্ডটি যাতে যথেষ্ট সতর্কতার সাথে ব্যবহৃত হয় এবং ভবিষ্যতে রাজস্ব খাতের ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখব।

২৮৫। পুঁজিবাজারের বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম রোধকল্পে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সার্ভেইল্যান্স সফটওয়্যার প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণসহ পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষায় ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন (Financial Reporting Act) প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি, নিরীক্ষা ও হিসাব কার্যক্রমের মান ও স্বচ্ছতার ওপর নজরদারি করার লক্ষ্যে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (Financial Reporting Council) গঠনের বিষয়টিও আমাদের বিবেচনায় রয়েছে। এছাড়া এসইসি'র আইন ও বিভিন্ন বিধিমালা এবং কোম্পানি আইনের সংস্কার কার্যক্রমও ইতোমধ্যে শুরু করা হয়েছে। পুঁজিবাজারে বিদ্যমান বুক বিল্ডিং পদ্ধতির অপব্যবহার রোধে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যু) রুলস, ২০০৬ সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। একই সাথে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য পৃথক ক্লিয়ারিং এন্ড সেটেলমেন্ট কোম্পানি প্রতিষ্ঠারও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আগামী অর্থবছরের মধ্যে আমরা বিভিন্ন ব্যাংকের শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মার্জিন লেন্ডিং (Margin Lending) এবং জামানতের (Collateral Requirement) শর্ত প্রতিপালন হচ্ছে কি না তা নজরদারির আওতায় আনব এবং আন্তর্জাতিক কর্মপ্রণালী অনুযায়ী শেয়ার বাজারের কার্যক্রম পরিচালনার নিয়ন্ত্রণ কাঠামোকে স্বচ্ছ করব।

Financial Reporting Act

ভূমি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও আবাসন

ভূমি ব্যবস্থাপনা

মাননীয় স্পীকার

২৮৬। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে আসলেও জনসংখ্যাকে স্থিতিশীল করা সম্ভব হচ্ছে না। অপরদিকে আবাসন, শিল্প ও বাণিজ্যের কাজে ভূমির ব্যবহার পরিবর্তিত হওয়ায় প্রতিবছর আবাদযোগ্য ফসলী জমির পরিমাণ সাম্প্রতিক সময়ে প্রায় ০.৫ শতাংশ হারে হ্রাস পাচ্ছে। এ সংকট উত্তরণে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ভূমির পরিকল্পিত ও সর্বোত্তম ব্যবহারকে গুরত্ব দিতে হবে। একটি গতিশীল, টেকসই ও জনকল্যাণমুখী ভূমি প্রশাসন গড়ে তোলার মাধ্যমে আমরা ভূমির পরিকল্পিত ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারি। তাই গত দুটি বাজেট ঘোষণায় আমি ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান অচলায়তন ভেঙ্গে তা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে এদেশে একটি ডিজিটাইজড ভূমি ব্যবস্থার প্রবর্তন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলাম।

২৮৭। আমরা জানি যে, আমাদের জনবসতি খুব ঘন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ভূমি ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে রাস্তা, বসতি, শিল্পাঞ্চল এবং নানা ধরনের স্থাপনা অনবরত কৃষি ভূমি, জলাভূমি ও বন এলাকা সংকুচিত করছে। শিল্পাঞ্চল নির্দিষ্টকরণের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো আগামী বছরের শুরুতেই ঘোষণা করা হবে। কিন্তু সার্বিক এই পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য প্রথমেই আমাদের সারাদেশে এক ধরনের জোনিং ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। একইসঙ্গে আমাদের ভূমি রেকর্ডকে স্বচ্ছ করতে হবে যাতে মালিকানা ও ব্যবহার অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হতে পারে। এই দুটি লক্ষ্য হাসিল করার জন্য ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি প্রশাসনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করতে হবে।

ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশন

২৮৮। তারই কিছু পদক্ষেপ আমরা ইতোমধ্যে নিয়েছি। ভূমি রেকর্ড এবং বিভিন্ন জরিপের ফলাফল কম্পিউটারাইজ করা হচ্ছে। এই রেকর্ড এবং সেটেলাইট ম্যাপ ব্যবহার করে জমির ব্যবহার এবং জমির মালিকানার তথ্য সমন্বিত করা যাবে। ভূমি

ভূমি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা

রেজিস্ট্রেশন দপ্তরেও ডিজিটাইজেশন চালু করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে কয়েক ঘন্টার মধ্যে নিবন্ধন কাজ সম্পন্ন করে নিবন্ধিত রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং প্রক্রিয়াকরণ সময় হ্রাস। আর একটি উদ্দেশ্য হলো জনগণের হয়রানি কমাবার লক্ষ্যে সকল প্রকার কর ও ফি একই পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদানের উদ্যোগ। ভূমি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে মূল্য পুনঃনির্ধারণ করে জমির মূল্য ও রেজিস্ট্রেশন ব্যয় সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে।

২৮৯। ইতোমধ্যে ঢাকা মহানগরীর ১৯১টি মৌজার খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপসিট (map-sheet) ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন করে ওয়েবসাইটে (website) দেয়া হয়েছে। ঢাকা জেলার ভূমি ব্যবস্থাপনা কম্পিউটারভিত্তিক করার লক্ষ্যে নেয়া কর্মসূচিতে ঢাকার ৫টি উপজেলাকে পাইলট প্রকল্প হিসেবে নেয়া হয়েছে। প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পর দেশব্যাপী এ কার্যক্রম সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে সম্পন্ন করার উদ্যোগও আমরা গ্রহণ করেছি। এর ফলে সমুদয় ভূমি প্রশাসন অর্থাৎ রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ, ভূমি শ্রেণীর পরিবর্তন, ভূমি মালিকানার নামজারি (mutation) এবং ভূমি রাজস্বের হিসাব সব এক দফতরে করা যাবে এবং ভূমি মালিকগণ ঘরে বসে জমি সংক্রান্ত সকল তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন। একই সাথে দলিল নিবন্ধন প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ ও সরল একটি প্রক্রিয়ায় পরিণত হবে। আমাদের বিশ্বাস পিপিপি-র মাধ্যমে এই বৃহৎ স্বপ্ন তিন বছরের মধ্যে ৬৪ জেলা ও ৭টি মহানগরে (রংপুরসহ) সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

২৯০। অপরিকল্পিত আবাসন, শিল্প স্থাপন এবং ভূমির অপব্যবহারের কারণে দেশের কৃষি জমি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, যা ভবিষ্যতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমরা কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমির অপব্যবহার রোধকল্পে **'কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন, ২০১১'** চূড়ান্ত করতে যাচ্ছি। একই সাথে দেশব্যাপী ভূমির ব্যবহারভিত্তিক জোনিং-এর কাজ চলমান রয়েছে। জোনিং কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর বিভিন্ন প্রকৃতির ভূমি সুরক্ষার জন্য আমরা সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করবো।

কৃষি জমি সুরক্ষা

২৯১। সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে এ পর্যন্ত ৬৩ হাজার ৯৪১টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ২৪ হাজার ৬৯ একর খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করেছে, যা দারিদ্র্য নিরসনের পাশাপাশি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। আগামী

অর্থবছরে সারাদেশে আরও ২০ হাজার ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৫ হাজার একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি নারীরা যেন ভূমির উপর মালিকানা বজায় রাখতে পারে সে লক্ষ্যে তাঁদের ঋণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা দেবার বিষয়টি আমরা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছি।

খাস জমি বিতরণ

২৯২। অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতা থেকে উদ্ভূত হয়রানি বন্ধ ও অর্পিত সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং অর্পিত সম্পত্তি সঠিকভাবে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে **'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১১'** জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ আইন পাস হলে অর্পিত সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত সমস্যার গ্রহণযোগ্য নিষ্পত্তি হবে।

অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন

আবাসন

মাননীয় স্পীকার

২৯৩। ভূমির স্বল্পতা ও উচ্চমূল্যের কারণে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য রূপকল্প-২০২১-এ ঘোষিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সকলের জন্য আবাসন বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উত্তরা সম্প্রসারিত প্রকল্প এলাকায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য বহুতলবিশিষ্ট ২২ হাজার ৫০০টি ফ্লাটের নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন, যার কাজ অনেকদূর এগিয়েছে। একইভাবে মোহাম্মদপুর, মিরপুর, পূর্বাচল, ঝিলমিল, ঢাকার দোহার এবং চট্রগ্রামের হালিশহর এলাকায় একই ধরনের ফ্লাট নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়াও আমরা **'একুশে আগস্ট-এর গ্রেনেড হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণ'** এবং **'ঢাকার মোহাম্মদপুরস্থ জেনেভা ক্যাম্পের অবাঙ্গালিদের বসিলায় পুনর্বাসনকল্পে আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ'** নামে দুটি প্রকল্প হাতে নিয়েছি।

মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের আবাসন

২৯৪। দেশের গৃহহীন দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নদী ভাঙন, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস এবং অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের বাসস্থান সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে ৫০

গৃহায়ণ তহবিল

কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে গৃহায়ণ তহবিল গঠন করা হয়। এ পর্যন্ত গৃহায়ণ ঋণ কার্যক্রমের আওতায় মোট ১৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দেশের ৬৪টি জেলার ৪০০টি উপজেলায় ৪৬ হাজার ৮০৮টি গৃহনির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উপকৃত হয়েছে ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪০ জন, এর মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ নারী।

২৯৫। রাজধানী ঢাকার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ হ্রাস করা ও ঢাকাকে একটি পরিকল্পিত মহানগরীতে পরিণত করার লক্ষ্যে ঢাকাকে নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, সাভার ও কেরানীগঞ্জ পর্যন্ত ১ হাজার ৫২৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকাব্যাপী সম্প্রসারণ করা হয়েছে। একই উদ্দেশ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে (Public Private Partnership, PPP) মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান, ঢাকা জেলার ধামরাই এবং মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইরে স্যাটেলাইট সিটি তৈরির তিনটি প্রকল্প-প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে। অপর একটি স্যাটেলাইট সিটি নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্প প্রণয়নের কাজ প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, যা রাজউক বাস্তবায়ন করবে। এছাড়া সকল বিভাগীয় শহরের ভূমি ব্যবহার বিষয়ে বিশদ অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা (Detailed Area Plan, DAP) প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয় এবং ইতোমধ্যে ঢাকা, চট্রগ্রাম, সিলেট ও বরিশালে কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

পরিকল্পিত নগরায়ন

২৯৬। রিয়েল এস্টেট দেশের অর্থনীতির একটি সম্ভাবনাময় খাত। এ খাতে বড় বিনিয়োগের পাশাপাশি প্রচুর অদক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। রিয়েল এস্টেট খাতের গুরুত্ব বিবেচনা করে এর সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে **‘রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০’** প্রণয়ন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি সাথে পরিবেশ-বান্ধব, নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত ইমারত নির্মাণের লক্ষ্যে প্রণীত আইনটি (Bangladesh National Building Code, BNBC) যুগোপযোগী করে একটি খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। এছাড়া, বেসরকারি উদ্যোগে বাস্তবায়নযোগ্য আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলো সুরাহার জন্য **‘নগর অঞ্চল পরিকল্পনা এবং ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১১’** এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

রিয়েল এস্টেট

২৯৭। আমি আগামী ২০১১-১২ অর্থবছরে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও আবাসন খাতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে মোট ২ হাজার ১৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

চতুর্থ অধ্যায়

২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো

মাননীয় স্পীকার

২৯৮। এখন আমি ২০১১-১২ অর্থবছরের সামগ্রিক বাজেট কাঠামোর ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই। একটি মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে অন্তর্নিহিত কতিপয় অনুমানের ওপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করেছি আগামী অর্থবছরের বাজেট। আমরা আগামী অর্থবছরের অর্থনৈতিক ও রাজস্ব সূচকসমূহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি। বিশ্ব বাণিজ্যের গতি ফিরে আসা, রপ্তানি বাণিজ্যে আমাদের সুদৃঢ় অবস্থান, রাজস্ব আহরণের সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি, কৃষি খাতে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি, বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি, মেয়াদি শিল্প ঋণের উচ্চ প্রবৃদ্ধি আমাদেরকে ২০১১-১২ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে সহায়তা করেছে। এ কাঠামোতে অনুমান করা হয়েছে যে, আগামী অর্থবছরে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার হবে ৭ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছর নাগাদ প্রবৃদ্ধির এ হার ৮ শতাংশে উন্নীত হবে।

অনুমান

২৯৯। এ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে মূলত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, যোগাযোগ অবকাঠামো এবং কৃষিখাতের উন্নয়নের মাধ্যমে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের হালনাগাদ পথনকশা অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০১২-এর মধ্যে আমরা অতিরিক্ত ২ হাজার ১৫৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হব এবং পরবর্তী ৫ বছরে অতিরিক্ত আরো ৯ হাজার ৬৪৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। দেশে নতুন কূপ খনন, এলএনজি আমদানি, কয়লা উৎপাদন ও আমদানি এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা জ্বালানি খাতের সমস্যা সমাধান করতে পারব। এ খাতে সরকারি ও বেসরকারি মালিকানায় যে সকল বড় প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে, সেগুলোর সফল বাস্তবায়নের ফলে ব্যক্তিখাতে প্রচুর বিনিয়োগ আসবে এবং প্রবৃদ্ধির হার কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছাবে। শিল্প খাতের বিকাশের পাশাপাশি আর্থিক, বাণিজ্য ও অন্যান্য সেবা খাতে উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি ঘটবে। প্রবৃদ্ধি অর্জনের অনেক কিছুই নির্ভর করছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’র সফল ও গুণগত বাস্তবায়নের ওপর। আমরা আশা করছি, এডিপিতে বরাদ্দকৃত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সম্ভব

হবে, এডিপি বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সহায়তা ৩৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পাইপ লাইনে যে ১ হাজার ৭২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রয়েছে, মধ্যমেয়াদে তার অধিকাংশই আমাদের ব্যবহার করতে হবে।

৩০০। কৃষি খাতে আমরা ধারাবাহিকভাবে যে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি কৃষি উৎপাদনে শস্য-নিবিড়তা (crop intensity) ও কৃষিপণ্যের বহুমুখীকরণের (crop diversification) ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তা টেকসই করার প্রচেষ্টাও আমরা অব্যাহত রেখেছি। উচ্চ ফলনশীল বীজ এবং প্রতিকূল আবহাওয়া – যেমন বন্যা, খরা ও লবণাক্ততা-সহিষ্ণু বীজ উদ্ভাবনের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের ব্যাপক প্রসার ঘটবে এবং সরকার পরিকল্পনা অনুযায়ী তা করতে সক্ষম হবে।

৩০১। রাজস্ব খাতে আইনগত, পদ্ধতিগত, কাঠামোগত ও জনশক্তি সংক্রান্ত যেসব সংস্কার কার্যক্রম চলতি অর্থবছরে গ্রহণ করা হয়েছে এবং আগামী ২ বছরে বাস্তবায়িত হবে তার প্রেক্ষিতে রাজস্ব আহরণের হার জিডিপি’র ১২ শতাংশ থেকে বেড়ে মধ্যমেয়াদে ন্যূনতম ১৫ শতাংশে পৌঁছাবে। চলতি অর্থবছরে জিডিপি’র ১২.১ শতাংশ হারে রাজস্ব আহরিত হবে এবং আশা করছি আগামী অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের হার ১৩.২ শতাংশে উন্নীত হবে। উন্নয়ন কর্মসূচিতে অর্থায়নের জন্য সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করছে। অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদের হার বেশি হওয়ায় সরকারের দায়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুদ পরিশোধ বাবদ প্রতিবছর সরকারকে জিডিপি’র প্রায় ২ শতাংশ এবং বাজেটের প্রায় ১১ শতাংশ পরিশোধ করতে হয় যার মধ্যে ১০ শতাংশ বৈদেশিক ঋণের সুদ বাবদ এবং অবশিষ্ট ৯০ শতাংশ অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ বাবদ পরিশোধ করতে হচ্ছে। বিনিয়োগ থেকে অধিক মুনাফা (higher rate of return) অর্জন সাপেক্ষে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ঋণ গ্রহণের বিষয়টি আমরা বিবেচনায় রেখেছি। প্রস্তাবিত বাজেটে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সহনীয় মূল্যবিন্যাস (tarrif adjustment) অনুমান করা হয়েছে, যাতে মূল্যস্ফীতির কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার ব্যয়ভারের ওপর নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে। তবে, জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির অপ্রত্যাশিত অভিঘাত মোকাবেলায় বাজেট ব্যবস্থাপনায় কোনো বিরূপ প্রভাব দেখা দিলে, সেক্ষেত্রে শৃংখলা রক্ষার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আমরা দ্বিধা করব না।

৩০২। মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য আমরা যে উদ্যোগ নিয়েছি তার মাধ্যমে আমরা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অভিঘাত মোকাবেলা করে মূল্যস্তরকে সহনীয় পর্যায়ে রাখা ও মূল্যস্ফীতিকে আগামী অর্থবছরে ৭.৫ শতাংশে নামিয়ে আনা এবং মধ্যমেয়াদে তা ৫ শতাংশের কাছাকছি নিয়ে আসতে সক্ষম হব বলে আশা করছি। পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে মুদ্রাখাতে নেয়া আমাদের পদক্ষেপসমূহও অব্যাহত থাকবে যা মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। তবে বর্তমানে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের যে উচ্চ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে তা প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার নিরিখে অত্যধিক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আমরা বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার ওপর জোর দিয়েছি। একই সাথে অভ্যন্তরীণ ও জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং জাতীয় সঞ্চয়কে বিনিয়োগে রূপান্তরের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। আশা করছি আমরা যে পথে এগিয়ে যাচ্ছি, তাতে আগামী অর্থবছরে ৭ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে। একই সাথে সমন্বিত ও যৌক্তিক রাজস্ব ও মুদ্রানীতি অনুসরণের মাধ্যমে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষা করতে সমর্থ হব। সমর্থ হব স্থিতিশীল বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি সংরক্ষণে।

মাননীয় স্পীকার

৩০৩। এবার আমি আগামী ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরব (সারণি ৪):

সারণি ৪: ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো

খাত	**২০১১-১২ (প্রস্তাবিত বাজেট)**	
	কোটি টাকায়	জিডিপি'র শতকরা হার
রাজস্ব আয়	১,১৮,৩৮৫	১৩.২
এনবিআর কর রাজস্ব	৯১,৮৭০	১০.২
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	৩,৯১৫	০.৪
কর বহির্ভূত রাজস্ব	২২,৬০০	২.৫
সরকারি ব্যয়	১,৬৩,৫৮৯	১৮.২
অনুন্নয়ন ব্যয়সহ অন্যান্য ব্যয়	১,১৭,৫৮৯	১৩.১

খাত	২০১১-১২ (প্রস্তাবিত বাজেট)	
	কোটি টাকায়	জিডিপি'র শতকরা হার
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪৬,০০০	৫.১
বাজেট ঘাটতি	৪৫,২০৪	৫.০
ঘাটতি অর্থায়ন :		
অভ্যন্তরীণ উৎস	২৭,২০৮	৩.০
বৈদেশিক উৎস	১৭,৯৯৬	২.০

- ২০১১-১২ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৩৮৫ কোটি টাকা - যা জিডিপি'র ১৩.২ শতাংশ।

রাজস্ব আয় প্রাক্কলন

  - এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সূত্রে ৯১ হাজার ৮৭০ কোটি টাকার কর রাজস্ব প্রাক্কলন করা হয়েছে (জিডিপি’র ১০.২ শতাংশ)।
  - এনবিআর-বহির্ভূত সূত্র থেকে কর রাজস্ব প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩ হাজার ৯১৫ কোটি টাকা (জিডিপি’র ০.৪%)।
  - কর-বহির্ভূত খাত থেকে রাজস্ব আহরিত হবে ২২ হাজার ৬০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.৫ শতাংশ)।

- ২০১১-১২ অর্থবছরে বাজেটের মোট **ব্যয় প্রাক্কলন** করা হয়েছে ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৫৮৯ কোটি টাকা।

ব্যয় প্রাক্কলন

  - এবারে বাজেটে অনুন্নয়নসহ অন্যান্য খাতে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৫৮৯ কোটি টাকা (জিডিপি’র ১৩.১ শতাংশ)।
  - বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৪৬ হাজার কোটি টাকা (জিডিপি’র ৫.১ শতাংশ)।

- সার্বিকভাবে বাজেট ঘাটতি দাঁড়াবে ৪৫ হাজার ২০৪ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ।
  - ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক সূত্র হতে ১৭ হাজার ৯৯৬ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.০ শতাংশ)

➢ অভ্যন্তরীণ সূত্র হতে ২৭ হাজার ২০৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.০ শতাংশ) নির্বাহ করা হবে।

- অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সংগৃহীত হবে ১৮ হাজার ৯৫৭ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.১ শতাংশ)

বাজেট ঘাটতি

- ব্যাংক-বহির্ভূত খাত থেকে নির্বাহ করা হবে ৮ হাজার ২৫১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৯ শতাংশ)

➢ ঘাটতি অর্থায়নে এবারও আমরা সহজ শর্তে স্বল্প সুদের বৈদেশিক উৎসকে গুরুত্ব দিয়েছি।

৩০৪। ২০১০-১১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অপেক্ষা অনুন্নয়ন ব্যয় ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় বেড়েছে যথাক্রমে ২৫.৩ শতাংশ ও ২৮.২ শতাংশ। অনুন্নয়ন ব্যয়ের ১৫.০ শতাংশ মূলত উন্নয়ন ব্যয়, যা ব্যয়িত হবে অতি দরিদ্রদের জন্য গৃহীত বিভিন্ন নিরাপত্তা বেষ্টনীমূলক কর্মসূচি ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বহির্ভূত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচিতে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও এসব উন্নয়ন কর্মসূচি মিলে মোট উন্নয়নমূলক ব্যয় দাঁড়াবে জিডিপি'র ৭.১ শতাংশে।

৩০৫। গত বাজেট ঘোষণায় আমরা যেমন দেশের কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলের দিকে না তাকিয়ে নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী আঞ্চলিক সমতা, উন্নত অবকাঠামো এবং গুণগত ব্যয় বিবেচনায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার নির্ধারণ করেছিলাম এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি (সারণি ৫):

সারণি ৫: ২০১১-১২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বরাদ্দ

বৃহত্তর খাত	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	%
মানব সম্পদ (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি)	১০,৩০৪.২	২২.৪
সার্বিক কৃষি খাত (কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও পানি সম্পদ)	৮,৫১২.০	১৮.৫
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত	৮,২৮৬.৫	১৮.০
যোগাযোগ (সড়ক, রেল, সেতু, নৌ, বিমান ও টেলিযোগাযোগ)	৮,০৫৪.৪	১৭.৫
অন্যান্য	১০,৮৪২.৯	২৩.৬
সর্বমোট	**৪৬,০০০.০০**	**১০০.০**

- প্রস্তাবিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে :

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

  - মানবসম্পদ (শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি) খাতে ২২.৪ শতাংশ
  - সার্বিক কৃষিখাতে (কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান এবং পানিসম্পদ) ১৮.৫ শতাংশ
  - বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ১৮.০ শতাংশ
  - যোগাযোগ (সড়ক, রেল, সেতু, নৌ, বিমান ও টেলিযোগাযোগ) খাতে ১৭.৫ শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

- আমি গত অর্থবছরের বাজেটে উল্লেখ করেছিলাম, আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন হার আশাব্যাঞ্জক নয়। কেবল ১০টি মন্ত্রণালয় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রায় ৭৮ শতাংশ বাস্তবায়ন করছে।

  - মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রায়িত হলেও এখনও তা ফলপ্রসূ হয়ে ওঠেনি। এ কারণে আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বাজেট ও পরিকল্পনা অনুবিভাগ জোরদারকরণ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে।

- আমি নিশ্চিত যে, **পরিবীক্ষণ** কার্যক্রম জোরদার করা হলে বাস্তবায়ন হার আরও বৃদ্ধি পেত। এখনো মন্ত্রণালয়গুলো বাজেট ঘোষণার পরপরই তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করতে পারে এবং আগামী ৫ বছরে বরাদ্দ কী হতে পারে তার আভাস তাদের জানা থাকে। তাই, প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয় টেন্ডার প্রক্রিয়াসহ অনেক কাজ এগিয়ে রাখতে পারে এবং অধীনস্থ বিভাগসমূহকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। প্রতিসংক্রম করতে পারে কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।

সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো

৩০৬। আমি ইতোমধ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ কাঠামো উপস্থাপন করেছি। এখন প্রস্তাবিত বাজেটের সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এ মহান সংসদে তুলে ধরতে চাই যা থেকে সমগ্র বাজেটের খাতওয়ারি বিভাজন ও অগ্রাধিকার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে

(সারণি ৬)। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সম্পাদিত কাজের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী আমরা এগুলোকে ৩টি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি – সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো ও সাধারণ সেবা খাত।

সারণি ৬: সমগ্র বাজেটের খাতওয়ারি বিভাজন ও অগ্রাধিকার

খাত	মোট ব্যয় (কোটি টাকা)	মোট বাজেটের শতাংশ	জিডিপি'র শতাংশ
সামাজিক অবকাঠামো এর মধ্যে	৪৯,৬৯০	৩০.৪	৫.৫
মানব সম্পদ	৩৪,১৫০	২০.৯	৩.৮
ভৌত অবকাঠামো এর মধ্যে	৪৭,৭২৮	২৯.২	৫.৩
(১) সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন	২৪,৭৮৭	১৫.২	২.৮
(২) বৃহত্তর যোগাযোগ	১০,৬৪৪	৬.৫	১.২
(৩) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	৮,৩১১	৫.১	০.৯
সাধারণ সেবা	২৭,৯৯০	১৭.১	৩.১
সুদ পরিশোধ	১৭,৯৯৭	১১.০	২.০
পিপিপি, ভর্তুকি ও দায়	৮,১০৯	৫.০	০.৯
নীট ঋণ দান ও অন্যান্য ব্যয়	১২,০৭৯	৭.৮	১.৩
মোট	১,৬৩,৫৮৯	১০০.০	১৮.২

- প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক অবকাঠামো খাতে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে মোট বরাদ্দের ৩০.৪ শতাংশ
    - যার মধ্যে মানবসম্পদ খাতে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতে) বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ২০.৯ শতাংশ।
- ভৌত অবকাঠামো খাতে প্রস্তাব করা হয়েছে মোট বরাদ্দের ২৯.২ শতাংশ – এর মধ্যেঃ
    - সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ১৫.২ শতাংশ
    - বৃহত্তর যোগাযোগ খাতে ৬.৫ শতাংশ এবং
    - বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ৫.১ শতাংশ

- সাধারণ সেবা খাতে ১৭.১ শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে
- সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP), বিভিন্ন শিল্পে আর্থিক সহায়তা, ভর্তুকি, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগজনিত ব্যয় বাবদ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ৫.০ শতাংশ
- সুদ পরিশোধ বাবদ প্রস্তাব করা হয়েছে ১১ শতাংশ
- নীট ঋণদান (net lending) ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ ব্যয়িত হবে অবশিষ্ট ৭.৮ শতাংশ।

সঞ্চয়পত্র

৩০৭। ব্যাংক ব্যবস্থার পাশাপাশি সরকার সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকেও ঋণ গ্রহণ করে থাকে। জনগণের কাছ থেকে গৃহীত এ ঋণ গ্রহণ একদিকে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম অর্থায়নে সহায়তা করে, অন্যদিকে এ সকল সঞ্চয় স্কীমের মাধ্যমে সরকার নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তাও প্রদান করে। বিদ্যমান পদ্ধতিতে সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তার স্বীকৃতি থাকে না। তাই, এ ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কার্যকারিতা পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হার নির্ধারিত থাকায় ব্যাংক আমানতের সুদের হারের সাথে সঞ্চয়পত্রের মুনাফার তারতম্য সার্বিক সুদের হার কাঠামোকে প্রভাবিত করে। এতে সার্বিকভাবে তহবিলের ব্যয় (Cost of Fund) বৃদ্ধি পায়। এসব বিবেচনায় স্বল্প মেয়াদে অর্থনীতির সার্বিক সুদের হার কাঠামোকে স্থিতিশীল ও বিনিয়োগ-বান্ধব করার লক্ষ্যে সঞ্চয়পত্রের সামঞ্জস্যপূর্ণ মুনাফার হার নির্ধারণ করে তার সাথে সামাজিক নিরাপত্তা প্রিমিয়াম যোগ করে চূড়ান্ত মুনাফার হার নির্ধারণ করার উদ্যোগ আমরা নিয়েছি।

পঞ্চম অধ্যায়

রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম

মাননীয় স্পীকার

৩০৮। এতক্ষণ মহান সংসদের সামনে আমি আগামী অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী পেশ করেছি। এসব ব্যয় মেটানোর ক্ষেত্রে কর-রাজস্ব হিসেবে সংগৃহীত স্থানীয় আয়ের ক্ষেত্র তৈরিতে নিয়ামক নীতি-নির্ধারণী

কর-নীতি

বিষয়ে এখন আমি বক্তব্য উপস্থাপন করছি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এখতিয়ারাধীন কর-রাজস্ব হিসেবে প্রাপ্ত আয়সমূহ সরকারের মূল উপার্জন হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। সরকারের কর-নীতি কেবলমাত্র সর্বোচ্চ পরিমাণে আদায়ের লক্ষ্যাভিমুখী নয় বরং বিনিয়োগ বৃদ্ধি, নতুন নতুন শিল্প কল-কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

৩০৯। আপনারা অবহিত আছেন যে, বিগত কয়েক বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর আহরণে উত্তরোত্তর সাফল্য দেখিয়ে আসছে। এ বছরের মে পর্যন্ত (সর্বশেষ

কর আহরণে সাফল্য

হিসাব অনুযায়ী) রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরিত সর্বমোট কর-এর প্রবৃদ্ধির হার বিগত বছরের তুলনায় ২৭ শতাংশের বেশি।

৩১০। আমি মনে করি, এতে আত্মতুষ্টির খুব বেশি সুযোগ নেই। কারণ আমাদের কর জিডিপির অনুপাত এখনো উন্নয়নশীল অনেক দেশের তুলনায় কম, যা মাত্র ৯.৩ শতাংশ। আমাদের সরকার এ ব্যবধান কমিয়ে আনার বিষয়ে শুরু থেকে

সংস্কারঃ নীতি ও প্রশাসন

সচেষ্ট রয়েছে। সরকারের কর্মমেয়াদের শুরু থেকেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ধারাবাহিক সংস্কারে মনোযোগ দেয়া হয়েছে। দুটি ক্ষেত্র যথা- (ক) নীতিগত/ আইনগত সংস্কার ও (খ) কর প্রশাসনের সংস্কারের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০১৫-

১৬ অর্থবছর মেয়াদি এনবিআর আধুনিকায়ন পরিকল্পনা এ মহান সংসদে উপস্থাপন করছি। এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলোঃ

(ক) আগামী ২০১৬ সালের মধ্যে কর-জিডিপির অনুপাত শতকরা ১৩ ভাগে উন্নীতকরণ;

(খ) ২০১৬ সালের মধ্যে করদাতাদের জন্যে ই-রেজিস্ট্রেশন, ই-ফাইলিং, কর রিটার্ণ, ঘোষণাপত্র দাখিল, কর পরিশোধ ও প্রত্যার্পণে দৃষ্টান্তমূলক আধুনিক ওয়েবভিত্তিক সেবা চালু; এবং

(গ) বিভিন্ন আদালতে শুল্ক-কর সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ২০১৬ সালের মধ্যে শতকরা আশি ভাগে নামিয়ে আনা।

৩১১। কৌশলগত এ পরিকল্পনার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ধারাবাহিক এসব কার্যক্রম ও সাধিত সংস্কারের ফলে রাজস্ব আহরণে আরো ব্যাপক গতিশীলতা সৃষ্টি হবে।

কর-আহরণের মৌলনীতিসমূহ

৩১২। এবার আমি আগামী অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় করের ক্ষেত্রে গৃহীত মৌলনীতিসমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই। এই মৌলনীতিসমূহ আমাদের সরকারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য এবং এ লক্ষ্য পূরণে আমাদের সার্বিক কর সংস্কার পরিকল্পনা থেকেই উদ্ভুত।

- আমরা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে আগামী দিনে দেশীয় শিল্প বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপযোগী একটি করনীতি প্রণয়নের প্রচেষ্টা নিয়েছি।
- করদাতাগণের স্বতঃস্ফূর্ত, স্বেচ্ছা অংশগ্রহণ ও উদ্বুদ্ধকরণ উপযোগী সহায়ক করসেবা ও পদ্ধতি গড়ে তোলার চেষ্টা করছি।
- কর অব্যাহতির বর্তমান ব্যবস্থা ২০১৩ পর্যন্ত বজায় রেখে সেখান থেকে সরে গিয়ে কর প্রদানের সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রয়াস নিচ্ছি।
- সামাজিক ন্যায়বিচার ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যথাযথ নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করে রাষ্ট্রের অনুকূলে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ কর আদায় নিশ্চিত করার বিষয় বিবেচনা করছি।

- ➢ বিভিন্ন কর আদায়ে মামলার দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করার উদ্দেশ্যে এবং কর আদায়কারী ও করদাতার মধ্যে আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়কর, মূসক এবং শুল্ক আইনে দ্রুততম সময়ে ও সমঝোতার ভিত্তিতে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ADR পদ্ধতি প্রচলনের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার

৩১৩। ইতোমধ্যে মূসক আইন ও প্রত্যক্ষ কর আইনের খসড়া প্রণীত হয়েছে। খসড়া মূসক আইনটি এ অধিবেশনে উপস্থাপন করার ঘোষণা দিয়েছিলাম। Stakeholderদের সাথে আরো আলাপ-আলোচনার জন্য মূসক ও প্রত্যক্ষ কর

মূসক ও প্রত্যক্ষ কর আইন

আইন দুটির খসড়া এ অধিবেশনে উপস্থাপন করা সম্ভব হলো না। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে মহান সংসদে আইন দুটি উপস্থাপন করতে সক্ষম হব বলে আশা করি। তবে এ দুটো খসড়ার অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য দিক অর্থবিল ২০১১-এ সন্নিবেশ করা হয়েছে। কর সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তিকল্পে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি তিনটি আইনেই সংশোধনী হিসেবে মহান সংসদে উপস্থাপন করা হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি, এতে সরকার তার ন্যায্য পাওনা পাবে এবং করদাতার পক্ষে স্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

৩১৪। করদাতা এবং কর আদায়কারী সব সময় কত কর প্রদান করা উচিত সে বিষয়ে একমত হন না। আয়কর, কর্পোরেট কর, আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক, সম্পূরক কর বা মূল্য সংযোজন কর সবক্ষেত্রেই এ রকম বিরোধ অস্বাভাবিক নয়। এজন্য বর্তমান ব্যবস্থায় আছে বিভিন্ন কর সংক্রান্ত আপীল এবং ট্রাইব্যুনাল। এছাড়া করদাতারা প্রায়ই সুপ্রিম কোর্ট ও অন্যান্য আদালতের শরণাপন্ন হন। এক হিসেবে

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি

বর্তমানে এ বিভিন্ন করখাতে ১৯ হাজার মামলা আদালতে রয়েছে এবং এ মামলাগুলোর ফলে অনুমিত মোট ৫ হাজার কোটি টাকার আদায় আটকে আছে। আমি গত বছর থেকেই বলছি যে আমাদের একটি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া দরকার (Alternative Dispute Resolution)। এই বিষয়ে বহুদিন বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনার পর এবং বিশেষ করে মাননীয় আইনমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলে এবার আমরা প্রতিটি আইনেই বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রস্তাব

করেছি। যখনই কোনো করের বিষয়ে কোনো বিরোধ দেখা দেবে তখনই এ বিষয়ে বিকল্প নিষ্পত্তির সুযোগ পাওয়া যাবে এবং মামলা চলাকালেও এ পদ্ধতিটি আদালতের অনুমতি নিয়ে গ্রহণ করা যাবে। আমার বিশ্বাস, এ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি একদিকে কর আদায়ে দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করবে এবং রাজস্ব কর্তৃপক্ষ ও রাজস্ব দাতাদের মধ্যে আস্থার সৃষ্টি করবে। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি ক্ষেত্রেই কিছু বিষয় নিয়ে এ পদ্ধতি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হবে (Piloting) এবং ক্রমান্বয়ে পদ্ধতিটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে।

করদাতার স্বীকৃতি

৩১৫। কষ্টার্জিত আয়ের বিপরীতে জনগণের আয়কর প্রদানকে সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থাও বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছে। বিদ্যমান ব্যবস্থার পাশাপাশি সারাদেশের সর্বোচ্চ করপ্রদানকারী ১০জন ব্যক্তি ও ১০টি কোম্পানীকে এ বছর থেকে Tax Card প্রদান করা হবে। Tax Card প্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সুবিধা পাবেন এবং তাঁরা CIP-এর মর্যাদা প্রাপ্ত হবেন। এ ধরনের সম্মাননা প্রদানের ব্যবস্থা মূল্য সংযোজন করের জন্যও আগামী বছরে শুরু করা হবে। এ সম্মাননাপত্র প্রদানের বিষয়ে আইন ও বিধিতে প্রস্তাব করা হয়েছে। একজন করদাতার একটি আর্থিক বৎসরের দাখিলপত্র যাচাই করে সঠিক ও যথাযথ পাওয়া সাপেক্ষে এ সম্মাননাপত্র প্রদান করা হবে। এর ফলে মূসক দাতাদের মধ্যে মূসক প্রদানে উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

রাজস্ব প্রক্রিয়া অটোমেশন

৩১৬। এখানে আমি রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার কর্মসূচির প্রধান কয়েকটি দিক তুলে ধরতে চাই। রাজস্ব আদায় প্রক্রিয়াকে যুগোপযোগী সহজ ও করদাতা-বান্ধব করার লক্ষ্যে ব্যাপকভিত্তিক সমন্বিত অটোমেশন চালু – যার মধ্যে অনলাইনে আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর রিটার্ন দাখিল, আমদানিকৃত পণ্যের ঘোষণা ও কর প্রদানের ব্যবস্থা তৈরি করা। ইতোমধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলকভাবে এই ব্যবস্থাটি চালু হয়েছে। এটিকে ব্যাপক ও সার্বজনীন রূপ দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে যা আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে।

কর প্রশাসনের সম্প্রসারণ

৩১৭। রাজস্ব বোর্ডের কর আদায় কার্যক্রমে একটি বড় বাধা ছিল প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা তথা জনবলের সংকট, উপায় উপকরণ ও প্রণোদনার অভাব। এ সময়ে এসব সংকট

উত্তরণে যথাসম্ভব প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। সম্প্রতি দীর্ঘ প্রায় দুই যুগ পর বেশ কিছুসংখ্যক মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান সম্ভব হয়েছে। বিগত বছরের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা কর-প্রশাসনের সম্প্রসারণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। নতুন অর্থবছর থেকেই সম্প্রসারিত কর প্রশাসন পূর্ণোদ্যমে তাঁদের কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে। একই সাথে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজস্ব প্রশাসনে নিযুক্ত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও আধুনিক জন-ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

প্রত্যক্ষ কর

আয়কর

মাননীয় স্পীকার

কর পরিশোধ সহজীকরণ

৩১৮। প্রত্যক্ষ কর হিসেবে আয়কর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের সুষম উন্নয়ন এবং জনগণকে উন্নততর সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার সংকল্পবদ্ধ। এ লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস হিসেবে আয়কর বাবদ রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি, আয়কর রিটার্ন দাখিল ও কর পরিশোধ পদ্ধতি সহজ এবং আধুনিক করার বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবসমূহ মহান সংসদে উপস্থাপন করছি।

করসীমা

৩১৯। প্রত্যক্ষ করের একটি মুলনীতি হলো সমতা আনয়ন। অধিক আয়ের লোকেরা অধিক হারে কর প্রদানে সক্ষম। অন্যদিকে, স্বল্প আয়ের লোকদের করহার কম হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ বিবেচনায় ব্যক্তি করদাতাদের করমুক্ত সীমা ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা করার প্রস্তাব করছি। তবে মহিলা ও ৬৫ বছর বয়স্ক করদাতাদের করমুক্ত সীমা ২ লক্ষ টাকা এবং প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে এ সীমা ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। বার্ষিক ১২ লাখ পর্যন্ত যাদের আয় তারা বর্তমান ব্যবস্থায় যথেষ্ট রেয়াত পাবেন। অন্যদিকে ২ কোটি টাকার সম্পত্তির অধিকারীদের উপর প্রদেয় করের ১০ শতাংশ হারে সারচার্জ আরোপের প্রস্তাব করছি। এ দুই

কোটি টাকা হবে সম্পত্তি অর্জনকালে মূল্যের ভিত্তিতে। কোম্পানি শ্রেণীর করদাতাদের করহার মূলতঃ অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার

৩২০। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, মন্ত্রী, জাতীয় সংসদ সদস্যগণ এবং উচ্চ আদালতের বিচারকগণের বেতন আয়করমুক্ত। বিভিন্ন মহল থেকে এ সুবিধা বৈষম্যমূলক বিধায় এর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। পাশাপাশি, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত আয়কর সরকারের কাছ থেকে ফেরৎ নেয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। এতে করে সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারীদের মধ্যে কর আরোপের সমতার নীতি বিঘ্নিত হচ্ছে। এ কারণে, জনগণের কাছে দায়বদ্ধ সরকার হিসেবে সকলের ক্ষেত্রে আইন সমভাবে প্রয়োগের লক্ষ্যে তাঁদের বেতন-ভাতাদির ক্ষেত্রে করমুক্ত সুবিধা প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। এখন থেকে সরকার থেকে প্রাপ্ত মূল বেতন বা সম্মানী আয়ের উপর প্রদেয় কর তাঁরা নিজেরাই পরিশোধ করবেন। এ লক্ষ্যে UU**পরিশিষ্ট-ক এর ১ম অংশে**UU প্রস্তাবসমুহ উপস্থাপন করছি।

করমুক্ত সুবিধা প্রত্যাহার

৩২১। করদাতাদের কর প্রদানের পদ্ধতি স্বচ্ছ ও সহজীকরণ করা হলে করদাতারা স্বপ্রণোদিত হয়ে কর প্রদানে উৎসাহী হবেন। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন মুখী কার্যক্রম গ্রহণের প্রস্তাব করছি। গত অর্থ বছরে দুটি কর অঞ্চলে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের কার্যক্রম চালু করা হয়েছিল। এবার আরো দুটি কর অঞ্চলে (কর অঞ্চল-৪ ও কর অঞ্চল-৬) এ কার্যক্রম বিস্তৃত করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। আশা করছি, আগামী ২০১৩-এর মধ্যে সারা দেশে অনলাইনে রিটার্ন দাখিল কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। এছাড়া, ঢাকা ও চট্টগ্রামে আগামী ১ জুলাই ২০১১ থেকে করদাতাদের যাবতীয় করসেবা প্রদানের জন্য দুটি Taxpayers' Information and Service Centre চালু হচ্ছে। ইতোমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে Tax calculator ও return preparation সফ্টওয়্যার সংযোজন করা হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর ২০১১ থেকে করদাতাগণ অনলাইনে তাদের টিআইএন রেজিস্ট্রেশন ও সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন। এ লক্ষ্যে TIN গ্রহণের সময় ১ হাজার টাকা কর প্রদানের বাধ্যবাধকতা তুলে নেয়ার প্রস্তাব করা হচ্ছে। পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ২০ শতাংশ অধিক আয় প্রদর্শনকারী করদাতার আয়কর

করদাতা-বান্ধব পদক্ষেপ

রিটার্ন শর্ত সাপেক্ষে অডিটের আওতার বাইরে রাখার প্রস্তাব করছি। আগামী বছর থেকে ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে নিরীক্ষার জন্য রিটার্ন যাচাই-বাছাই শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

৩২২। কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা বা Corporate Social Responsibility পরিপালন উৎসাহিত করার জন্য এর পরিধি পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া, কোম্পানি শ্রেণীর করদাতাগণ সিএসআর খাতে সর্বোচ্চ ৮ (আট) কোটি টাকা বা মোট আয়ের ২০ শতাংশ বিনিয়োগ বা অনুদান প্রদান করলে ১০ শতাংশ হারে আয়কর রেয়াত প্রাপ্ত হবে। একই সাথে ব্যক্তি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ রেয়াতসীমা বৃদ্ধি করে ১ (এক) কোটি টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। সিএসআরের পরিধি যৌক্তিকীকরণ ও বিস্তৃত করারও প্রস্তাব করছি। UU**পরিশিষ্ট-ক এর ২য় অংশে** UUএগুলো তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে।

CSR ও ব্যক্তি বিনিয়োগ

৩২৩। বিদ্যমান কর অবকাশের সময়সীমা ৩০ জুন, ২০১১ এ সমাপ্ত হবে। কর অবকাশের মেয়াদ ৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার এবং একইসঙ্গে শিল্পনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্দিষ্ট খাত ও এলাকার জন্য এ সুবিধা রাখার প্রস্তাব করছি। সড়ক, সেতু ইত্যাদি ভৌত অবকাঠামোর বেলায় কর অবকাশের মেয়াদ বর্তমানে ৫ বা ৭ বছরের পরিবর্তে ১০ বছর করার প্রস্তাব করছি। এছাড়া, অন্যান্য এলাকার সাথে সামঞ্জস্য রেখে Export Processing Zone (EPZ) এলাকায় ১ জানুয়ারি ২০১২-এর পর প্রতিষ্ঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে একইরূপ কর অবকাশ সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি। তবে এ সময়ের পূর্বে EPZ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পসমূহ বিদ্যমান সুবিধা ভোগ করবে। বিপুল ভোটে নির্বাচিত বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সফ্‌টওয়্যার উন্নয়নের ক্ষেত্রে আয়কর অব্যাহতির মেয়াদ ৩০শে জুন ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি। UU**পরিশিষ্ট-ক এর ৩য় অংশে**UU এ সংক্রান্ত প্রস্তাব উপস্থাপন করছি।

কর অবকাশ ও ইপিজেড

৩২৪। বর্তমান সরকার পুঁজিবাজারের বিকাশ এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। এজন্য অনেক বিনিয়োগকারীর

‘পুঁজিবাজার’ ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত

শেয়ার মুনাফা থেকে করযোগ্য সীমার অধিক আয় থাকা সত্ত্বেও আমরা পূর্বের ন্যায় কর অব্যাহতি সুবিধা বহাল রাখার প্রস্তাব করছি। বিনিয়োগকারীদের কোন টিআইএন প্রদর্শনেরও বাধ্যবাধকতা থাকছে না। এছাড়া, সরকারি বন্ড মার্কেট জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি বিআইএফএফএল বা ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগের উপর ১০ শতাংশ কর প্রদান সাপেক্ষে বিনিয়োগ বিবেচনার প্রস্তাব করছি। এ সংক্রান্ত প্রস্তাব UU<u>পরিশিষ্ট-ক এর ৪র্থ অংশে</u>UU উপস্থাপন করছি।

৩২৫। বর্তমানে এপার্টমেন্টের জন্য এলাকাভিত্তিক ভিন্ন হারে উৎসে কর আরোপের বিধান আছে। রিহ্যাবের পরামর্শক্রমে এলাকার পুনঃবিন্যাসের প্রস্তাব

উৎসে আয়কর সংগ্রহের হার যৌক্তিকীকরণ

করছি। তবে শ্রেণী অনুযায়ী সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন করহার অপরিবর্তিত থাকছে। ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে এবং মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন সঞ্চয়পত্রের সুদের হার পরিবর্তন করা হয়েছে। এজন্য উৎসে কর কর্তনের হার ১০ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি। অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের আওতা বৃদ্ধিসহ করহারের যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব UU<u>পরিশিষ্ট-ক এর ৪র্থ অংশে</u>UU তুলে ধরছি।

মাননীয় স্পীকার

৩২৬। বর্তমানে আমাদের জনসংখ্যার তুলনায় করদাতার সংখ্যা কম। জেলা শহরগুলো ব্যতীত উপজেলা এমনকি গ্রোথ সেন্টার পর্যায়েও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিকশিত হচ্ছে। আরো অনেক ব্যক্তি করযোগ্য আয় অর্জন করছেন। তাদেরকে

আয়কর প্রশাসন পুনর্বিন্যাস ও আধুনিকায়ন

করনেটের আওতায় আনার লক্ষ্যে কর বিভাগের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। আয়কর বিভাগের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। অচিরেই সম্প্রসারণ কার্যক্রম সম্পন্ন হবে এবং নতুন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে নব উদ্যমে রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম শুরু হবে। এছাড়া আয়কর আইনজীবীদের নিবন্ধন ও প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। UU<u>পরিশিষ্ট-ক এর ৫ম অংশে</u>UU এ সংক্রান্ত কিছু প্রস্তাবাবলী তুলে ধরছি।

৩২৭। গণতান্ত্রিক সরকারের চেতনাসমৃদ্ধ নতুন আয়কর আইন প্রণয়নের ঘোষণা আমি গত বাজেট অধিবেশনে দিয়েছিলাম। ইতোমধ্যে নতুন প্রত্যক্ষ কর আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে এটি রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে মতামতের

নতুন আয়কর আইন

জন্য উপস্থাপন করা আছে। বিভিন্ন stakeholder এর সাথে প্রস্তাবিত নতুন আইন নিয়ে আলোচনা অব্যাহত আছে এবং আগামী ডিসেম্বর ২০১১-এর মধ্যে বাংলা ভাষাতে নতুন আইনের বিল জাতীয় সংসদের অধিবেশনে উপস্থাপন করা হবে বলে আশা করছি।

পরোক্ষ কর

আমদানি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর

মাননীয় স্পীকার

৩২৮। পরোক্ষ কর হিসেবে আমরা চারটি কর আদায় করছি, যথা- (১) আমদানি শুল্ক, (২) রপ্তানি কর, (৩) সম্পূরক শুল্ক, (৪) মূল্য সংযোজন কর। আমদানি-রপ্তানি শুল্ক একান্তই বৈদেশিক বাণিজ্য পণ্যের উপর ধার্য করা হয়। এ সূত্রে আগে সবচেয়ে বেশি কর আদায় হতো। কিন্তু বিশ্বময় অবাধ বাণিজ্যের বিকাশের প্রেক্ষিতে এ আদায় অনবরত কমছে এবং পরিবর্তে মূল্য সংযোজন কর থেকে আদায় ব্যাপকভাবে বাড়ছে। অবশ্যি, বর্তমানে মূল্য সংযোজন কর আমদানি এবং দেশীয় উৎপাদন বা সেবা/সরবরাহের উপরে আরোপ করা হচ্ছে। এজন্য আমদানি শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক এবং মূল্য সংযোজন কর সম্বন্ধে বক্তব্য একসঙ্গে মহান সংসদের সামনে পেশ করছি। এ চারটি শুল্ক আরোপ, হ্রাস এবং বৃদ্ধি করার ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন হবে তা UU**পরিশিষ্ট-খ**UU-তে দেয়া হয়েছে।

৩২৯। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ আমদানি-রপ্তানি পর্যায়ে শুল্কহার ক্রমান্বয়ে হ্রাস করলেও দেশের মোট অভ্যন্তরীণ রাজস্বের প্রায় ৩৫

আমদানি পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয় সংগ্রহের হার

শতাংশ এখনো বৈদেশিক বাণিজ্য পণ্য থেকে সংগৃহীত হচ্ছে। এটি বিবেচনায় নিয়ে বাণিজ্য সহজীকরণ, জনসাধারণের নিকট সুলভ মূল্যে পণ্য সরবরাহ এবং দেশীয় শিল্পের বিকাশে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি আগামী ২০১১-২০১২ অর্থবছরের আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক,

রফতানি শুল্ক এবং মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত প্রধান প্রস্তাবাবলী মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি।

৩৩০। দ্রব্যমূল্য জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে চাল, ডাল, গম, চিনি, ভোজ্যতেল, পেঁয়াজ, সার, বীজ, জীবনরক্ষাকারী ঔষধ ও তুলার উপর বিদ্যমান শূন্য শতাংশ শুল্কহার অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি।

খাদ্যদ্রব্য, ঔষধ, তুলা ও সারের উপর শূন্য শুল্কহার অব্যাহত থাকবে

৩৩১। আমদানি পর্যায়ে শুল্ককর ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ায় দেশীয় শিল্পকে প্রতিরক্ষণ এবং রাজস্ব আহরণে প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিগত ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের বাজেটে রেয়াতি সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্যশ্রেণী ব্যতীত সর্বোচ্চ শুল্কহার যুক্ত (২৫ শতাংশ) পণ্যের উপর ৫ শতাংশ হারে রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ করা হয়েছিল। চলতি ২০১০-২০১১ অর্থবছরেও তা অব্যাহত আছে। দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠনসমুহের দাবির প্রেক্ষিতে উক্ত রেগুলেটরি ডিউটি আগামী অর্থ বছরেও বহাল রাখার প্রস্তাব করছি।

দেশীয় শিল্প প্রতিরক্ষণ

৩৩২। দেশে বর্তমানে মোটর সাইকেল প্রস্ত্ততকারী ও সংযোজনকারী শিল্প গড়ে উঠেছে। এ শিল্পের বিকাশে সহায়তার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ তৈরি মোটর সাইকেল আমদানির ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্কহার বিদ্যমান ৩০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৪৫ শতাংশ করার প্রস্তব করছি। তবে দেশে সংযোজন শিল্প থাকায় বিযুক্ত (CKD) মোটর সাইকেল আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ৫ শতাংশ রেগুলেটরি ডিউটি প্রত্যাহারসহ এর উপর বর্তমানে প্রযোজ্য সম্পূরক শুল্ক ৩০ শতাংশ বহাল রাখছি। বর্তমানে বাই-সাইকেল ও সাইকেল রিকশার inner tube valve-এর আমদানি শুল্ক ৫ শতাংশ। অন্যান্য যানবাহনের inner tube valve-এর আমদানি শুল্কও একই হারে নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

মোটর সাইকেল ও সংযোজন শিল্পে সহায়তা

৩৩৩। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের জন্য অপরিহার্য পূর্বশর্ত। এ খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে ইতঃপূর্বে প্রদত্ত সকল শুল্ক

বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাতে সহায়তা

সুবিধা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি। আমার বক্তব্যে এর আগেই LPG-কে সহজলভ্য এবং জনপ্রিয় করার বিষয়টি আমি এই মহান সংসদে পেশ করেছি। আমি আরও বলেছি যে, বিদ্যুৎসাশ্রয়ী ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করবো এবং সৌরশক্তিকে অধিকতর ব্যবহারের সুযোগ করে দেব। এই উদ্দেশ্যে আমদানি ও সম্পূরক শুল্ক নিয়ে কিছু নতুন প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে একদিকে এলপি গ্যাস সিলিন্ডার প্রস্তুত দেশে হতে পারে এবং এই শিল্পের কাঁচামাল সহজলভ্য হতে পারে।

৩৩৪। পরিবেশ দূষণ রোধে শিল্প কারখানায় Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনকে উৎসাহিত করতে এর উপর বর্তমানে মাত্র ৩ শতাংশ (রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য ১ শতাংশ) আমদানি শুল্ক আরোপিত রয়েছে। কিন্তু ETP পরিচালনার জন্য যে সকল কেমিক্যাল প্রয়োজন তাদের উপর প্রযোজ্য শুল্ককর বেশি হওয়ায় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ অনেক ক্ষেত্রে ETP পরিচালনায় উৎসাহিত হয় না। এ প্রেক্ষিতে ETP ব্যবহারকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ETP পরিচালনায় প্রয়োজনীয় কেমিক্যালসমূহের মধ্যে যেগুলো দেশে উৎপাদিত হয় না সেগুলোর আমদানির ক্ষেত্রে ৩ শতাংশের অতিরিক্ত সকল শুল্ককর মওকুফের প্রস্তাব করছি।

ETPতে ব্যবহার্য কেমিক্যালস এর শুল্ক হ্রাস

মাননীয় স্পীকার

৩৩৫। বর্তমানে বিদেশ থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পুস্তক আমদানিতে মাত্র ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক দিতে হয়। এক্ষেত্রে মূসকসহ অন্যান্য শুল্ককরাদি অব্যাহতি দেয়া আছে। পক্ষান্তরে দেশীয় মুদ্রণকারী/ সরবরাহকারীকে এ খাতে ৯ শতাংশ থেকে ১১ শতাংশ পর্যন্ত মূসক ও আয়কর দিতে হয়। এ বিবেচনায় দেশীয় প্রকাশকগণ যাতে বিদেশী প্রকাশকগণের সাথে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনায় প্রতিযোগিতায় সক্ষম হন, সে জন্য বিদেশ থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তকের আমদানি শুল্ক ৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ১২ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

দেশীয় মুদ্রণশিল্পকে সহায়তা প্রদান

৩৩৬। দেশে বিকাশমান ফার্নিচার শিল্পের প্রতিরক্ষণের জন্য বিদেশ থেকে ফার্নিচার আমদানি নিরুৎসাহিত করতে বিদেশী ফার্নিচারের উপর সম্পূরক শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশে নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি। একই সাথে দেশীয় ফার্নিচার শিল্পের জন্য গুণগতমান সম্পন্ন প্রয়োজনীয় উপকরণ সহজলভ্য করতে পার্টিকেল বোর্ড ও MDF Board-এর উপর আমদানি পর্যায়ে আরোপিত ৫ শতাংশ রেগুলেটরি ডিউটি প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

বিকাশমান ফার্নিচার শিল্প খাতকে সহায়তা প্রদান

৩৩৭। পুরাতন/পুনঃসংস্কারকৃত মোটরগাড়ির শুল্কায়নের ক্ষেত্রে ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেটে প্রবর্তিত ২৫ শতাংশ flat rate অবচয় সুবিধা এবং ১০ শতাংশ ডিলার্স কমিশন অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি। তবে পুরাতন গাড়ির আমদানিকে নিরুৎসাহিত করতে এ সুবিধা ০৪ (চার) বছরের পরিবর্তে ০৩ (তিন) বছরের পুরাতন গাড়ির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সে সাথে নতুন গাড়ির মূল্য বিষয়ে অপঘোষণা রোধে একই ব্র্যান্ড এবং সামর্থ্যের নতুন গাড়ির দাম কোনমতেই পুরনো গাড়ির দামের চেয়ে কম হতে পারবে না। শুধুমাত্র প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত ইনভয়েস-এর বিপরীতে নতুন গাড়ি শুল্কায়নের বিধান প্রবর্তনের প্রস্তাব করছি।

নতুন গাড়ির শুল্কায়নে সঠিক মূল্য নির্ধারণ

৩৩৮। এছাড়া আরও কতিপয় ক্ষেত্রে আমদানি/রপ্তানি শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি/ আরোপ/হ্রাসের প্রস্তাব করছি। (১) গ্লাস টিউবের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ, (২) আমদানিকৃত টয়লেট পেপার, ফেসিয়াল টিস্যুতে সম্পূরক শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৩০ শতাংশ। (৩) cotton waste-এ রপ্তানি শুল্ক ২৫ শতাংশ আরোপ, (৪) LED ল্যাম্পের আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশ এবং T5 টিউবলাইটের আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশ এবং সম্পূরক শুল্ক পুরোটাই প্রত্যাহার। (৫) গ্রামে-গঞ্জে সৌরশক্তিচালিত হারিকেন/বাতির উপর সম্পূরক ৬০ শতাংশ প্রত্যাহার ও আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশ।

শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি/ আরোপ/হ্রাস

৩৩৯। থ্যালাসেমিয়া রোগীর রক্ত পরিশোধনে ব্যবহৃত Leucocyte filter-এর উপর আরোপিত ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক ও ১৫ শতাংশ মূসক প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। ঔষধশিল্পে ব্যবহৃত

ঔষধশিল্পে সহায়তা

cartridge/membrane filter-এর ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারসহ আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ১২ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। ঔষধশিল্প বাংলাদেশের রপ্তানির একটি সম্ভাবনাময় খাত। এ বিবেচনায় ঔষধশিল্পকে সহায়তার উদ্দেশ্যে agro-processing industry-এর ন্যায় pharmaceutical industry-এর sandwitch panelকেও মূলধনী যন্ত্রপাতির সুবিধা প্রদান করার প্রস্তাব করছি। এছাড়া, ঔষধশিল্পের উপকরণের জন্য বিদ্যমান শুল্ক সুবিধা আরো কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের প্রস্তাব করছি।

৩৪০। কটন ওয়েস্টের ক্ষেত্রে এসব শুল্ক হ্রাসেরও প্রস্তাব করছি। আমদানিতে প্রযোজ্য ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক এবং ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর প্রত্যাহার।

কপি রাইট ও মেধাসত্ত্ব আইনের প্রয়োগ

৩৪১। কপিরাইট এবং মেধাসত্ত্ব লঙ্ঘনকারী পণ্যসামগ্রীর অবৈধভাবে দেশে প্রবেশ প্রতিরোধের দায়িত্ব শুল্ক কর্তৃপক্ষের। এ জাতীয় ক্ষেত্রে তা আইনানুগ নিষ্পত্তির ক্ষমতা শুল্ক কর্তৃপক্ষকে প্রদানের জন্য Customs Act, 1969-এর section 15 সংশোধনের প্রস্তাব করছি।

বন্ড লাইসেন্স নবায়নের মেয়াদ বৃদ্ধি

৩৪২। বর্তমানে রপ্তানিমুখী শিল্পসহ অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে বন্ড সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। এরূপ বন্ড লাইসেন্স performance-এর ভিত্তিতে প্রতি বছর নবায়নের বিধান থাকায় একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর দৈনন্দিন কাজে চাপ সৃষ্টি হয় তেমনি ব্যবসায়ীদেরও সময় ও অর্থের অপচয় হয়ে থাকে। এ বিবেচনায় Trade facilitation-এর অংশ হিসেবে বন্ড লাইসেন্স নবায়নের সময়সীমা ১ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ২ বছর করার প্রস্তাব করছি। এতে একদিকে যেমন দাপ্তরিক কাজ হ্রাস পাবে তেমনি ব্যবসায়ীগণও উপকৃত হবেন।

মাননীয় স্পীকার

শুল্ক বিভাগের *Capacity building* ও *PSI* ব্যবস্থার মেয়াদ

৩৪৩। বিগত ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, ৩১ ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত পিএসআই ব্যবস্থা বহাল রাখা হবে। কিন্তু নতুন জনবল নিয়োগসহ শুল্ক বিভাগের ব্যাপক

সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও তা এখনও পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হওয়ায় এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিজস্ব Valuation Database তৈরি না হওয়ায় ঘোষিত সময় অনুযায়ী পিএসআই ব্যবস্থা তুলে দেয়া যাচ্ছে না। ফলে ডিসেম্বর, ২০১২ মেয়াদে পিএসআই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি। তবে আশার কথা হচ্ছে, দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিক সময় পরে সম্প্রতি সরকারী কর্ম কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত ৯২ জন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা শুল্ক বিভাগে যোগদান করেছেন। অন্যান্য পর্যায়ের লোকবলও দ্রুত নিয়োগ করা হবে। কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শুল্ক বিভাগ প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন করবে বলে আমি আশা করি। ফলে ডিসেম্বর, ২০১২ এর পর পিএসআই পদ্ধতির মেয়াদ আর বৃদ্ধি করা হবে না।

আমদানি পর্যায়ে রাজস্ব আদায় কার্যক্রম

৩৪৪। রপ্তানি বাণিজ্যকে সহায়তা প্রদান ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে গিয়ে কতিপয় পণ্যের উপর আমদানি পর্যায়ে আরোপিত শুল্ককর হার হ্রাস করতে হয়েছে। এ কারণে সামগ্রিক রাজস্ব আদায়ে আমদানি পর্যায়ের রাজস্বের ভূমিকা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। তথাপিও বিভিন্ন প্রতিকূলতা এবং অপর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধা সত্ত্বেও প্রতি বছরই এ খাতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে। শুল্ক কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর চলমান সংস্কার ও সম্প্রসারণ এবং অটোমেশন ও কম্পিউটারাইজেশন কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন Trade facilitation অধিকতর কার্যকর হবে তেমনি অধিক রাজস্ব আদায় সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে ঢাকা কাস্টম হাউস অটোমেশন-এর আওতায় এসেছে। এছাড়া, চট্টগ্রামে পূর্ণাঙ্গ বন্ড কমিশনারেট ও একীভূত চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যক্রমও আগামী জুলাই ২০১১ থেকে শুরু হবে। আমি আশা করি, মেধার সর্বোচ্চ প্রয়োগ, নিবিড় প্রশিক্ষণ, কর্মনিষ্ঠা, দক্ষতার মাধ্যমে আমরা রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি করে সুন্দর আগামী এবং ২০২১ সালের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হবো।

মূল্য সংযোজন কর

মাননীয় স্পীকার

মূল্য সংযোজন কর আইন প্রণয়ন

৩৪৫। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সংগ্রহে ক্রমান্বয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আপনি জেনে খুশি হবেন যে, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে গৃহীত উন্নত মূল্য সংযোজন কর তত্ত্ব এবং প্রয়োগের আলোকে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ রহিত করে **মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১১** এর খসড়া প্রণয়নের কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মহান জাতীয় সংসদে তা উপস্থাপন করা হবে। অবশ্যি, গত বছর যেসব সংশোধন হয়েছে আর এবার যেসব সংশোধন প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে আইনের চরিত্র ও চেহারা ব্যাপকভাবে বদলে গেছে। মূল্য সংযোজন কর বিষয়ে কতিপয় প্রধান প্রস্তাবাবলী এখানে বিবৃত করছি।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সম্প্রসারণ

৩৪৬। দেশের শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে SME-এর অবদান অনস্বীকার্য। SME-এর উন্নয়নে সরকার দৃঢ়সংকল্প, তাই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমানে বার্ষিক টার্ণওভার ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা অপরিবর্তিত রেখে কেবলমাত্র বিদ্যমান মূসকের হার ৪ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৩ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। আমি আশা করি, এতে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। এছাড়া, টার্ণওভার কর-এর আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের ন্যায় ব্যবসায়ী শনাক্তকরণ নম্বর পাবে। এর ফলে তারা আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এছাড়া এই শিল্পকে সহায়তার উদ্দেশ্যে বৈদ্যুতিক ফ্যানের সম্পূরক শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৩০ শতাংশে নির্ধারণসহ বৈদ্যুতিক মাল্টি কর্ড, সুইচ ও সকেটের উপর ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি।

৩৪৭। দেশীয় শিল্প বিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য বেশ কয়েকটি পণ্যের উপর থেকে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতির প্রস্তাব করছিঃ

মূল্য সংযোজন কর হ্রাসকরণ

- দেশের পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে কাঠের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত পার্টিকেল ও সমজাতীয় বোর্ড-এর বিদ্যমান ৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার।
- পেইন্টস-এর সম্পূরক শুল্ক ৫ শতাংশ হ্রাস।
- উৎপাদন পর্যায়ে কংক্রিট রেডিমিক্স, হলো কংক্রিট ব্লক-এর সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার।
- প্লাস্টিকের তৈরি রান্নাঘরে ব্যবহার্য তৈজসপত্রের সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার।
- ১০০ টাকা মূল্যমান পর্যন্ত (প্রতি কিঃ গ্রাম) হাতে তৈরি বিস্কুট ও কেকের ওপর উৎপাদন পর্যায়ে প্রযোজ্য মূসক প্রত্যাহার।
- বর্তমানে সিম কার্ডের উপর মূল্য সংযোজন করের আওতায় ৮০০ টাকা কর ধার্য রয়েছে। অনেক দিন ধরে এটা কমানোর দাবি রয়েছে। এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সিম কার্ডের উপর ধার্যকৃত কর কমিয়ে ৬০০ টাকা ধার্য।

৩৪৮। মূল্য সংযোজন কর আদায় বৃদ্ধি করার জন্য কতিপয় ক্ষেত্রে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে সিগারেট-এর মূল্যস্তর ও সম্পূরক শুল্কহার বৃদ্ধি করার প্রস্তাব দিচ্ছি। একইসঙ্গে জর্দা ও গুলের উপর সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি করা হচ্ছে। তামাকজাত পণ্যের ব্যবহারে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিদ্যমান থাকার কারণে দেশব্যাপী তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার সীমিত করার জন্য জনমত সৃষ্টি হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার কমিয়ে আনা ও এ থেকে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে জর্দার সম্পূরক শুল্ক ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৩০ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। এনার্জি ড্রিংকের সম্পূরক শুল্ক ১০ শতাংশ বৃদ্ধি এবং ফ্লোট গ্লাসের সম্পূরক শুল্ক ১০ শতাংশ আরোপের প্রস্তাব করছি। সিগারেট এর সম্পূরক শুল্ক যথাক্রমে ৩৬, ৫৫, ৫৮ ও ৬০ করার প্রস্তাব করছি। এছাড়া সিগারেটের মূল্যস্তর বৃদ্ধিরও প্রস্তাব করছি। নিম্নতম পর্যায়ের সিগারেট সেবন গত কয়েক বছরে খুব বেড়ে গেছে যদিও উচ্চ এবং প্রিমিয়াম পর্যায়ের সিগারেট সেবন অনেক কমে গেছে। এই দিকটি বিবেচনা করে মূল্যস্তর এবং সম্পূরক শুল্কের পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিড়ি শিল্প কিন্তু এতে মোটেই বিপদগ্রস্ত হবে না কারণ

তামাক সেবন ও করনীতি

তাদের করভার বৃদ্ধি করা হয়নি বরং অন্যান্য তুলনামূলক সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তামাকজাত দ্রব্য থেকে একদিকে জনগণের স্বাস্থ্যহানি, পরিবেশ দূষণ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড Tobacco Tax Policy Cell গঠন

এবং অপরদিকে কর্মসংস্থান এবং রাজস্ব আয়ের বিষয় বিবেচনায় রেখে সুষ্ঠু নীতি-নির্ধারণের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে Tobacco Tax Policy Cell গঠন করা হয়েছে।

৩৪৯। মূল্য সংযোজন কর আইনকে আরো ব্যবসা-বান্ধব করার লক্ষ্যে এ

অর্থদন্ড হ্রাসকরণ

আইনের ৩৭ ধারায় বর্ণিত মূসক ও সম্পূরক শুল্ক ফাঁকির ক্ষেত্রে জরিমানার পরিমাণ ফাঁকিকৃত রাজস্বের সর্বোচ্চ আড়াই গুণকে হ্রাস করে সর্বোচ্চ দেড় গুণ করার প্রস্তাব করছি।

৩৫০। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় মূল্য সংযোজন করদাতাদের মূসক সহজে ফেরত প্রদানের উদ্দেশ্যে ''**রিজার্ভ ফর রিফান্ডস**'' শিরোনামে একটি হিসাব

ফেরত প্রদানযোগ্য অর্থ প্রদান সহজীকরণ

প্রতিষ্ঠার জন্য মূসক আইনে প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও ''**রিজার্ভ ফর রিওয়ার্ডস অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনসেন্টিভস**'' শিরোনামে একটি হিসাব প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, যা হতে পুরস্কার ও আর্থিক প্রণোদনা পরিশোধ করা যেতে পারে।

৩৫১। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থাকে আধুনিক করার জন্য অনলাইনে মূসক নিবন্ধন সীমিত আকারে চালু হয়েছে। অচিরে দেশের সর্বত্র এ ব্যবস্থা ছড়িয়ে যাবে। এর পাশাপাশি Modernization of VAT Environment (MOVE) নামে অপর একটি

মূসক ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ

প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন শুরু হচ্ছে। এতে করে মূল্য সংযোজন কর এর তথ্য-ব্যবস্থা আরো সমৃদ্ধ হবে। ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে যে সব মূসকদাতার বার্ষিক মূল্য সংযোজন কর প্রদানের পরিমাণ ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার অধিক হবে তাদের জন্য মূল্য সংযোজন কর দলিলপত্র সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক Software ব্যবহারের প্রস্তাব করছি।

৩৫২। মূল্য সংযোজন কর দাতাদের মধ্যে মূসক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে

মূসক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি

এবং মূসক কর্মকর্তাদের মধ্যে সেবার মানসিকতা তৈরি, বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে

মূসক দিবস এবং মূসক সপ্তাহ পালন জরুরি বলে বিবেচিত হয়েছে। আমাদের দেশে ১৯৯১ সালের ২ জুন তারিখে মূল্য সংযোজন কর অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল এবং এটি ১০ জুলাই তারিখে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ হিসাবে মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং গেজেটে প্রকাশিত হয়। তাই, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, প্রতি বছরের ১০ জুলাই মূসক দিবস হিসেবে এবং ১০ জুলাই থেকে

১ সপ্তাহ পর্যন্ত মূসক সপ্তাহ পালন করা হবে। এ সময়ে বিশেষভাবে বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে মূসক বিষয়াদি সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে।

মূল্য সংযোজন কর বিভাগের সংস্কার

৩৫৩। মূল্য সংযোজন কর বিভাগের সংস্কার কার্যক্রম প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে। এ দপ্তরসমূহের মধ্যে রয়েছে – ৪টি কাস্টমস্, এক্সাইজ ও মূসক কমিশনারেট, ৩টি আপীল কমিশনারেট এবং আপীলাত ট্রাইব্যুনালের ২টি বেঞ্চ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

মাননীয় স্পীকার

৩৫৪। আমি এতক্ষণ গত ২৭ মাসে জাতির কাছে আমাদের অঙ্গীকারের কতটুকু পূরণ করতে পেরেছি, কতটুকু পারিনি তার একটা চালচিত্র তুলে ধরেছি। উপস্থাপন করেছি রাজস্ব আয় ও ব্যয় এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। পাশাপাশি তুলে ধরেছি আমাদের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় চলমান সংস্কারের অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ সংস্কার ভাবনার রূপরেখা। আমরা বাস করছি এক বিশ্বায়িত পৃথিবীতে। আজ পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে ঘটে যাওয়া যে কোনো ঘটনার অভিঘাত আমাদেরকে প্রভাবিত করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংক্রমিতও করে। একটি ছোট দেশ হিসেবে এসব অভিঘাতের প্রভাব ও সংক্রমণ মোকাবেলা অনেক সময় আমাদের আয়ত্তের বাইরে থাকে। তবে যথাযথ নীতি-কৌশল অবলম্বন করে আমরা এসব অভিঘাতের নেতিবাচক প্রভাবকে হ্রাস করতে পারি। আমরা দেশকে উন্নয়নের উচ্চতর সোপানে এগিয়ে নেবার সাথে সাথে বৈশ্বিক অভিঘাত-উৎসারিত প্রভাব প্রশমনের চেষ্টায় সর্বদা ব্রতী রয়েছি এবং আগামীতেও থাকব।

৩৫৫। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যে সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য '৭১ সালে এ জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণ দিয়েছিলেন সেই দেশ বিনির্মাণে আমরা নিরন্তর কাজ করে চলেছি। এগিয়ে চলেছি রূপকল্পের স্বপ্ন পূরণের দিকে। এগিয়ে চলেছি এদেশের সাহসী ও পরিশ্রমী সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তির পথে, সুন্দর ও আলোকিত এক আগামীর পথে। যেখানে আমরা দেখব উন্নয়ন, গণতন্ত্র, শান্তি ও প্রগতির অনন্য এক সহাবস্থান। আমরা জানি এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। তবে, সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আমরা কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌঁছাবই।

৩৫৬। আমি নিশ্চিত, আমাদের প্রস্তাবিত বাজেট এবং গত দুবছরের অর্জন আমাদের অর্থনীতির জন্য এমন ভিত্তিভূমি তৈরি করবে যা সুখী, সমৃদ্ধ ও সংবেদনশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রাকে সহজতর করবে, তাকে এগিয়ে

নেবে সঠিক গন্তব্যের দিকে। আমরা কোনো অপশক্তির কাছে কখনও পরাভব মানিনি, মানবো না। আমাদের মিলিত শক্তি নস্যাৎ করবে অপশক্তির সকল অপচেষ্টা। জয় আমাদের হবেই।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

পরিশিষ্টসমূহ

UUপরিশিষ্ট-ক

আয়কর ও কর্পোরেট কর

১ম অংশ

(১) ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা ১ লক্ষ ৬৫ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকায় বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত কর হারের সাথে বিদ্যমান কর হারের একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে উপস্থাপিত হলোঃ

বিদ্যমান		প্রস্তাবিত	
আয়ের স্তর (টাকায়)	কর হার	আয়ের স্তর (টাকায়)	কর হার
১,৬৫,০০০ পর্যন্ত	শূন্য	১,৮০,০০০ পর্যন্ত	শূন্য
১,৬৫,০০১ – ৪,৪০,০০০	১০%	১,৮০,০০১ – ৪,৮০,০০০	১০%
৪,৪০,০০১ – ৭,৬৫,০০০	১৫%	৪,৮০,০০১ – ৮,৮০,০০০	১৫%
৭,৬৫,০০১ – ১১,৪০,০০০	২০%	৮,৮০,০০১ – ১১,৮০,০০০	২০%
১১,৪০,০০০ এর উর্ধ্বে	২৫%	১১,৮০,০০০ এর উর্ধ্বে	২৫%

কোম্পানি করদাতাদের করহার পূর্বের ন্যায় বহাল রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং ধুমপানকে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সিগারেট প্রস্তুতকারকদের কর হার বৃদ্ধি করে ৪২.৫% নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

(২) ব্যক্তি করদাতার পরিসম্পদ ও দায় বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট সম্পদের পরিমাণ ২ কোটি টাকার অধিক হলে প্রদেয় করের উপর ১০% হারে সারচার্জ আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রদর্শিত সম্পদের পরিমাণ ২ কোটি টাকা পর্যন্ত হলে কোন সারচার্জ আরোপিত হবে না।

২য় অংশ

(১) টিআইএন সনদ দাখিলের জটিলতা নিরসনকল্পে কতিপয় ক্ষেত্রে টিআইএন সনদের পাশাপাশি আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র দাখিল করার বিধান প্রবর্তন।

(২) মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন বা ফিটনেস নবায়নকালে প্রদেয় আয়কর অনলাইনে নির্দিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(৩) এক স্থান থেকে আয়কর রিটার্ন দাখিল, কর পরিশোধ এবং টিআইএন সনদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে গত বছরের ন্যায় এ বছর ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এবং এ সেবা এবছর সকল বিভাগীয় শহরেও দেয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

(৪) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২০% আয় বৃদ্ধি করে আয়কর রিটার্ন দাখিল করা হলে শর্ত সাপেক্ষে নিরীক্ষা থেকে অব্যাহতি দেয়ার বিধান প্রবর্তন।

৩য় অংশ

(১) মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগির খামারসহ কিছুক্ষেত্রে করমুক্ত সুবিধা প্রত্যাহারপূর্বক ব্যক্তি-কোম্পানি নির্বিশেষে হ্রাসকৃত ৫% হারে করারোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে অন্যান্য আয় না থাকলে সাধারণ খামারিগণের ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত থাকবে।

(২) কর প্রদানের সংস্কৃতি সৃষ্টি করা এবং সকলকে করের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে কতিপয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত কর অব্যাহতির সুবিধা প্রত্যাহার।

(৩) কৃষি পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান, জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও জনসংখ্যা সমস্যা নিরসন করাসহ পরিবেশ-বান্ধব শিল্পায়নের জন্য কিছুক্ষেত্রে জুন ২০১৩ পর্যন্ত কর অবকাশ সুবিধা দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। কর অবকাশ প্রাপ্তির যোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের তালিকা এবং কর অবকাশের মেয়াদ সম্পর্কিত বিধানাবলীর সার-সংক্ষেপ নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

কর অবকাশপ্রাপ্ত শিল্পের তালিকা

1. active pharmaceuticals ingredient industry and radio pharmaceuticals industry;
2. barrier contraceptive and rubber latex;
3. basic chemicals or dyes and chemicals;
4. basic ingredients of electronic industry (e.g resistance, capacitor, transistor, integrator circuit);
5. bio-fertilizer;
6. biotechnology;
7. boilers;
8. compressors;
9. computer hardware;
10. energy efficient appliances;
11. insecticide or pesticide;
12. petro-chemicals;
13. pharmaceuticals;
14. processing of locally produced fruits and vegetables;
15. radio-active (diffusion) application industry (e.g. developing quality or decaying polymer/ preservation of food/disinfecting medicinal equipment);
16. textile machinery;
17. tissue grafting;

কর অবকাশের মেয়াদ ও অবকাশ হার

ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, চট্টগ্রাম জেলা এবং তিন পার্বত্য জেলা ব্যতীত) এর জন্য-	
কর অবকাশ মেয়াদ	কর অবকাশ হার
প্রথম ২ বছর	১০০%
পরবর্তী ২ বছর	৫০%
পরবর্তী ১ বছর	২৫%

অন্যান্য বিভাগ ও ৩ পার্বত্য জেলার জন্য	
কর অবকাশ মেয়াদ	কর অবকাশ হার
প্রথম ৩ বছর	১০০%
পরবর্তী ৩ বছর	৫০%
পরবর্তী ১ বছর	২৫%

জনসংখ্যার চাপ হ্রাস, যানজট দূরীকরণ, সুষম শিল্পায়ন ও পশ্চাৎপদ এলাকায় নতুন নতুন শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও চট্টগ্রাম জেলায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কর অবকাশ সুবিধা প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

ভৌত-অবকাঠামোর ক্ষেত্রে এ সুবিধা সারা দেশে ১০ বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে। কর অবকাশ প্রাপ্তির যোগ্য ভৌত অবকাঠামোর উল্লেখযোগ্য খাতগুলো নিম্নরুপঃ

(১) Rapid Transport
(২) টোল রোড
(৩) এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে
(৪) গভীর সমুদ্র বন্দর
(৫) আইটি পার্ক
(৬) হাইটেক পার্ক
(৭) রিনিউয়েবল এনার্জি (এনার্জি সেভিংস বাল্ব, সোলার এনার্জি প্যানেল, উইন্ডমিল)
(৮) আইসিটি ভিলেজ বা সফটওয়্যার টেকনোলজি জোন।

(৫) কর অবকাশের সাথে ডুপ্লিকেশন বিধায় কতিপয় নতুন শিল্পের জন্য প্রদেয় হ্রাসকৃতহারে কর আরোপ সংক্রান্ত বিধান প্রত্যাহার।

(৬) কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা পরিপালন উৎসাহিত করার জন্য এর পরিধি পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করা হয়েছে। জাতির জনকের স্মৃতি রক্ষার্থে নিয়োজিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত জাতীয় পর্যায়ের জাদুঘর এবং প্রধানমন্ত্রীর উচ্চশিক্ষা ফান্ডকে সিএসআর-এর আওতাভুক্ত করা এবং কয়েকটি ক্ষেত্র সংকুচিত করা।

(৭) আন্তঃকোম্পানি (inter-company) ঋণ গ্রহণ/প্রদান ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পাদনের বিধান প্রবর্তন।

(৮) কোম্পানি কর্তৃক উচ্চ মূল্যের কার/জীপ ক্রয় নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে পরিশোধিত মূলধনের নির্ধারিত হার পর্যন্ত মূল্যমানের কার/জীপ ক্রয়ের সীমা নির্ধারণ।

৪র্থ অংশ

(১) আবাসিক ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের ভিত্তিতে ফ্লাট বা বিল্ডিং বা স্পেস রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের উপর উৎসে আয়কর সংগ্রহের হার নিম্নোক্ত ছকে বর্ণিত হারে যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করা হয়েছেঃ

এলাকার নাম	আবাসিক ভবনের ক্ষেত্রে (প্রতি বর্গমিটার)		বাণিজ্যিক ভবনের ক্ষেত্রে (প্রতি বর্গমিটার)	
	বিদ্যমান হার	প্রস্তাবিত হার	বিদ্যমান হার	প্রস্তাবিত হার
ঢাকা'র গুলশান, বনানী, বারিধারা, মতিঝিল এবং দিলকুশা।	২,০০০/- টাকা	২,০০০/- টাকা	২,০০০/- টাকা	২০,০০০/- টাকা
ধানমণ্ডি, লালমাটিয়া, উত্তরা, বসুন্ধরা, ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, কারওয়ান বাজার ও চট্টগ্রামের খুলশী, আগ্রাবাদ, নাসিরাবাদ ও পাঁচলাইশ।	২,০০০/- টাকা	১,৮০০/- টাকা	২,০০০/- টাকা	১৫,০০০/- টাকা
অন্যান্য এলাকা	৮০০/- টাকা	৮০০/- টাকা	৮০০/- টাকা	৫,০০০/- টাকা

(২) ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ জেলা, কেডিএ, সিডিএ, আরডিএসহ অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের এলাকায় অবস্থিত যে কোন ভূসম্পত্তিকে মূলধনী সম্পদ হিসেবে গণ্য করা।

(৩) উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের কর কর্তন সংক্রান্ত রিপোর্ট দাখিলের জন্য একটি ত্রৈমাসিক রিটার্ন দাখিলের বিধান প্রবর্তন।

(৪) বার্ষিক ভিত্তিতে নির্দিষ্ট আর্থিক লেনদেনের উপরে Annual Information Return (AIR) দেয়ার বিধান প্রবর্তন।

(৫) সকল রপ্তানীকারকদের রপ্তানি মূল্যের ওপর উৎসে আয়কর সংগ্রহের হার ০.৪০% বা ০.৫০% এর পরিবর্তে ১.৫০% এ নির্ধারণ।

(৬) কার, মাইক্রোবাস ও জীপের রেজিস্ট্রেশন বা ফিটনেস নবায়নকালে প্রদেয় আয়কর এবং অভ্যন্তরীণ নৌযানের সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়নকালে প্রদেয় আয়করের হার বৃদ্ধি।

(৭) স্টক এক্সচেঞ্জের মেম্বারদের প্রাপ্ত কমিশনের উপর উৎসে আয়কর কর্তনের হার ০.০৫% থেকে ০.১০% এ বৃদ্ধি।

(৮) ভাড়ায় চালিত যানবাহনের বিনিয়োগ বিনা ব্যাখ্যায় গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রদেয় আয়করের হার অনুমিত আয়করের দ্বিগুণের পরিবর্তে দশ গুণে নির্ধারণ।

(৯) রেডিও/টিভি কর্তৃক অনুষ্ঠান ক্রয়ের সময় উৎসে কর কর্তনের বিধান এবং সকল অভিনেতা-অভিনেত্রী, গায়ক-গায়িকাদের প্রদেয় সম্মানীর উপর উৎসে কর কর্তনের হার যৌক্তিকীকরণ।

(১০) কনভেনশন, কমিউনিটি সেন্টার, হলসহ কতিপয় প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া প্রদানের বেলায় উৎসে কর কর্তনের বিধান প্রবর্তন।

(১১) নিলামে পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে কোম্পানিকে অন্তর্ভুক্তকরণ।

(১২) সার্ভিস প্রদানের বিপরীতে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অর্থের উপর উৎসে কর আরোপ। এবং

(১৩) কোম্পানি কর্তৃক প্রদেয় কমিশন, ডিসকাউন্ট বা ফিসের উপর উৎসে কর কর্তনের পরিধি বৃদ্ধি।

৫ম অংশ

(১) আয়কর আইনজীবী হিসেবে স্বীকৃতি ও নিবন্ধনদানের পদ্ধতি সংশোধন।

(২) আয়কর কর্তৃপক্ষ হিসেবে চীফ কমিশনারকে অন্তর্ভুক্ত করা।

(৩) খেলাপী কর আদায়ের ক্ষেত্রে কর কর্মকর্তাকে ট্যাক্স রিকভারি অফিসারের ক্ষমতা অর্পণ।

(৪) আয়কর কর্তৃপক্ষকে তথ্য প্রদান থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিরত থাকলে এবং কর কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে বাধা দিলে prosecution-এর ব্যবস্থা।

(৫) কর আপীলাত ট্রাইবুনালে আপীল করার ক্ষেত্রে বিতর্কিত করের ৫% এর পরিবর্তে ১০% পরিশোধের শর্ত ও হাইকোর্টে রেফারেন্স দায়েরের ক্ষেত্রে বিতর্কিত করের ১০% এর পরিবর্তে ২৫% বা ৫০% পরিশোধের শর্ত। সেই সাথে যথাযথ ক্ষেত্রে পরিশোধের এ শর্ত শিথিল করার জন্য কর কমিশনারকে ক্ষমতা প্রদান।

পরিশিষ্ট-খ

আমদানি শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক

(ক) সিগারেটের প্রস্তাবিত মুল্যস্তর ও সম্পূরক শুল্কের হারঃ

বিদ্যমান মূল্যস্তর (১০ শলাকার জন্য) টাকায়	প্রস্তাবিত মূল্যস্তর (১০ শলাকার জন্য) টাকায়	বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক	প্রস্তাবিত সম্পূরক শুল্ক
৮.৪০ – ৯.১৫	১১.০০ – ১১.৩০	৩৩ শতাংশ	৩৬ শতাংশ
১৮.৪০ – ১৯.০০	২২.৫০ – ২৩.০০	৫৩ শতাংশ	৫৫ শতাংশ
২৭.০০ – ৩২.০০	৩২.০০ – ৩৬.০০	৫৬ শতাংশ	৫৮ শতাংশ
৫২.০০ থেকে ততোধিক	৬০ ও তদূর্ধ্ব	৫৮ শতাংশ	৬০ শতাংশ

<u>২০১১-২০১২ অর্থবছরের বাজেটে বিড়ির ক্ষেত্রে আনীত পরিবর্তনসমূহ</u>

<u>(ক) ফিল্টারযুক্ত বিড়ির ক্ষেত্রে</u>

বিদ্যমান	অর্থবছর ২০১১-১২
২০ শলাকা	২০ শলাকার পাশাপাশি ১০ শলাকার প্যাকেট করার সুযোগ।

<u>(খ) ফিল্টার বিযুক্ত বিড়ির ক্ষেত্রে</u>

বিদ্যমান	অর্থবছর ২০১১-১২
২৫ শলাকা	**২৫ শলাকার পাশাপাশি ১২ শলাকা ও ৮ শলাকার প্যাকেট করার সুযোগ।**

<u>(গ) ফিল্টারযুক্ত বিড়িতে ব্যবহৃত প্যাকেট পদ্ধতি</u>

বিবরণ	প্যাকেটের ধরন
২০ শলাকা	কাগজে মোড়ানো/হার্ড এন্ড সফ্ট প্যাকেট/শেল এন্ড স্লাইড
১০ শলাকা (প্রস্তাবিত)	কাগজে মোড়ানো/হার্ড এন্ড সফ্ট প্যাকেট/শেল এন্ড স্লাইড

<u>(ঘ) ফিল্টার বিযুক্ত বিড়িতে ব্যবহৃত প্যাকেট পদ্ধতি</u>

বিবরণ	প্যাকেটের ধরন
২৫ শলাকা	কাগজে মোড়ানো
২৫/১২/৮ শলাকা (প্রস্তাবিত)	কাগজে মোড়ানো/হার্ড এন্ড সফ্ট প্যাকেট/শেল এন্ড স্লাইড

টেবিল-১ (মূলধনী যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন সংশোধন)

ক্রম নং	পণ্যের বর্ণনা	টেবিল অন্তর্ভুক্তি/ প্রত্যাহার	বিদ্যমান শুল্ক হার (%)	প্রস্তাবিত শুল্ক হার (%)
১	Containers for compressed or liquefied gas	অন্তর্ভুক্তি	৫	৩
২	Sandwich panel with cold room facility imported by pharmaceuticals industry	অন্তর্ভুক্তি	১২	৩
৩	Electronic talking dictionary	অন্তর্ভুক্তি	৫	৩
৪	Copying machines and facsimile machines	প্রত্যাহার	৩	১২
৫	Parts of taps and cocks	প্রত্যাহার	৩	২৫

টেবিল-২ (ঔষধ শিল্পের কাঁচামালের শুল্ককর হ্রাস)

ক্রম নং	পণ্যের বর্ণনা	টেবিল অন্তর্ভুক্তি/ প্রত্যাহার	বিদ্যমান শুল্কহার (%)	প্রস্তাবিত শুল্কহার (%)
১	Cisplatin	অন্তর্ভুক্তি	১২	৫
২	Oxaliplatin	অন্তর্ভুক্তি	১২	৫
৩	Carboplatin	অন্তর্ভুক্তি	১২	৫
৪	Metamizol Sodium	অন্তর্ভুক্তি	১২	৫
	Prefilled glass/ Prefilled plastic syringes with needles, needles shield, plunger and rubber stopper	অন্তর্ভুক্তি	১২	৫

টেবিল-৩ (এলপি গ্যাস সিলিন্ডার প্রস্তুতকারী শিল্পের উপকরণের শুল্ককর হ্রাস)

ক্রম নং	পণ্যের বর্ণনা	টেবিল অন্তর্ভুক্তি/ প্রত্যাহার	বিদ্যমান শুল্ক হার (%)	প্রস্তাবিত শুল্কহার (%)
১	Submerge welding flux for LPG	অন্তর্ভুক্তি	৫	৩
২	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated of a thickness of less than 3 mm	অন্তর্ভুক্তি	১২	৩
৩	Wire of iron or non-alloy steel plated or coated with other base metals	অন্তর্ভুক্তি	৫	৩
৪	Safety or relief valve inner diameter not exceeding 1 inch for	অন্তর্ভুক্তি	৫	৩

ক্রম নং	পণ্যের বর্ণনা	টেবিল অন্তর্ভুক্তি/ প্রত্যাহার	বিদ্যমান শুল্ক হার (%)	প্রস্তাবিত শুল্কহার (%)
	LPG.			

টেবিল-৪ [Effluent Treatment Plant (ETP) এর জন্য আমদানিকৃত কেমিক্যালস্-এর শুল্ককর হ্রাস]

ক্রম নং	পণ্যের বর্ণনা	টেবিল অন্তর্ভুক্তি/ প্রত্যাহার	বিদ্যমান শুল্ক হার (%)	প্রস্তাবিত শুল্কহার (%)
১	Lime powder	অন্তর্ভুক্তি	১২	৩
২	Ferrous Sulphate	অন্তর্ভুক্তি	১২	৩
৩	Tab-Di Ammonium Phosphate.	অন্তর্ভুক্তি	৫	৩
৪	Acrylic polymers	অন্তর্ভুক্তি	৫, ১২	৩

টেবিল-৫ (যে সকল পণ্যের শুল্কহার হ্রাস করা হয়েছে)

ক্রম নং	পণ্যের বর্ণনা	বিদ্যমান শুল্কহার (%)	প্রস্তাবিত শুল্কহার (%)
১.	LP gas	৫	০
২.	LED lamps including rechargeable LED lamps	২৫	১২
৩.	Solar operated lamps	২৫	১২
৪.	T5 tube light	২৫	১২
৫.	Nonprinted cast polypropylene film of polymers of propylene	২৫	১২
৬.	Base paper for melamine impregnation imported by melamine board manufacturing industry	২৫	৫
৭.	Dolomite, not calcined or sintered	১২	৫
৮.	Cotton waste	৫	০
৯.	Narrow woven fabrics of man-made fibres imported by VAT registered satin ribbon manufacturing industry of a width exceeding 1650 mm and length exceeding 183 metre in roll	২৫	১২
১০.	Cullet and other waste and scrap of glass; glass in the mass.	১২	৫
১১.	Glass fibre in sheet form imported by VAT registered accumulator manufacturing industry	২৫	১২
১২.	Manganese dioxide	১২	৫
১৩.	Cartridge/Membrane filer imported by VAT registered pharmaceuticals industry	২৫	১২

ক্রম নং	পণ্যের বর্ণনা	বিদ্যমান শুল্কহার (%)	প্রস্তাবিত শুল্কহার (%)
১৪.	Calcined petroleum coke	১২	৫
১৫.	Leucocyte filter	৫	০
১৬.	Red lead	১২	৫
১৭.	Flat rolled products of a thickness of 0.4 mm or more imported by VAT registered refrigerator and pre-fabricated building manufacturing industry	২৫	১২
১৮.	Potassium nitrates	১২	৫
১৯.	Flat rolled products of a thickness of 0.15 mm or more but not more than 0.4 mm imported by VAT registered colour corrugated and profile manufacturing industry	২৫	১২
২০.	Potassium carbonates	১২	৫
২১.	Painted, varnished or coated with plastics imported by VAT registered refrigerator, air conditioner, colour corrugated and profile manufacturing industry	২৫	১২
২২.	R-22 gases	১২	৫
২৩.	Solar operated lamps with or without fittings and fixtures	২৫	১২
২৪.	Octanol (octyl alcohol) and isomers thereof imported by VAT registered dioctyl orthophthalates manufacturing industry	১২	৫

টেবিল-৬ (যে সকল পণ্যের শুল্কহার বৃদ্ধি করা হয়েছে)

ক্রম নং	পণ্যের বর্ণনা	বিদ্যমান শুল্কহার (%)	প্রস্তাবিত শুল্কহার (%)
১.	Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters' fillings; non-refractory surfacing preparation for facades, indoor walls, floors, ceilings or the like.	১২	২৫
২.	Urea resins; thiourea resins	১২	২৫
৩.	Stretch wrapping film	১২	২৫
৪.	Trays for transportation and keeping of chicks and eggs	৫	১২
৫.	Crude palm kernel oil	১২	২৫
৬.	Argon gases	৫	১২
৭.	Other octanol (octyl alcohol) and isomers thereof	৫	১২
৮.	Nursery trays for seedlings	১২	২৫
৯.	New pneumatic tyres of a kind used on buses or lorries	১২	২৫

ক্রম নং	পণ্যের বর্ণনা	বিদ্যমান শুল্কহার (%)	প্রস্তাবিত শুল্কহার (%)
১০.	Text books for primary and secondary education	৫	১২
১১.	Ferro-manganese:	৫	১২
১২.	Ferro-silicon	৫	১২
১৩.	Ferro-silico-manganese	৫	১২
১৪.	Painted, varnished or coated with plastics	১২	২৫
১৫.	Tin plated cans, bottom not closed by soldering or crimping (e.g. Beverage Can Type); Tin plated cans for aerosol products	১২	২৫
১৬.	Refined copper	১২	২৫
১৭.	Aluminium wire of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 6 mm	১২	২৫
১৮.	Parts of taps and cocks	৩	২৫
১৯.	Reception, conversion and transmission apparatus	১২	২৫
২০.	Cards incorporating a magnetic stripe	৫	১২
২১.	Optical fibre cables	৩	১২
২২.	Electric battery operated three wheeled vehicles	১২	২৫

টেবিল-৭ (যে সকল পণ্যের সম্পূরক শুল্কহার হ্রাস করা হয়েছে)

ক্রম নং	পণ্যের বর্ণনা	বিদ্যমান শুল্কহার (%)	প্রস্তাবিত শুল্ক হার (%)
১	T5 tube light	৬০	০
২	Solar operated lamps with or without fittings and fixtures	৬০	০
৩	Cartridge/Membrane filter imported by VAT registered pharmaceuticals industry	২০	০
৪	Rejected fabrics generated during manufacturing of garments or processing of fabrics	২০	০

টেবিল-৮ (যে সকল পণ্যের সম্পূরক শুল্কহার বৃদ্ধি/আরোপ করা হয়েছে)

ক্রম নং	পণ্যের বর্ণনা	বিদ্যমান শুল্কহার (%)	প্রস্তাবিত শুল্কহার (%)
১.	Other fresh or chilled fish	০	২০
২.	Refined palm kernel or babassu oil and fractions thereof	০	২০
৩.	Prepared water pigments of a kind used for finishing leather, for cleaning footwear in tablet	০	২০

ক্রম নং	পণ্যের বর্ণনা	বিদ্যমান শুল্কহার (%)	প্রস্তাবিত শুল্কহার (%)
	form		
৪.	Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreen or sun tan preparations; manicure or pedicure preparations.	২০	৩০
৫.	Perfumes and toilet waters.	২০	৩০
৬.	Polishes, creams and similar preparations for footwear or leather	০	২০
৭.	MCPP in printed form	২০	৪৫
৮.	Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres	২০	৩০
৯.	Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles	৬০, ০	৬০, ৬০
১০.	Printed labels	০	২০
১১.	All kinds of fabrics	২০	৪৫
১২.	All kinds of readymade garments and similar articles	২০	৪৫
১৩.	Upper and outer soles and heels imported by commercial importer	০	৩০
১৪.	Glass tube	০	২০
১৫.	Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes	২০	৩০
১৬.	Domestic room fans	২০	৩০
১৭.	Parts of fan	২০	৩০
১৮.	Smart cards	০	২০
১৯.	Other switches	০	২০
২০.	Plugs and sockets	০	২০
২১.	Electric battery operated three wheeled vehicles	০	২০
২২.	Four stroke motorcycle in CBU	৩০	৪৫
২৩.	Sunglass, goggles (Metal or plastic frame)	০	২০
২৪.	Other seats, with wooden frames	০	৬০
২৫.	Other seats, with metal frames:	০	৬০
২৬.	Furniture and parts thereof.	২০	৩০

টেবিল-৯ (যে সকল পণ্যের রপ্তানি শুল্ক আরোপ/হ্রাস করা হয়েছে)

ক্রম নং	পণ্যের বর্ণনা	বিদ্যমান রপ্তানি শুল্কহার (%)	প্রস্তাবিত রপ্তানি শুল্কহার (%)
১.	Cotton waste	০	২৫
২.	Building bricks	০	২৫
৩.	Tobacco refuse	০	৫
৪.	Tobacco, not stemmed/ stripped	১০	৫
৫.	Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped	১০	৫

টেবিল-১০ (স্পেসিফিক ডিউটি সামঞ্জস্যকরণ)

ক্রম নং	পণ্যের বর্ণনা	বিদ্যমান স্পেসিফিক ডিউটি	প্রস্তাবিত স্পেসিফিক ডিউটি
১.	Vessels and other floating structures for breaking up.	BDT 1,000.00 per LDT	BDT 1,500.00 per LDT

টেবিল-১১ (নুন্যতম ৪ দরজাবিশিষ্ট বিলাসবহুল double cabin pick-up এর উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপ)

মোটর গাড়ীর বিবরণ (double cabin pick-up)	সম্পূরক শুল্কহার (বিদ্যমান)	সম্পূরক শুল্কহার (প্রস্তাবিত)
(ক) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১০০০ পর্যন্ত	০	৩০
(খ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১০০১ হতে ১৫০০ পর্যন্ত	০	৪৫
(গ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৫০১ হতে ২০০০ পর্যন্ত	০	১০০
(ঘ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২০০১ হতে ২৭৫০ পর্যন্ত	০	২৫০
(ঙ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২৭৫১ হতে ৪০০০ পর্যন্ত	০	৩৫০
(চ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৪০০১ এবং তদূর্ধ্ব	০	৫০০

টেবিল-১২ [যে সকল পণ্যের রেগুলেটরী ডিউটি (RD) প্রত্যাহার করা হয়েছে]

[১ জুলাই, ২০১১ হতে কার্যকর]

ক্রম নং	পণ্যের বর্ণনা	বিদ্যমান রেগুলেটরি ডিউটি হার (%)	প্রস্তাবিত রেগুলেটরি ডিউটি হার (%)
১	Particle board	৫	০
২	MDF board	৫	০
৩	CKD Motor cycle with four stroke engine	৫	০

টেবিল-১৩ (যে সকল পণ্যের ট্যারিফ ভ্যালু হ্রাস/বৃদ্ধি ও নতুনভাবে আরোপ করা হয়েছে)

ক্রম নং	পণ্যের বর্ণনা	একক	বিদ্যমান ট্যারিফ ভ্যালু (US$)	প্রস্তাবিত ট্যারিফ ভ্যালু (US$)
১.	Sugar confectionery (Asia origin)	kg	-	3.00
২.	Sugar confectionery (Other origin)	kg	-	4.00
৩.	Chocolate (Asia origin)	kg	-	3.00
৪.	Chocolate (Other origin)	kg	-	4.00
৫.	Dry cell battery:			
	D size (non alkaline)	U	0.25	0.25
	C size (non alkaline)	U	0.15	0.15
	AA size (non alkaline)	U	0.10	0.07
	AAA size (non alkaline)	U	0.05	0.05
	AA size (alkaline)	U	0.40	0.20
	AAA size (alkaline)	U	0.40	0.18
	Other size (alkaline)	U	0.40	0.50
৬.	SIM card (32K storage capacity)	U	-	0.55
৭.	SIM card (64K storage capacity)	U	-	0.65
৮.	Frames and mountings for spectacles, goggles or the like of Plastics	U	1.00	0.60
৯.	Frames and mountings for spectacles, goggles or the like of other materials	U	1.40	0.90
১০.	Spectacles, goggles and the like, corrective protective or other : (Of plastics)	U	-	0.60
	Spectacles, goggles and the like, corrective protective or other : (Of other materials)	U	-	0.90